প্রতিজ্ঞান

হিরণ্ময় ঐতিহ্য

বার্ষিক ম্যাগাজিন ২০০৯-২০১০

MOHAMMADPUR PREPARATORY
HIGHER SECONDARY SCHOOL

www.college-mphss.info

প্রতিভান

হিরণ্ময় ঐতিহ্য

বার্ষিক ম্যাগাজিন ২০০৯-২০১০

ম্যাগাজিন সম্পাদনা পরিষদ

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

প্রয়াত-চেয়ারম্যান
জনাব কাজী আজহার আলী

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
জনাব এম.এ. মালিক
চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ

উপদেষ্টামণ্ডলী
জনাব সুজা-উদ-দৌলা, উপাধ্যক্ষ
লে. কর্নেল ওবায়দুল আনোয়ার, রেক্টর
মিসেস ফাতেমা রহমান, রেক্টর
মিসেস জিনাতুন নেসা, সহকারী প্রধান শিক্ষিকা
মিসেস নিগার নাজনীন, তত্ত্বাবধায়ক
মিসেস সেলিনা বানু, তত্ত্বাবধায়ক
মিসেস বিলকিস্ বানু, তত্ত্বাবধয়াক

সার্বিক দায়িত্ব
জনাব মো. বেলায়েত হুসেন
অধ্যক্ষ ও সদস্য-সচিব

সম্পাদক
ডক্টর মো. মুস্তাফিজুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

সহকারী সম্পাদকবৃন্দ
মিসেস মাহফুজা বেগম, সহকারী শিক্ষিকা
জনাব সাদেকুল আলম, সহকারী শিক্ষিক
মিসেস আরিফা সুলতানা, সহকারী শিক্ষিকা
জনাব শান্ত কুমার মৈত্র, সহকারী শিক্ষক
মিসেস বুশরা বানু, সহকারী শিক্ষিকা
জনাব সোহরাব ফরহাদ, সহকারী শিক্ষক

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা
ড. মো. মুস্তাফিজুর রহমান

স্থির চিত্র
এস.এম. শাহজাহান

মুদ্রণ: তিথী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৮/সি-১, টয়েনবী সার্কুলার রোড, মতিঝিল বা/এ
ঢাকা-১০০০, ফোন: ৯৫৫৩৩০৩, ৯৫৫০৪১২

ভর্তিসংক্রান্ত তথ্যাবলীর জন্য যোগাযোগ

জনাব মো. বেলায়েত হুসেন, অধ্যক্ষ ও সদস্য-সচিব, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
বালিকা শাখা : ১৫/১, ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, ফোন : ৯১১২৬৬৩
বালক শাখা : ৩/৩, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, ফোন : ৯১৪৩৫৩০
প্রি-স্কুল শাখা : ৭৩/সি আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, ফোন : ৯১১২৬৬৩,
website : www.college-mphss.info
E-mail : mphss08@yahoo.com

বার্ষিক ম্যাগাজিন
২০০৯-২০১০ সংখ্যা

প্রতিভান

হিরণ্ময় ঐতিহ্য

PROTIBHAN

MOHAMMADPUR PREPARATORY HIGHER SECONDARY SCHOOL

website : www.college-mphss.info, E-mail : mphss08@yahoo.com

MOHAMMADPUR PREPARATORY HIGHER SECONDARY SCHOOL ★

জ্ঞানই শক্তি

১৯৭৬

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা কাজী আজহার আলীর বর্ণাঢ্য সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি

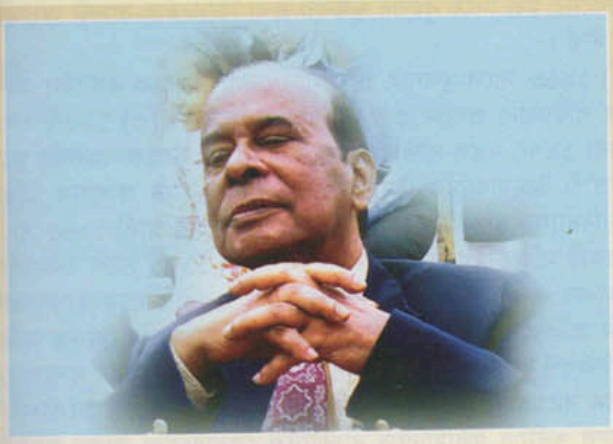

(১৯৩৪ - ২০০৯)

আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে একজন মেধাবী ছাত্রের আশৈশব লালিত স্বপ্ন থাকে কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠার। অবসরে এঁদের অধিকাংশই অতীত উজ্জ্বল দিনগুলোর সুখস্মৃতি রোমন্থন করে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন আমৃত্যু অতিবাহিত করেন। কিন্তু এককালীন বৃহত্তর খুলনার বাগেরহাট মহকুমা, যা বিগত আড়াই দশক আগে জেলায় রূপান্তরিত হয়েছে, সেখানকার ফকিরহাট থানাধীন সৈয়দ মহল্লা গ্রামের কাজী আজহার আলী ছিলেন অনুকরণীয়ভাবে ব্যতিক্রম। তাঁর শিক্ষা ও কর্মজীবন বর্ণাঢ্যময়। ১৯৩৪ সালের ১০ আগস্ট ওই গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী আশরাফ উদ্দিন আহমেদ এবং মাতার নাম খোদেজা খাতুন। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার বড়। সেকালের অন্য দশটা পরিবারের ছাত্রের মতোই গ্রামেই তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। ১৯৪৯ সালে মূলঘর স্কুল থেকে ম্যাট্রিকের ফলাফল বের হওয়ার ৩ মাস পূর্বে ডুমুরিয়া থানার সরাপপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। বাগেরহাট পিসি কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি (অনার্স) এবং এমএসসি প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে পাস করেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অনার্স পরীক্ষার পর রেজাল্ট বের হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঢাকায় সরকারি রাসায়নিক পরীক্ষাগারে ল্যাব অ্যাসিটেন্ট হিসেবে চাকরি করেন। অর্থাৎ পরীক্ষার পর অন্যদের মতো তিনি অখণ্ড অবসর সময় কাটাননি। তিনি সময়ের সদ্ব্যবহার করেছেন এবং তা দেখা যাবে তাঁর কর্ম ও অবসরজীবনে। তিনি যশোর এমএম কলেজ, সিলেট এমসি কলেজ এবং পরবর্তি সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। ১৯৫৭ সালে পাকিস্তান ইনকামট্যাক্স সার্ভিসে মনোনীত হওয়ার পর ওই সার্ভিসে যোগ না দিয়ে ১৯৫৮ সালে পুনরায় পাকিস্তান সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রশাসনিক,–অর্থাৎ সিএসপি ক্যাডারভুক্ত হন। পরীক্ষাটি নিখিল পাকিস্তানভিত্তিক হতো এবং দুরূহ প্রতিযোগিতায় টিকে থেকে দেশের সর্বোচ্চ মেধাবীরাই কেবল সেই সম্মানজনক ক্যাডারভুক্ত হওয়ার বিরল সৌভাগ্য অর্জন করতেন।

বর্ণাঢ্যময় কর্মজীন

১৯৬০ সাল থেকে তিনি রাজবাড়ী মহকুমা প্রশাসক, ঢাকার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (অর্থ), নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, পূর্ব পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব, রংপুর ও কুমিল্লার জেলা প্রশাসক এবং কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমির ডাইরেক্টর জেনারেল হিসেবে কৃতিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। এ-ছাড়া তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে স্বাস্থ্য, শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আমলে তিনি শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব, জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, তথ্য, স্বরাষ্ট্র ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়া তিনি কনজ্যুমার করপোরেশন, চা বোর্ড, টিসিবি, চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। সবশেষে ম্যানিলায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের বিকল্প নির্বাহী পরিচালক হিসেবে ৪ বছর ৩ মাস চাকরি করার পর ৫৭ বছর বয়সে যথারীতি সরকারি নিয়মে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

সরকারি দায়িত্ব পালনকালে অতিরিক্ত কর্মসম্পাদন

কাজী আজহার আলী রাজবাড়ীর এসডিও থাকাকালে রাজবাড়ী কলেজ, রাজবাড়ী বালিকা বিদ্যালয়, পাবলিক লাইব্রেরি ও স্টেডিয়াম স্থাপন ও নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। কাজী আজহার আলী রংপুরে ডেপুটি কমিশনার থাকাকালে রংপুর কলেজ ভবন, বেগম রোকেয়া কলেজ ভবন, লালকুঠি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন, স্টেডিয়াম, পাবলিক পার্ক, নিউমার্কেট ও কয়েকটি রাস্তাঘাট নির্মাণে কখনো একক প্রচেষ্টা বা কখনো যৌথভাবে কাজ করে বৃহত্তর রংপুরবাসীর মনে স্থায়ী আসন তৈরি করে নিয়েছিলেন। এসব কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তৎকালীন প্রাদেশিক গভর্নর গাইবান্ধার একটি স্কুলের নামকরণ তাঁর নামে করেছিলেন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব মূলঘর শিশুসদন এবং রাজশাহী শিশুসদন। বিদ্যুৎ

উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকাকালে ইউএসএইড-এর তৎকালীন ডিরেক্টর মি. জে এস টোনারের সহায়তায় ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড স্থাপন–কাজী আজহার আলীর অন্যতম সুদূরপ্রসারী চিন্তার ফল।

বৃহত্তর খুলনার জন্য কাজী আজহার আলীর অবদান

নিজ জেলা বা এলাকার উন্নয়নে উপরিউক্ত চিন্তাধারার প্রভাববলয়ের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর খুলনার জন্য তিনি তাঁর সামর্থ্য অনুযায়ী যেসব উন্নয়নমূলক কার্য সম্পাদন করেছেন তার তালিকা বেশ দীর্ঘ :

(১) ১৯৬৮ সালে তিনি ফকিরহাটে কলেজ স্থাপন করেন। (২) ১৯৬৮ সালে খুলনার তৎকালীন জেলা প্রশাসক ওয়ারেস আলী চৌধুরীর সহযোগিতায় রূপসা-বাগেরহাট পাকা সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করেন। (৩) ১৯৮৭ সালে শিক্ষাসচিব থাকাকালে শতাধিক বছরের পুরাতন মূলঘর স্কুল এবং ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত খোদেজা খাতুন স্কুলকে সরকারি স্কুলে উন্নীত করেন। ওই সময় তিনি কাঁঠালতলায় কাজী আজহার আলী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, বারাশিয়ায় কাজী আশরাফ উদ্দিন প্রাথমিক বিদ্যালয়, দিয়া পাড়ায় মোল্লা কাওসার আলী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। (৪) কাজী আজহার আলী ১৯৬৫ সালে ইপিএডিসির সচিব থাকাকালীন বাগেরহাটের রামপাল থানায় একটি মহিষের খামার স্থাপন করেন। (৫) ১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের স্বাস্থ্যসচিবের দায়িত্ব পালনকালে খুলনায় একটি মেডিক্যাল কলেজ এবং ৫০০ বেডের হাসপাতাল নির্মাণের পরিকল্পনা করে তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ এবং যুদ্ধকালীন সময় জুন মাসে অধিগ্রহণকৃত জমির মূল্য পরিশোধ করেন, যা ওই সময়ের প্রেক্ষাপটে ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। (৬) ১৯৭৫ সালে পিডিবির চেয়ারম্যান থাকাকালে খুলনায় পিডিবির জেনারেল ম্যানেজার কার্যালয় এবং তৎকালীন বাগেরহাট মহকুমা শহরে একই দপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় স্থাপন করেন। (৭) ১৯৭৭ সালে তথ্যসচিব থাকাকালে খুলনার গল্লামারিতে বাংলাদেশ বেতারকেন্দ্র স্থাপন করেন। প্রকাশ থাকে যে, তার পূর্বে খুলনায় বেতারের রিলে স্টেশন ছিল। (৮) টিসিবির চেয়ারম্যান থাকাকালে তিনি খুলনায় টিসিবির কার্যালয় স্থাপন করেন। (৯) স্বরাষ্ট্রসচিবের দায়িত্ব পালনকালে তিনি মংলা, রূপসা ও চিতলমারীতে তিনটি থানা স্থাপন করেন। ১৯৮৬ সালে শিক্ষাসচিবের দায়িত্ব পালনকালে তিনি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ওই সময় তিনি খুলনায় ডিডিপিআই অফিস স্থাপন করে বৃহত্তর খুলনা, যশোর ও কুষ্টিয়ার শিক্ষকদের কষ্ট লাঘবের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। (১০) বৃহত্তর খুলনার ছেলেমেয়েদের মানসম্মত শিক্ষার জন্য তিনি খুলনার খালিশপুরে খুলনা পাবলিক স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। (১১) এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকে বিকল্প নির্বাহী পরিচালক থাকাকালে ঢাকা-মংলা সড়ক নির্মাণে তিনি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ঋণপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করে সড়কটি নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করার পর নতুন কর্মবীর রূপে কাজী আজহার আলী

অবসর গ্রহণের পর তিনি একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পেরে তিনি সেখান থেকে সরে আসেন। তাঁর আরো কিছু কর্মকাণ্ডের বিবরণ এখানে উল্লেখ করা হলো :

(ক) কাজী আজহার আলীর প্রতিষ্ঠিত মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী স্কুল ১৯৭৬ সালে মাত্র ১৭ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে শুরু হলেও তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বর্তমানে এটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে এর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৮ হাজার। ১৯৯৩ ও ২০০০ সালে এই স্কুল বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ স্কুল হওয়ার জন্য পুরস্কার লাভ করে।

(খ) তিনি বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এবং হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

(গ) তাঁরই প্রচেষ্টার ফল ঢাকায় বৃহত্তর খুলনা সমিতির 'নিজস্ব ঠিকানা'। তিনি ছিলেন এ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। তিনি ঢাকাস্থ বাগেরহাট সমিতিরও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন।

(ঘ) তিনি ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশেরও সভাপতি ছিলেন।

(ঙ) এসব গুরুদায়িত্ব পালনে যিনি সর্বক্ষণিকভাবে প্রেরণা জুগিয়েছেন, সেই মহীয়সী নারী কাজী আজহার আলীর অর্ধাঙ্গিনী ড. সাকিনা আজহারের স্মরণে বাগেরহাটের ফকিরহাটে পৈতৃক জমিতে প্রতিষ্ঠা করেছেন 'সাকিনা আজহার টেকনিক্যাল কলেজ' এবং তিনি ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান।

(চ) কাজী আজহার আলীর সবচেয়ে বড় স্বপ্ন ছিল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা। আল্লাহর অশেষ রহমতে তাঁর সেই স্বপ্ন তিনি পূরণ করেছেন। ২০০১ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন (মোহাম্মদপুরের ১৫/১ ইকবাল রোডে) 'বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি' এবং এর অন্তিমলগ্ন পর্যন্ত তিনি ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও অবৈতনিক ভাইস চ্যান্সেলর।

তিনি সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজ উন্নয়নের জন্য 'কাজী আজহার আলী ফাউন্ডেশন' করেছেন। তাঁর ৩৫ বছরের ঘটনাবহুল চাকরিজীবনে দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞতার লেখচিত্রের সমন্বয় ঘটেছে–তাঁর লেখা আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ 'তিন কাল' বইয়ে।

(এ জীবনপঞ্জীটি কাজী আজহার আলী ফাউন্ডেশনের ব্রুশিয়ার থেকে সংগৃহীত হল। – সম্পাদক)

সূচিপত্র

নাম	বিষয়	পৃষ্ঠা
[illegible] মো. [illegible] রহমান	সম্পাদকীয়	০৭
[illegible] মালিক	শুভেচ্ছা বাণী	০৮
[illegible] হুসেন	সচিবের দপ্তর থেকে	০৯
[illegible]-উদ-দৌলা	উপাধ্যক্ষের কথন	১০
[illegible]	কথন	১১
[illegible] Obaidul Anwar (Retd)	Preface of Rector	১১
[illegible] Rahman	A Few Words From The Rector	১২
[illegible]	কথন	১২
[illegible] বানু	কথন	১৩
[illegible] বানু	কথন	১৩
[illegible] দস্তগীর	স্বপ্ন - সত্য - কল্পনা-৪	৪১
[illegible]	Conservation of Energy	৪৩
[illegible] ইসলাম	রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বাঙালির মানস-বৈচিত্র্য	৪৭
[illegible] আহমেদ	শিক্ষা, শিল্পকলা ও সংস্কৃতিচর্চা	৫০
[illegible] আক্তার	বোকা মেয়ে	৫১
[illegible] আক্তার শিমু	ভালোবাসার মানুষ	৫১
[illegible] আক্তার মিতু	গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস থেকে	৫২
[illegible] রহমান	শর্তাব্দীর শেষ সূর্যগ্রহণ	৫৪
[illegible] ইফফাত	বৃদ্ধা ও চিকিৎসক	৫৪
[illegible]	গন্ধর্বসেন মারা গেছেন	৫৫
[illegible] করিম	বাক্স	৫৬
[illegible]	প্রভাতের অপেক্ষায়	৫৬
[illegible] মেহেজাবিন	গরীবের জন্য	৫৭
[illegible]	ভাষার জন্য ভালোবাসা	৫৭
[illegible] সরওয়ার	ছোট হলেও মহৎ	৫৭
[illegible]	শেয়াল আর পিঠার গল্প	৫৮
[illegible] আফরিন তালুকদার	লোভী রাজা	৫৮
[illegible] আফরিন	চেতনায় মুক্তিযুদ্ধ	৫৮
[illegible] সাইফ	আমরা ৬ বন্ধু	৫৯
[illegible] ইসলাম সৈকত	রস খাওয়া	৬০
[illegible] রহমান	ক্রিকেট বিশ্বকাপ বাংলাদেশ	৬০
[illegible] রেজা	অন্বেষণ	৬১
[illegible] হাসান জায়েদ	বিজয়ের গান	৬১

নাম	বিষয়	পৃষ্ঠা
মোঃ আনোয়ার জাহিদ	জাদুর ছোট্ট বন	৬১
মোঃ ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ	আমরা দেশের ভবিষ্যৎ	৬২
প্রীতম পাল পার্থ	ফেসবুক	৬২
মুহতাসীম ফারুক	আমরা কারা - বীর বাঙালি	৬২
তানভীর মোহাম্মদ সাঈদ	আমার মা	৬২
লাবিবা রহিম	ঢাকা শহর	৬২
ফাইজা রামীম	আমার দেশ	৬৩
সায়েমা আমিন	ময়না পাখি	৬৩
রোকেয়া ইসলাম	দেশ	৬৩
সায়রা জাহান	পহেলা বৈশাখ	৬৩
সিনথিয়া	পারা না পারা	৬৩
শারমিন আহমদ	ডিজিটাল বাংলা	৬৪
অনিতা রানী সূত্রধর	জন্মভূমি	৬৪
মোহসিনা জাররীন রিমা	মা তুমি কোথায়	৬৫
তাজিয়া ইসলাম	মধুর মাস	৬৫
তানিয়া আক্তার	এক বৃন্তে আটটি ফুল	৬৫
মেহনাজ মুন্নি	দোয়েল পাখি	৬৬
নাদিয়া করিম	কালো টাকা	৬৬
ফারিয়া ইসলাম	স্বাধীনতা	৬৬
৫ম শ্রেণীর ছাত্রীবৃন্দ	রক্ত মাখা একুশে	৬৬
কাজী সাকিনা	স্বাধীনতা	৬৭
মহসিনা মতিন মমি	ফেব্রুয়ারী একুশ	৬৭
শেখ আশা আক্তার শিমু	ইলিশ	৬৭
কাব্য কৃত্তিকা	সন্ধ্যা আমার নদী	৬৭
প্রমথ মিত্রী	ছাত্র-শিক্ষক	৬৮
Shohrab Farhad	International Phonetic Alphabet	৬৯
Santa Kumar Maitra	Teaching As Profession	৭২
Ashfaque Hossain Ayon	Earthquake	৭৩
Rahatil Bin Mostafiz (Rafi)	The Old Mansion	৭৩
Md.Tahmid Rashik	Jokes:A Literate Goat By Tahmid Rashik	৭৪
Rifatul Islam Siddique	Fruits Introduction	৭৫

সূচিপত্র

নাম	বিষয়	পৃষ্ঠা
Rifatul Islam Siddique	Prize Day At My School	৭৬
Zunaid Chowdhury	Unlucky Lottery	৭৬
Zohair Tahmid Rahman	A Good Lesson	৭৭
Atif Aninda Rahman	Atomic Bombing of Hiroshima And Nagasaki	৭৮
Anor Ghosh	Biggest Of All	৭৮
Zinedin Zeedan Chowdhury	A Clever Judge	৭৯
Mostafiz Hossain	The First Airman	৭৯
Tanveer Islam & Shafi Uddin Ali Ahemad	The Man Hunting Shark	৮০
Syedrajib	The Farmer And	৮৩
Hassin-Rahman	The Secrets of	৮৪
Labiba Rahim	Mimi'S Eyes	৮৫
Naziat Binte Harun	The Naughty Cat	৮৬
Emran Yusuf	A Dangerous Sage	৮৬
Suraiya Hasan	About Sundarban	৮৭
Khujista Ayeshata Binte Alamgir	Rosella	৮৭
Saynia Sultana	Two Brothers And A Lion	৮৮
Nazhat Tabassum	The Fox Without Tail	৮৯
Afifa Islam	A Wish To Visit U.S.A	৮৯
Nahiar Tashim	A Story of Spirits	৮৯
Tasfia Wahid Khan	Oshim'S Cleverness	৯০
Tasneen Haq Azad	Interesting Facts: Did You Know!	৯০
Share Alam	Scare Of The Darkness	৯১
Sadia Rahman	The Word "Mother" In Many Languages	৯২
Kazi Mormo	20 Things We Would Never Know Without Movies	৯৩

নাম	বিষয়	পৃষ্ঠা
Ahnaf Tahmid	If I Was	৯৪
Ashfaque Hossain Ayon	My Little One	৯৪
Zunaid Chowdhory	Love	৯৪
Atif Aninda Rahman	Little boy (Hiroshima)	৯৪
Quazi Abdul muqit	Silver Heart	৯৫
Adib Mahmud	Allah The Almighty	৯৫
Ishfiaque Ahmed	The Truth of Life	৯৫
Tariha Jasnim Raja	Some Day	৯৬
Maisha Shameha	Road Lights	৯৬
Maisha Shameha Nuzhat Anan	My Mother	৯৬
Sayad Mehedi	Allah is Almighty	৯৬
Saiyara Jahin	How life is	৯৭
Shafiqua Nawar	The Sky, Sun, Earth and me	৯৭
Sruti Rahman	Flowers	৯৭
Faiza Ramim	My brother	৯৮
উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা শাখা	শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের নামের তালিকা	১০০
মাধ্যমিক বালিকা শাখা	শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের নামের তালিকা	১০১
প্রিপারেটরী বালিকা শাখা	শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের নামের তালিকা	১০২
উচ্চ মাধ্যমিক বালক শাখা	শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের নামের তালিকা	১০৩
প্রিপারেটরী বালক শাখা	শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের নামের তালিকা	১০৪
ইংরেজি মাধ্যম বালক শাখা	শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের নামের তালিকা	১০৫
ইংরেজি মাধ্যম বালিকা শাখা	শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের নামের তালিকা	১০৬
প্রাক্ প্রাথমিক বাংলা মাধ্যম	শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের নামের তালিকা	১০৭
প্রাক্ প্রাথমিক ইংরেজি মাধ্যম	শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের নামের তালিকা	১০৮
কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের	নামের তালিকা	১০৮
বোর্ড অব ট্রাস্টিজ	নামের তালিকা	১১১
বোর্ড অব গভর্নরস	নামের তালিকা	১১১
মো. বেলায়েত হুসেন	হাদিসে রাসুল (সা.)	১১২

সম্পাদকীয়

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক ম্যাগাজিন 'প্রতিভান হিরণ্ময় ঐতিহ্য'। বিগত ২০০৮-২০০৯ সংখ্যার 'প্রতিভান'-এর প্রকাশনার পর ২০০৯-২০১০ সংখ্যার প্রকাশনা তাই এবারের বছরশেষের শ্রেষ্ঠ উপহার বলেই অভিহিত করছি। 'প্রতিভান'-প্রকাশনার নেপথ্যে যিনি আমাকে এর সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব প্রদান করেছিলেন সেই ভাষাসৈনিক, বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বকারী, অসামান্য প্রতিভাবান ব্যক্তি এবং প্রিপারেটরী কমপ্লেক্সের প্রতিষ্ঠাতা-চেয়ারম্যান জনাব কাজী আজহার আলী আজ আর আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তাঁর স্বহৃদয় উপস্থিতি বারংবার অনুভব করি। তাই এই প্রতিভান-প্রকাশের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছি।

সুধীবৃন্দ, ২০০৯-২০১০ শিক্ষাবর্ষে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা যেসব সুপ্তপ্রতিভা বিকশিত করেছে, সেগুলো এবারের সংখ্যায় প্রকাশিত হল। বিগত বছরের মধ্যে 'প্রতিভান'-এ প্রকাশের জন্য বেশকিছুসংখ্যক লেখা, বিশেষ করে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি নির্বাচিত করে এই সংখ্যায় প্রকাশিত হল। এই প্রকাশনার নেপথ্যে এ প্রতিষ্ঠানের বর্তমান চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট শিল্পপতি জনাব এম.এ. মালিক, বিশেষ করে, এই প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাডেমিক উপদেষ্টা প্রকৌশলী এম.এ. গোলাম দস্তগীর মহোদয়ের যথাযথ নির্দেশনা না থাকলে 'প্রতিভান'-এর প্রকাশনা আরও বিলম্ব হতো। এজন্য তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এবারের 'প্রতিভান'-প্রকাশে বিলম্বের কিঞ্চিৎ কারণ রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বোর্ড অব ট্রাস্টিজের ও অধ্যক্ষের একান্ত সহযোগিতায় 'প্রতিভান হিরণ্ময় ঐতিহ্য' ২০০৯-২০১০ সংখ্যাটি শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হল।

এছাড়া 'প্রতিভান'-প্রকাশে এ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ জনাব মো. বেলায়েত হুসেন, বিভিন্ন শাখাপ্রধান,–এঁদের সহযোগিতার কথাও অজানা নয়। তাই তাঁদের আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে মাত্র কয়েকদিনের প্রচেষ্টায় 'প্রতিভান হিরণ্ময় ঐতিহ্য' ২০০৯-২০১০ সংখ্যাটি প্রকাশিত হল। একারণে যদি এখানে কিছু মুদ্রণপ্রমাদ থেকে যায়, তার জন্য পাঠকবৃন্দের নিকট আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখপ্রকাশ করছি। আমাদের কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যারা প্রাথমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বৃত্তি পেয়েছে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় আশানুরূপ সাফল্য লাভ করেছে, এপ্রতিষ্ঠানকে আরও গৌরবময় করেছে, তাদের প্রতি আমাদের পক্ষ থেকে প্রাণঢালা অভিনন্দন রইল।

দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে পুরস্কারপ্রাপ্ত মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাহিত্যবার্ষিকী 'প্রতিভান হিরণ্ময় ঐতিহ্য' সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে হার্দিক উষ্ণতায় উত্থাপিত হোক,– এই আশা অসমীচীন নয়। সকল ন্যায় পরায়ণ মানুষের জয় হোক।

(ডক্টর মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান)
২২ অক্টোবর, ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ
৬ কার্তিক, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ও সম্পাদক
'প্রতিভান' ২০০৯-২০১০ সংখ্যা

শুভেচ্ছা বাণী

'মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়' বাংলাদেশের একটি সুবৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানে স্কুল, কলেজ ও ইংরেজি মাধ্যমসহ ৮টি শাখায় প্রায় আট হাজার ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত। আর এখানে সাড়ে তিনশত শিক্ষক/অধ্যাপক বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদান করছেন। এর মধ্যে ৬ জন ডক্টরেট ডিগ্রীধারী অধ্যাপক করেছেন। তাঁরা নিরলস ভাবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানসহ বিভিন্ন সহশিক্ষাপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে এই প্রতিষ্ঠানে সাফল্য অর্জনে বিরাট ভূমিকা পালন করছেন।

কেবল পুথিগত ও কাঠামোগত শিক্ষাই নয়, একটি শিশুকে ভবিষ্যতের জন্য পূর্ণাঙ্গ সার্থক মানুষ রূপে গড়ে তোলার জন্য এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক/অধ্যাপকদের নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

কিছুকাল পূর্বে এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের ঈর্ষণীয় ফলাফলে গর্ববোধ করেছি। বিশেষ করে, ইংরেজি মাধ্যম বালিকা শাখার উত্তরোত্তর সাফল্য আমাদেরকে মুগ্ধ করেছে।

'প্রতিভান হিরণ্ময় ঐতিহ্য' এ প্রতিষ্ঠানের একটি সাহিত্যনির্ভর মুখপাত্র। এখানে প্রকৃত বিশুদ্ধ সাহিত্য সন্দর্শনের উপকরণ হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু এটি সাহিত্য নয় তাও বলা যাবে না। এখানে মুখ্যত প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীলতার একটি সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। 'প্রতিভান' এ সাফল্যের মধ্য দিয়ে শিক্ষকগণও তাঁদের সুপ্তপ্রতিভার বিকাশ করতে পেরেছেন।

এ প্রতিষ্ঠানে অনেকগুলো সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম উদযাপিত হয়ে থাকে। বিশেষত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, নজরুল-রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী উদযাপন, বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী, মিলাদ মাহফিল, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি উদযাপিত হয়ে থাকে। এসব অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের একটি বড় বিষয় রূপে চিহ্নিত হয়। কারণ তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে 'প্রতিভান হিরণ্ময় ঐতিহ্য' সাহিত্য বার্ষিকী একটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তাই 'প্রতিভান'-প্রকাশের নেপথ্যে বিশেষত সম্পাদকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

20/10/11

(এম.এ. মালিক)
চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ

সচিবের দপ্তর থেকে...

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গতানুগতিক অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুপরিচিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত। উন্নত ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাদান করে উপযুক্ত নাগরিক সৃষ্টির যে প্রয়াস শুরু হয়েছিল ৩৪ বছর পূর্বে, আজ সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের শুধু শিক্ষা নয়, কলেজ, ইউনিভার্সিটির আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বিদ্যাদান করা হচ্ছে।

প্রতিষ্ঠানের এই সুষ্ঠু, সুন্দর ও বিশাল পরিসরে আত্মপ্রকাশ করার পিছনে অনেকের অবদান আছে, যার মধ্যে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, একাডেমিক কমিটি, বোর্ড অব গভর্নরস, শিক্ষকমণ্ডলী, ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের সম্মিলিত প্রয়াস।

তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রশংসার দাবিদার হলেন এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান জনাব কাজী আজহার আলী। তিনি এখন আমাদের মাঝে নেই। তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছি। তাঁর কঠোর, নিরলস, নিঃস্বার্থ শ্রম এবং সার্বিক পরিকল্পনার মাধ্যমে তৈরী করেছেন এই বিশাল প্রিপারেটরী কমপ্লেক্স। একজন প্রিন্সিপাল ও তিনজন শিক্ষিকা নিয়োগ দিয়ে পি.জি. কে.জি ও গ্রেড এই তিনটি ক্লাসে ১৭ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে ১৯৭৬ সালে স্কুলের যাত্রা শুরু হয়। তারই পূর্ণরূপ মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। ২০০২ সালে এ প্রতিষ্ঠানে ইংলিশ মিডিয়াম চালু হয়।

এই শাখার বর্তমানে প্রিপারেটরী, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাদান করা হচ্ছে। ২০০৪ সালে ছাত্রদের শিক্ষার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং আসাদ এভিনিউতে নির্মাণাধীন একটি ছয়তলা ভবন ক্রয় করা হয়। এই ভবন ছেলেদের কলেজ ও স্কুলের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। ভৌত অবকাঠামো ও বোর্ড পরীক্ষার ধারাবাহিক সাফল্যসহ সবকিছু বিবেচনা করে সালের ১৯৯৩ ও ২০০০ সালে এই প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় পর্যায়ে 'শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' ঘোষণা করেছে। অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ১৯৯৫ সালে এস.এস.সি পরীক্ষায় ১ম স্থানসহ শীর্ষ ৮টি স্থান অর্জন করেছে। ২০১০ সালে এস.এস.সি পরীক্ষায় পাশের হার ১০০ ভাগ ২৬৬ জনের মধ্যে ১৮৭ জন (জিপিএ-৫) এবং অবশিষ্ট (এ)। ১৭ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি শুরু হয়েছিল আজ সেখানে প্রায় ৭,০০০ ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করছে। বিদ্যালয়ের দ্রুত অগ্রগতির পিছনে সবচেয়ে বেশি অবদান প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পরিষদ এবং শিক্ষকমণ্ডলীর।

আমাদের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা শুধু পড়ালেখায় নয়, অন্যান্য বিষয়েও পারদর্শী। তার মধ্যে একটি হল সাহিত্য বার্ষিকী 'প্রতিভান'। ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীল প্রতিভার অন্তর্নিহিত শক্তি বিকশিত হয় প্রতিবছর 'প্রতিভান'-এ প্রকাশনার মাধ্যমে। প্রতি বছরের মত এবারও 'প্রতিভান' প্রকাশিত হল নতুন সাজে নতুন রূপে। স্কুলের প্রতি সবার যে অসামান্য ভালবাসা তারই প্রতিফলন হয়েছে এই 'প্রতিভান' -এ। বিদ্যালয়ের ক্ষুদে লেখকদের সৃষ্টিকর্মকে সকলের সামনে তুলে ধরার জন্য আমাদের এই সামান্য প্রয়াস। এতে করে ক্ষুদে লেখকরা পাবে সামনে এগিয়ে চলার প্রেরণা।

২৫/১০/১০

(মো. বেলায়েত হুসেন)
অধ্যক্ষ ও সদস্য-সচিব

উপাধ্যক্ষের কথন

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বালক শাখায় প্রথম ছাত্র ভর্তি করা হয় ২০০৪ সালে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর বিজ্ঞান ও ব্যবসা শিক্ষা শাখায়। ২০০৫ সালে পি. জি শ্রেণী থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র ভর্তি করা হয়। প্রথম ৩/৪ বৎসর উচ্চ মেধাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়নি। তারাই এখন ৮ম থেকে ১০ম শ্রেণীতে লেখাপড়া করছে। কলেজ শাখায়ও কম মেধাবী ছাত্র ভর্তি হয়। এর কারণ হিসেবে বলা যায় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ ও সেন্ট জেসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সন্নিকটে এর অবস্থান। বালক শাখার ফলাফল উন্নতমানের হতে আরও কয়েক বৎসর লাগবে বলে আমার মনে হয়। এজন্য শিক্ষকদের প্রচেষ্টায় ছাত্রদের পরিশ্রম ও অধ্যবসায় এবং অভিভাবকদের নজরদারী খুবই প্রয়োজন। বালক শাখায় ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রসংখ্যা ৫০০ এর ওপরে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শাখায় শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ৩০ জন। এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪০ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে সকলেই কৃতকার্য হয়। বিজ্ঞানে ২২ জনের মধ্যে ১৪ জন GPA 5 এবং বাণিজ্যে ১৮ জনের মধ্যে ৪ জন GPA ও মোট ১৯ জন ছাত্র +A Grade লাভ করে। H.S.C পরীক্ষায় বিজ্ঞানে ৪৯ ছাত্র অংশ নেয়। এর মধ্যে ২৮ জন ছাত্র নিয়মিত বাকি ২১ জন অনিয়মিত। নিয়মিত ছাত্রদের মধ্যে ১৭ জন Grade A Ges 15 জন -A Grade লাভ করে।
বাণিজ্য শাখায় ৩ জন Grade A এবং ১০ জন A Grade ও ২ জন অকৃতকার্য হয়। অনিয়মিত ছাত্রদের মধ্য থেকে ৫জন কৃতকার্য এবং বাকিরা অকৃতকার্য হয়। ব্যবসায় শিক্ষাশাখায় মোট ২৮ জন ছাত্র পরীক্ষা দেয়। ২৭ জন কৃতকার্য এবং ২জন অকৃতকার্য হয়। বিজ্ঞান ও ব্যবসা শিক্ষা মিলিয়ে মোট পাশের হার ৮৫.৭১। অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী ও লেখাপড়ার প্রতি কম আগ্রহী এসব ছাত্রদের কারণে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষক/ শিক্ষিকাবৃন্দ তাদের সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উভয় শাখায়ই ছাত্ররা কর্মদ্যোগী, উপযুক্ত, পরিশ্রমী ও উচ্চ মেধাসম্পন্ন শিক্ষক/ শিক্ষিকা পাচ্ছে। বিজ্ঞান বিভাগে রয়েছে উন্নত গবেষণাগার বালক শাখায় কোন মিলনায়তন ছিল না। ছাত্রদের দীর্ঘদিনের এই দাবিটি এবার পূরণ করা হয়েছে। সেক্রেটারী মহোদয়কে এজন্য ধন্যবাদ।

বালক শাখায় কক্ষের সংকট রয়েছে। কোচিং ক্লাসের জন্য আলাদা কোন রুম নেই। কোচিং ক্লাসের জন্য গার্লস শাখার ন্যায় আলাদা কোন রুম পাওয়া যায় না। পরীক্ষার সময় একটি বেঞ্চে ৪ জন করে ছাত্রকে বসাতে হয়। ফলে ছাত্ররা দেখাদেখি করে লেখার সুযোগ পায়। এখন জেনারেটর বসানো হয়েছে। কিন্তু টয়লেটগুলো সংস্কার করা প্রয়োজন। একজন সর্বক্ষণিক ইলেকট্রিশিয়ান ও একজন কাঠমিস্ত্রি থাকা প্রয়োজন। বালক শাখাকে স্বমহিমায় দাঁড়াবার জন্য প্রভূত সাহায্য সহযোগিতা বাড়িয়ে দিতে অনুরোধ করছি।

মোঃ সুজা-উদ-দৌলা
উপাধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)
বালক শাখা

কথন

'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদেরই লোক,
আর কিছু নয়- এই হোক শেষ পরিচয়।'

এভাবেই কবির ভাষায় যিনি তাঁর পরিচয় দিয়ে গেছেন তিনি হলেন মরহুম কাজী আজহার আলী। সত্যিই তিনি আমাদের সকলেরই লোক। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরই নানা শ্রেষ্ঠ কর্মকাণ্ডের মধ্যে তাঁর নিজ হাতে গড়া "মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়" দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাকতা ও বিভিন্ন গুরুদায়িত্ব পালন করতে পেরে নিজেকে আজ ধন্য মনে করছি। এ প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যশিক্ষার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মনুষ্যত্ব বিকাশে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে তিনি নিয়েছেন নানামুখী কর্মকাণ্ড। সেসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে বার্ষিক ম্যাগাজিন 'প্রতিভান' অন্যতম। প্রতিবছরের ন্যায় এবারও বার্ষিক ম্যাগাজিন 'প্রতিভান' বের হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ 'প্রতিভানে' শ্রদ্ধাভাজন কর্তৃপক্ষ, সুযোগ্য শিক্ষকমণ্ডলী ও স্নেহপরায়ণ সন্তানতুল্য ছাত্র-ছাত্রীরা মেধাবিকাশের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। তাই সবার মাঝে 'প্রতিভান' আজ ছড়িয়ে দিচ্ছে জ্ঞানের প্রদীপ। এতে দিন দিন প্রতিষ্ঠানটি সুখ্যাতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে আগামী দিনের যারা দেশ গড়ার ভবিষ্যৎ কাণ্ডারী, স্নেহপরায়ণ ছাত্র-ছাত্রীরা এর মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব, উদারতা, শৃঙ্খলা, সহানুভূতি ও আধুনিক মানসিকতা বিকাশের মূলমন্ত্র অর্জন করছে। তাই আজ আমি মহৎ লোকের এ মহৎ কর্মকাণ্ডকে শ্রদ্ধাভাজন চিত্তে স্মরণ করছি। পরিশেষে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও যাঁরা 'প্রতিভান' প্রকাশে উদ্যোগি তাঁদের সকলকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক অভিনন্দন। জয় হোক শুভ কর্মের, জয় হোক আমাদের সকলের।

জিনাতুন নেসা
সহকারী প্রধান শিক্ষিকা, বালিকা শাখা

Preface of Rector

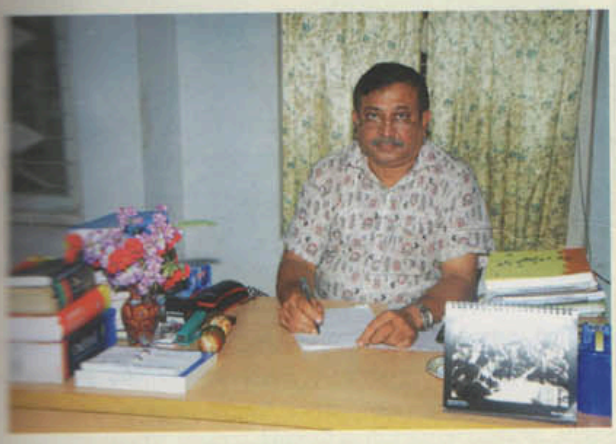

Mohammadpur Preparatory Higher Secondary School is a polymorphous institution. This institution strives many activities to inculcate the finer aesthetic qualities in students that they may become asset to the nation and world community. College/ School magazine is an excellent facility to the students to display their latent creative faculties. It is a necessity as co-curricular activity for an alma mater to drive out hidden faculties of students and inspire them to develop the faculty.

Publication of Magazine is a very arduous job. I wish the editorial board will be tenacious enough to present us with the best possible reading materials & souvenir.

Lt. Co. Khandkar Obaidul Anwar (Retd)
Retor
English Version, Boys' Wing

A Few Words From The Rector

A yearbook makes the attempt to capture all kinds of academic and co-curricular activities which go on in an educational institution. Protivan with its unique blend of multifaceted materials surely stands out among all such publications. It mirrors the devoted effort of the Governing body to ensure supreme quality in nurturing the children of our nation. Moreover, this magazine presents a bouquet of enchanting literary pieces and artworks contributed by the highly talented students of various wings of Mohammapur Preparatory Higher Secondary School to entertain & astonish the readers. The wide range of Photographs depict the special programmes which are organized by the school authority congratulate all persons involved with the publication of this wonderful memoir which would definitely be treasured by the students & teachers.

This school has already curved a niche among the most reputed educational institutions with its brilliant academic achieviments. I am confident that under the able guidance of the authority the school will reach new heights of excellence in the years to come. May Allah help us all in this noble endeavour.

Fatema Rahman
Rector, Girls' Wing

কথন

প্রতিভানের জন্য কিছু কথা লিখতে গিয়ে আজ মনে পড়ছে এই তো সেদিন স্বনাম খ্যাত এই বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে পা রেখে শিক্ষকতা জীবনের শুরু হল। সেদিন আর আজ এর মধ্যে যে বহু বছর চলে গেছে। তোমাদের ভাল বাসার বাঁধনে বাঁধা পড়ে এতগুলো দিন পার করে আজ জীবনের শেষ প্রান্তে পৌছে গেছি। ভবিষ্যতে তোমরা তোমাদের মেধা অনুযায়ী সমাজের বিভিন্ন পেশায় ও স্তরে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবে। আশা করি শিক্ষক হিসেবে তোমাদের কাছে আমাদের যা চাওয়ার ছিল তার অনেক খানিই তোমরা পূরণ করেছ। নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি তোমাদের সুপ্তপ্রতিভাকে বিকশিত করার জন্য প্রতিবছর 'প্রতিভান' বার্ষিকী প্রকাশিত হয়। কবিতা, গল্প, ভ্রমণকথা, রম্যরচনা, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা–অর্থাৎ তোমাদের মনের সব কথা লিখে প্রতিভানের প্রতিটি পাতা মুখর করে তুলবে, এই আশা করছি। যা কিছু ভাল তা গ্রহণ কর এবং মন্দকে ত্যাগ করতে শেখ। দেশের উন্নয়নে নিজেকে সম্পৃক্ত কর। দেশকে ভালবাসতে শেখ, তোমাদের লেখনির মাধ্যমে পৃথিবীর যত অন্ধকার সরিয়ে দিয়ে সবকিছুকে আলোর পথে এগিয়ে নিয়ে যাও। প্রতিভানের মাধ্যমে নিজেদেরকে প্রস্ফুটিত কর।

আমি বিশ্বাস করি তোমাদের লেখার মাধ্যমে এই সমাজ শক্ত গাঁথুনির উপর দৃঢ়তার সাথে বহুদিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে। শুভ কামনা ।

নিগার নাজনীন
তত্ত্বাবধায়ক, বালিকা শাখা

কথন

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলীর নিরন্তর প্রচেষ্টা, সম্মানিত অভিভাবকদের আন্তরিক সহযোগিতা এবং শিক্ষার্থীদের অধ্যবসায় এ তিনের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠানটির সাফল্য উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাবে–এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। শিশু-মনকে পরিণত মনে রূপান্তরিত করার গুরুদায়িত্বের অনেকটা বর্তায় শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলীর উপর। তারা এ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে পাঠ্যক্রমিক কর্মকাণ্ড অনুসরণের পাশাপাশি সহপাঠ্যক্রমিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে বার্ষিক ম্যাগাজিন প্রকাশনার আয়োজন করেন। পরিশেষে, আমি এই শ্রমশীল ও সৃষ্টিধর্মী কাজের সংগে সংশ্লিষ্ট সকলকে এবং যাদের লেখায় ম্যাগাজিন সমৃদ্ধ হয়েছে তাদের সকলকে জানাই অকৃত্রিম অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

[illegible] [illegible] তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। আগামীতে আরও সুন্দর ও বর্ধিত কলেবরে বার্ষিকী প্রকাশিত হবে এই কামনা করি।

সেলিনা বানু
তত্ত্বাবধায়ক, বালক শাখা

কথন

প্রতিষ্ঠা লাভের পর হতেই মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটি শাখাতে শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলীর আন্তরিক প্রচেষ্টা সম্মানিত অভিভাবকদের সহযোগিতা এবং শিক্ষার্থীদের নিরন্তর অধ্যবসায় এবং সাধনার সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোর সাফল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে আমার বিশ্বাস। ছোট্ট শিশুকে পরিণত ও মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন মানুষ হিসেবে তৈরী করার গুরু দায়িত্ব অনেকটা বর্তায় শিক্ষকের উপর। শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণ এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দৈনিক পাঠ্যক্রমের কর্মকাণ্ড অনুসরণ করার পাশাপাশি সহপাঠ্যক্রমিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসাবে প্রতিবছর বার্ষিক ম্যাগাজিন 'প্রতিভান' প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। 'প্রতিভান' হচ্ছে এ প্রতিষ্ঠানের কচি কচি শিক্ষার্থীদের মনের ভাবপ্রকাশের স্থান। এখানে লেখার মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীর মৌলিক চিন্তা ও চেতনার বিকাশ এবং সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের সুযোগ করে দেয়া হয়।

এখানে লেখার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়। তাই বার্ষিকী প্রকাশের এ মহৎ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

বিলকিস বানু
তত্ত্বাবধায়ক, প্রাক্-প্রাথমিক শাখা

২০০৯ সালের বার্ষিক ক্রীড়া উৎসবের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক (এমপি)'র সঙ্গে প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান জনাব কাজী আজহার আলীসহ অন্যান্যরা।

২০০৯ সালের বার্ষিক ক্রীড়া উৎসবের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক (এমপি)'র সঙ্গে প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান জনাব কাজী আজহার আলীসহ অন্যান্যরা।

২০০৯ সালের বার্ষিক ক্রীড়া উৎসবের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক (এমপি)'-কে সহকারী প্রধান শিক্ষিকা মিসেস জিনাতুন নেসার সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন জনাব কাজী আজহার আলী।

২০০৯ সালের বার্ষিক ক্রীড়া উৎসবে প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান জনাব কাজী আজহার আলী বক্তব্য প্রদান করছেন। পাশে দণ্ডায়মান প্রধান অতিথি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক (এমপি) সহ অন্যান্যরা।

২০১০ সালের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের প্রধান অতিথি বিশিষ্ট নাট্যকার ও অভিনেতা জনাব মামুনুর রশীদ এবং প্রখ্যাত শিল্পপতি ও চেয়ারম্যান জনাব এম.এ মালিককে স্বাগত জানাচ্ছেন শিক্ষকমণ্ডলী ।

২০১০ সালের বার্ষিক ক্রীড়া উৎসবের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক (এমপি) ছাত্রীদের পুরস্কার প্রদান করছেন ।

২০০৯ সালের বার্ষিক ক্রীড়া উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান জনাব কাজী আজহার আলী, প্রধান অতিথি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক (এমপি), এম.এ. গোলাম দস্তগীর, মশিহউর রহমান ও অধ্যক্ষ মো. বেলায়েত হুসেন।

২০০৯ সালের বার্ষিক ক্রীড়া উৎসবের ক্রীড়া প্রতিযোগীবৃন্দ।

২০০৯ সালের বার্ষিক ক্রীড়া উৎসবের ক্রীড়া প্রতিযোগীবৃন্দ।

২০০৯ সালের বার্ষিক ক্রীড়া উৎসবের ক্রীড়া প্রতিযোগীবৃন্দ।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও ট্রাস্টিবোর্ড সদস্য প্রফেসর ড. এম. তামিম জনৈক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা নিচ্ছেন।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও ট্রাস্টিবোর্ড সদস্য প্রফেসর ড. এম. তামিম জনৈক শিক্ষার্থীকে পুরস্কার প্রদান করছেন।

২০১০ সালের বিজ্ঞান মেলার শুভ উদ্বোধন করছেন বিশিষ্ট শিল্পপতি ও চেয়ারম্যান এম.এ. মালিক। পাশে দণ্ডায়মান প্রকৌশলী মশিহউর রহমান, অধ্যক্ষ মো. বেলায়েত হুসেন ও অন্যান্যরা।

২০১০ সালের বিজ্ঞানমেলায় অংশগ্রহণরত ইংরেজি মাধ্যম শাখার প্রতিযোগীবৃন্দ।

২০০৯ সালের বিজ্ঞানমেলা পরিদর্শন করছেন অ্যাকাডেমিক উপদেষ্টা প্রকৌশলী এম.এ গোলাম দস্তগীর।
পাশে দণ্ডায়মান কলেজ শাখার শিক্ষিকা ও ছাত্রীবৃন্দ।

২০০৯ সালের বিজ্ঞানমেলায় অংশগ্রহণরত বালক শাখার প্রতিযোগীবৃন্দ।

২০০৯ সালের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিচারক ও বিশিষ্ট নজরুল সঙ্গীত শিল্পী জনাব খালেদ হোসেন ও অন্যান্যরা।

২০১০ সালের বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসবের প্রতিযোগিদের একাংশ।

২০০৯ সালের বার্ষিক মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব এম.এ. মালিক শিক্ষার্থীদেরকে পুরস্কার দিচ্ছেন।

২০০৯ সালের মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানের কেরাত ও হামদ-নাত প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের সঙ্গে জনাব এম.এ. মালিকসহ অন্যান্যরা।

২০০৯ সালের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর শিক্ষা সফরে অধ্যক্ষসহ অন্যান্যরা।

২০১০ সালের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর শিক্ষা সফরে অধ্যক্ষসহ অন্যান্যরা।

২০১০ সালের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর বার্ষিক বনভোজনে ভাস্কর্যের সঙ্গে ছাত্রীদের মেলবন্ধন।

২০১০ সালের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর বার্ষিক বনভোজনে ছাত্রীদের সঙ্গে অধ্যাপকগণ।

২০১০ সালের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি নাট্যকার ও অভিনেতা জনাব মামুনুর রশীদ এবং চেয়ারম্যান জনাব এম.এ মালিক

২০১০ সালের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি নাট্যকার ও অভিনেতা জনাব মামুনুর রশীদ, চেয়ারম্যান জনাব এম.এ মালিক, নুরুন্নাহার বেগম ও ট্রাস্টি সদস্য প্রকৌশলী মশিহউর রহমান প্রেক্ষাগৃহে উপবিষ্ট রয়েছেন।

২০১০ সালের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি নাট্যকার ও অভিনেতা জনাব মামুনুর রশীদ, সভাপতি জনাব এম.এ মালিক, আহ্বায়ক ড. মুস্তাফিজুর রহমান, ট্রাস্টি সদস্য প্রকৌশলী মসিহউর রহমান এবং রেক্টর ফাতেমা রহমানকে দেখা যাচ্ছে।

২০১০ সালের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি নাট্যকার ও অভিনেতা জনাব মামুনুর রশীদ, চেয়ারম্যান জনাব এম.এ মালিক, ট্রাস্টি সদস্য প্রকৌশলী মসিহউর রহমান, রেক্টর ফাতেমা রহমান উপবিষ্ট রয়েছেন এবং সম্পাদক ড. মুস্তাফিজুর রহমান বক্তব্য রাখছেন।

অধ্যক্ষ মো. বেলায়েত হুসেনের সঙ্গে কলেজ (বালিকা) শাখার অধ্যাপকগণ।

অধ্যক্ষ মো. বেলায়েত হুসেনের সঙ্গে মাধ্যমিক (বালিকা) শাখার শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী।

অ্যাকাডেমিক উপদেষ্টা প্রকৌশলী এম.এ. গোলাম দস্তগীর ও অধ্যক্ষ মো. বেলায়েত হুসেনের সঙ্গে
বালিকা শাখার অ্যাকাডেমিক কমিটির সদস্যগণ।

তত্ত্বাবধায়ক নিগার নাজনীনের সঙ্গে প্রিপারেটরী বালিকা শাখার শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী।

অ্যাকাডেমিক উপদেষ্টা প্রকৌশলী এম.এ. গোলাম দস্তগীর, অধ্যক্ষ মো. বেলায়েত হুসেন ও উপাধ্যক্ষ মো. সুজা-উদ-দৌলার সঙ্গে বাংলা মাধ্যম বালক শাখার অ্যাকাডেমিক কমিটির সদস্যগণ।

অ্যাকাডেমিক উপদেষ্টা প্রকৌশলী এম.এ. গোলাম দস্তগীর, অধ্যক্ষ মো. বেলায়েত হুসেন ও রেক্টর লে. কর্নেল (অব.) ওবায়দুল আনোয়ারের সঙ্গে ইংরেজি মাধ্যম বালক শাখার অ্যাকাডেমিক কমিটির সদস্যগণ।

উপাধ্যক্ষ মো. সুজা-উদ-দৌলার সঙ্গে বাংলা মাধ্যম বালক শাখার শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী।

রেক্টর লে. কর্নেল (অব.) ওবায়দুল আনোয়ারের সঙ্গে ইংরেজি মাধ্যম বালক শাখার শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী।

তত্ত্বাবধয়াক বিলকিস বানুর সঙ্গে বাংলা মাধ্যম প্রি-স্কুল শাখার শিক্ষিকামণ্ডলী ।

তত্ত্বাবধয়াক বিলকিস বানুর সঙ্গে ইংরেজি মাধ্যম প্রি-স্কুল শাখার শিক্ষিকামণ্ডলী ।

বালিকা শাখার গ্রন্থাগারে পাঠে নিরত ছাত্রীগণ।

বালক শাখার গ্রন্থগারে পাঠে নিরত শিক্ষার্থীগণ।

জিমন্যাসিয়ামে ব্যায়ামরত ছাত্রীগণ।

ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা-নিরীক্ষারত শিক্ষার্থীগণ।

২০১০ সালের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা সঙ্গীতপরিবেশন করছে।

২০১০ সালের জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় ট্যালেন্টপুলে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে অধ্যক্ষ মো. বেলায়েত হুসেন।

২০০৯ সালে বিজ্ঞান মেলার শুভ উদ্বোধন করেন চেয়ারম্যান কাজী আজহার আলী। পাশে বক্তৃতারত অধ্যক্ষ মো. বেলায়েত হুসেন।

২০১০ সালের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে অধ্যক্ষ মো. বেলায়েত হুসেন এবং সহকারী প্রধান শিক্ষিকা মিসেস জিনাতুন নেসা।

২০১০ সালের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় ইংরেজি মাধ্যম শাখার বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীবৃন্দ।

বালিকা শাখার ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিরত ছাত্রীগণ।

২০১০ সালের পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর ট্যালেন্টপুলে বৃত্তিপ্রাপ্ত ইংরেজি মাধ্যম বালিকা শাখার শিক্ষার্থীদের মাঝে অধ্যক্ষ মো. বেলায়েত হুসেন, রেক্টর ফাতেমা রহমান ও অন্যান্যরা।

প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব আব্দুর রহমানের সঙ্গে অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

চতুর্থ শ্রেণীর পুরুষ কর্মচারীবৃন্দ।

চতুর্থ শ্রেণীর মহিলা কর্মচারীবৃন্দ।

স্বপ্ন - সত্য - বঞ্চনা-৪

প্রকৌশলী এম এ গোলাম দস্তগীর
উপদেষ্টা, একাডেমিক কাউন্সিল, সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ

ট ক্ষেত্রেই কোন ছাত্রছাত্রীর সুপ্তপ্রতিভা জাগ্রত করতে শিক্ষকদের অবদান অনস্বীকার্য। এ কথা বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য যে, ট ছাত্রছাত্রী একটি সহজাত ক্ষমতা বা দক্ষতা বিধাতা কর্তৃক পায়। প্রয়োজনীয় সহযোগিতা তাদের এই ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ষভাবে সাহায্য করে। পাশ্চাত্যের দার্শনিক বানার্ড শ-র মতে,

best Teacher must be consversant of his subject, at the same time he must be capable enough ceess the Consumption capacity of the student,

ল পূর্বে প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিক নিউটন তাঁর গতির তৃতীয় সূত্রে বলেছেন, প্রতিটি ক্রিয়ারই একটি সমান বিপরীত প্রতিক্রিয়া । শিক্ষকরা ছাত্রদের ভাল ফলাফল চান অথচ তাদের প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করার ব্যাপারে দায়িত্বহীন ভাবে উদাসীন ন। তাহলে কী করে তাঁদের শিক্ষার্থীদের উন্নতি ঘটবে? তাঁরা যদি ছাত্রদের সঠিকভাবে মূল্যায়ন করেন তাহলে নিশ্চয়ই ত পারবেন যে, শ্রেণীকক্ষে তাঁরা যে পাঠদান করেন তা বোঝার ক্ষেত্রে ছাত্রদের কমবেশি তিনভাগে ভাগ করা যায়।

ায় ৪০% ছাত্রছাত্রী পাঠ্যসূচি ভালভাবে বুঝতে পারে।
ায় ৪০% ছাত্রছাত্রী মোটামুটি বুঝতে পারে।
ায় ২০% ছাত্রছাত্রী প্রায় কিছুই বুঝতে পারে না।

ং গ এর ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষিকাদের কিছু দায়িত্ব অবশিষ্ট থাকে-যা সচরাচর তাঁরা পালন করেন না। অনেকেই আশা করেন র্বল ছাত্রগুলো তাঁদের কাছে প্রাইভেট পড়বে। বর্তমান যুগে এটি এত বহুলভাবে প্রচলিত ও আলোচিত যে এ নিয়ে কোন তদের অবকাশ নেই। ক্লাসের বাইরে অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে এই দুর্বল ছাত্রীদের যে এগিয়ে নেওয়া যায় এটা তাঁরা জানেন, দুঃখের বিষয় এই যে এই বাড়তি পরিশ্রম তাঁরা করতে চান না। শিক্ষক শিক্ষিকাদের পেশাগত মূল্য সমাজে অনেক বেশি। পেশাগত যোগ্যতার মূলে রয়েছে ক্ষমতার শতভাগ ছাত্রছাত্রীদের প্রদান করা। কিন্তু অত্যন্ত বেদনাদায়ক হলেও সত্য যে তাঁদের ৪০% - ৫০% ভাগের বেশি পেশাগত ক্ষেত্রে প্রদান করেন না, ফলে দুর্বল শিক্ষার্থীদের কোন উন্নতি হয় না।

রিকার মহান প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন বলেছেন যে, শিক্ষকগণ তাঁদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কি পেলেন তা দ্বারা র মূল্যায়ন হয় না, প্রতিষ্ঠানকে কী দিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতেই মূল্য বাড়ে।

শিক্ষকগণকে অটো সাজেশন ব্যবহার করে পড়ানোর জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এতে তাঁরা এক সপ্তাহ পড়ানোর পর ই বুঝতে পারবেন, তিনি তাদের যা বোঝাতে চেয়েছেন, তার কতভাগ তারা বোঝেনি। এরপর তিনি যদি ওই বিষয়ে অতিরিক্ত ক্লাস নেন তবে তাদের দুর্বলতা ধীরে ধীরে কমতে থাকবে। শিক্ষকদের মহত্বের কাছে আমি আকুল আবেদন চ্ছি, তাঁরা যেন বিষয়টিকে তাঁদের পেশাগত যোগ্যতার মনোন্নয়নের ক্ষেত্রে গ্রহণ করেন। কারণ সার্থকতার মূলে রয়েছে বিষয়ের অন্তর্নিহিত সত্য উত্তরোত্তর উপলব্ধি। উত্তরোত্তর কথাটির অর্থ হচ্ছে যখন একজন শিক্ষক চাইবেন তাঁর ছাত্রীরা ভাল করুক তখন তিনি নিজেই এর জন্য বিভিন্ন কৌশল উদ্ভাবন করবেন। আজকের পৃথিবী স্বীকার করে, বিজয়ী কগণ ভিন্ন ধরনের কাজ করেন না, একই কাজ ভিন্নভাবে করেন। ভিন্নভাবে বলতে আমি উত্তরোত্তর উপলব্ধির কথাই । একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেখা যায় বেশ কিছু সচেতন শিক্ষক শুধু উপলব্ধিই করেন না উপলব্ধি করে যে ধারণা লাভ তা দ্বারা নিজের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করেন। এর ফলে দুর্বল ছাত্ররা তাদের পড়াশুনার প্রতি ভীতি কাটিয়ে একে দর সঙ্গে নিতে শেখে। পড়াশোনার ব্যাপারটা অনেকের কাছেই আনন্দের ব্যাপার নয়, তবুও ক্রমশ অভ্যস্ত হতে হতে এটি র অভ্যাসে পরিণত হতে থাকে। তাই একজন সুযোগ্য শিক্ষকের নিবিড় তত্ত্বাবধান ও সহযোগিতা ছাত্রদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। আমার বিশ্বাস, মেধাবী শিক্ষকগণ বিষয়টি উপলব্ধি করলেও তা বাস্তবায়নে তেমন আগ্রহী হন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে হেকমতের সাথে কাজ করতে বলেছেন এবং আরো বলেছেন দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করতে।

ক আকর্ষণীয় করার জন্য লেসন প্ল্যান বা পাঠ পরিকল্পনা অত্যন্ত জরুরী। এতে একজন শিক্ষকের বিষয়টি সম্পর্কে যেমন র্ণ জ্ঞান থাকে তেমনি সময়েরও সর্বোচ্চ ব্যবহার করা সম্ভব হয়। একজন শিক্ষকের স্বপ্ন যদি এমন হয় যে তিনি যা বন ছাত্ররা তার পড়া ভালভাবে বুঝবে তবে তাঁকে সঠিক পরিশ্রম করতে হবে যাতে তা প্রতিভাত হবে নতুবা ছাত্রছাত্রীদের বিষয়ে ভাল নম্বর না পাওয়ার দায়িত্ব সেই শিক্ষক কোনভাবেই এড়াতে পারবেন না।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হচ্ছে। কেবল মুখস্ত করে ভাল নম্বর পাওয়ার সুযোগ এখন আর নেই। সৃজনশীলতা আজকের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। তাই পাঠ্য বিষয়কে ছাত্রদের খুব ভালভাবে গভীর ভাবে না বোঝালে তাদের মধ্যে সৃজনশীলতা আসবে না। একজন শিক্ষককে সবসময় মনে রাখতে হবে কিছু দুর্বল ছাত্র সবসময় থাকবে এবং তাদের উন্নত করা কষ্টকর ব্যাপার। আধুনিক কালের শিক্ষকরা অতিরিক্ত প্রাইভেট পড়ানোর দিকে শতভাগ মনোযোগ দিচ্ছেন না। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের বেতনভূক শিক্ষক হিসাবে সব ছাত্রকে ভালভাবে পড়ানোটা তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে অনুপ্রাণিত করলে দুর্বল ছাত্ররা উন্নতি করবে এটা কোন আকাশ কুসুম কল্পনা নয়। বিষয়টি সবারই ভালভাবে জানা আছে এবং আমি এ ব্যাপারে নতুন কোন কথা বলিনি।

ছাত্রদের অধ্যবসায়ের পরিবর্তে আমি এবার শিক্ষকদের অধ্যবসায় নিয়ে কিছু বলব। অটো সাজেশন অবলম্বনে বছরের প্রথম থেকে যদি কোন শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের পড়ান এবং প্রয়োজনীয় সময় দেন তবে তাঁদের Persistense of power বা অধ্যবসায়ের শক্তির আলো শিক্ষার্থীদেরও আলোকিত করবে। বার্নাড শ বলতেন, "Our life is what out thoughts make it." শেকসপীয়র বলেছেন, "যে কোন বিষয়ে লেগে থাকতে পারে সেই সাফল্য পায়।"

এবারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাধশতবর্ষ জন্মজয়ন্তী পালিত হয়েছে। তিনি বলে গেছেন, প্রতিটি চাওয়া পাওয়ার মাঝে দুটি ভাগ রয়েছে - লোভ আর আকাঙ্ক্ষা। ভাল শিক্ষক হতে গেলে লোভ ছেড়ে আকাঙ্ক্ষার পথে যেতে হবে। এই স্কুল দুবার জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের পারদর্শিতা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। তবে ২০০০ সালের পর আর পুরস্কার না পাওয়ার আমার ধারণা তাদের অনুভূতি বা কর্মপ্রেরণায় মরচে ধরে গেছে। আমি অনুরোধ করব তাঁদের কর্মপ্রেরণাকে আরো উজ্জীবিত করতে যাতে আমাদের শিক্ষার্থীদের উন্নতিতে তাঁরা যেন অব্যাহতভাবে সহযোগিতা করে যেতে পারেন। তাঁদের আকাঙ্ক্ষার গভীরতা বা কর্মপ্রেরণা এতটাই সত্যাশ্রয়ী হোক যা দীর্ঘ প্রত্যাশার প্রাপ্তির (নোবেল পুরস্কার) পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার বিখ্যাত চরণগুলোর মত হয় :

শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে আপন ভান্ডারে।
অনায়াসে যে পারে কষ্ট সহিতে
বিধাতার হাতে পায় সে যে শান্তির অক্ষয় অধিকার।

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন, এই স্কুলের নাম যশ প্রতিপত্তি সম্পূর্ণ নির্ভর করছে ছাত্রছাত্রীদের ফলাফলের ওপর। স্কুলের রেজাল্ট প্রতিবারই ভাল হচ্ছে। কলেজের রেজাল্টও ক্রমশ ভাল হচ্ছে। তাদের ফলাফলের সাথে আমাদের একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। কবির ভাষায়,

তোমরা আমাদের জ্ঞাতি,
তোমাদের খ্যাতিতে পাই যেন মোরা নিজেদের খ্যাতি।
তাই আমি বার বার
তোমাদের সার্থকতায় জানাব আমার নমস্কার।

সবশেষে প্রিপারেটরী স্কুল কলেজের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাকে শিক্ষার্থীদের ভাল ফলাফলের ব্যাপারে বিশেষভাবে সচেষ্ট হওয়ার জন্য আহবান জানাচ্ছি।

সকল চরম লাভে কষ্ট কিছু হয়
ক্ষত মিথ্যা ক্ষতি মিথ্যা মিথ্যা সর্বভয়।

ছাত্রছাত্রীদের স্বপ্ন সত্য কল্পনা নিয়ে ইতোমধ্যেই বেশ কয়েকটি লেখা লিখেছি। এবারে শিক্ষকগণকে নিয়ে লিখতে ইচ্ছে হল কারণ, কবির ভাষায়-

যারে বেঁধে ধরি তার মাঝে আর
রাগিণী খুঁজিয়া পাই না।
যাহা পাই তাহা ভুল করে চাই-
যাহা পাই তাহা চাই না।

"চেষ্টা করলেই সব ক্ষেত্রে সিদ্ধি লাভ হবে এমন নাও হতে পারে। কিন্তু দায়িত্ববোধ, আত্মসম্মানবোধ এবং যোগ্যতা রয়েছে অথচ চেষ্টা করছে না, সেটা হবে পাপ কলঙ্ক।"

বাংলা সাহিত্যের অসামান্য প্রতিভাবান দার্শনিক কবির উপরিউক্ত গুরুত্বপূর্ণ কথাটির প্রতি সর্বস্তরের শিক্ষক শিক্ষিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাঁদের প্রতি আমার আকাঙ্ক্ষা প্রতিভাত করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

CONSERVATION OF ENERGY

Dr. M. Tamim, Professor, Buet

When there is an oversupply of material, service or commodity, the general human nature tends to appreciate it. Inefficiency and wastage becomes a way of life. Starting from water, coal, oil, gas, copper or tin, human race has plundered all natural resources it could get hold of until scarcity hit them. The term conservation has surfaced from time to time in energy sector whenever the oil price had hit the roof. The latest global scarcity of easily available primary energy (fossil fuel) has once again brought the attention back to the word 'conservation'. The other word that goes hand in hand with conservation is efficiency.

The scientific definition for the law of conservation of energy says that the total energy in the universe remains constant and it cannot be created or destroyed. A simple example explains it (http://www.fi.edu/guide/hughes/energyconservation.html).

Let's look at an electric light bulb. A light bulb changes electrical energy into light energy. If we were to measure these energies for one second, we might get energy numbers that look something like this:

Electrical Energy 100 j (joules) In → Light Energy Out 70 j (joules)

This would suggest that energy is not conserved? Where did the other 30 J of energy go? Remember that energy can change into more than one form simultaneously. And if you feel a light bulb it is very hot. The "missing" energy must have gone into heat energy. So, the actual energies were more like this:

Electrical Energy 100 j (joules) In → Light Energy 70 J (joules) Out + Heat Energu 30 j (joules) Out

This propensity for energy to change into more than one type of energy is extremely common. And the most common energy for this "missing" energy to go to is heat energy. Since our goal for the light bulb is for all of the electrical energy to go into light energy, the heat energy is really "lost" energy. We can rate our light bulb by measuring its efficiency, or percentage of energy that goes where we want it to go. The equation for efficiency is:

$$n = \text{efficiency} = \left(\frac{Energy\ Out}{Energy\ In}\right)100$$

So for our light bulb above, the efficiency would be 70% as shown below:

$$n = \left(\frac{70\ J}{70\ J}\right)100 = 70\%$$

Even though we may "lose" energy in the form of heat, the total energy is still the same. Energy is conserved. So, if all energy is conserved, we can never run out of energy! Right? As we will see, our lives and the lives of energy are not that simple.

The reason it is not simple because the lost energy is not easy to reuse in a meaningful or practical way. The second law of thermodynamics basically says that the universe must run downhill. The net result of any energy changes must be an increase of entropy (or randomness of a system) and the resulting energy will be less useful and more difficult to use than before. As energy changes form, as it does almost constantly, it ages. This means that any energy resource must be finite, and must run out if used often enough over a long enough period of time. From the above equation, it can also be concluded that how well energy is used is equally important.

In simple terms energy conservation means a reduction in energy use and energy efficiency means a change to energy use that results in an increase in net benefits per unit of energy. To understand the importance of these measures some historical data on energy use and present status must be understood. The modern man started using modern energy (fossil fuel) in a significant manner from late 1800 when the world population was a mere one billion. The predominant fuel wood was replaced by coal in about 1885. The Second World War made a quantum jump in oil use mainly in transport sector (ships, tanks, motor vehicles). Since then the quest for fossil fuel and its use increased asymptotically. The driving force of energy behind the industrial revolution was coal but very soon, oil became the choice fuel for its easy transportation, better efficiency and much cleaner handling. Modern commercial energy allowed people to invent new energy intensive technology. At the same time the standard of living improved drastically over just few decades, food production doubled many times that resulted in a population boom. In just one century it reached six billion. For the comfort of modern living, all the countries started using energy in a relentless manner that was not supported by nature. From the history of fossil fuel use and the prediction of future demand, it is clear that the present day living style and attitude cannot be sustained. The burning of all these fossil fuel has also created a new problem for human civilization – the green house gas effect.

The world marketed energy use is expected to increase by 44% from 2006 to 2030. The major increase is expected from developing countries. The Energy Information Administration (EIA) predicts that the oil production will peak in 2030 to 107 million bbl/day from today's 85 billion bbl/day.

The most alarming picture from the EIA prediction is the dominance of fossil fuel in the next twenty years. In all economic zones of the world, fossil fuel use will be more than eighty percent. If new policy and restrictions are not accepted by the world, this will create havoc to our environment. Although the use of nuclear and renewables is expected to increase but it will not be able to outgrow the demand for fossil fuel at the present business as usual scenario. The following pictures give the status of renewables today.

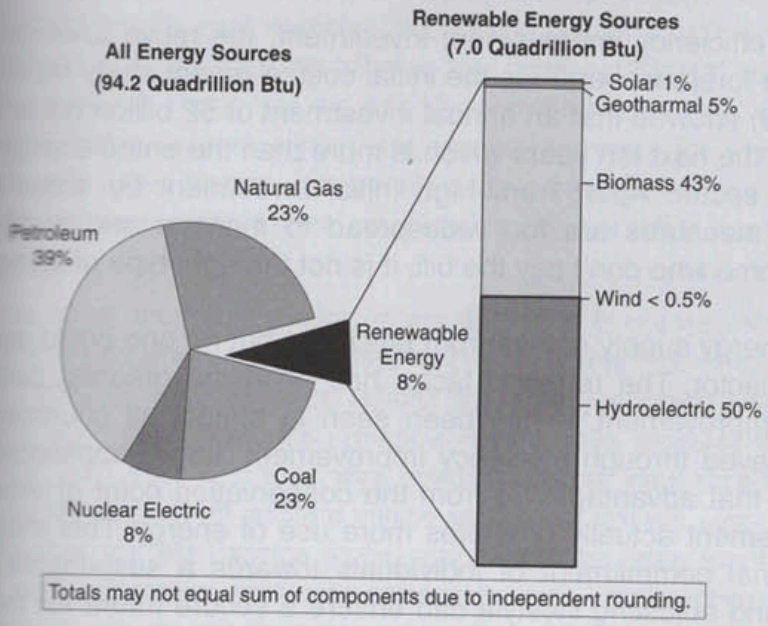

Source: Renewable Energy Annual

The biggest barriers for renewables are its cost, land intensity and inefficiency. The greatest advantage is its sustainability. It is quite clear that if we keep using energy the way we are doing today under the present available resources and technology, the world will head towards a disaster. The human living style and personal energy consumption behavior must be changed for a sustainable future.

The major sectors that use all these energies are:

- Transportation
- Residential
- Commercial
- Industrial

Scope of saving energy in all these sectors is quite extensive. Several studies in developing countries like India and advanced countries like the USA have shown that 23% to 40% energy can be saved through efficiency improvement. In Bangladesh power sector, about 1500 MW of old generation has an average efficiency of 25% only. Installation of new more efficient combined cycle machines at the cost of about a billion dollar would double the electricity production using the same amount of fuel. That is a 100% improvement. The US

is second largest per capita energy user in the world after Canada. Its use is diverse and covers all the above mentioned sectors.

Bangladesh has drafted a conservation act which can be found in the Power division website. As the buildings are major energy user, a lot of emphasis has been given on building codes. Household appliances, lights, insulation, boilers, burners are other areas of importance. Typically, transportation is kept out of conservation act.

Despite obvious benefit from efficiency improvement investment, the move towards such action has been very slow. The foremost barrier is the initial cost. A recent study reported in New York Times (July 29, 2009) showed that an annual investment of 52 billion dollar in the US would save 23% energy in the next ten years which is more than the entire energy used by Canada except transport sector. Apart from high initial investment by some home owners and businesses, the measures are too widespread to manage and implement. Inertia is a deterrent and for some who don't pay the bill, it is not the right type of incentive.

Presently about 20% of US energy supply comes from efficiency but no one could see that benefit due to the 'rebound' factor. The rebound factor has been the greatest battle for conservation and efficiency improvement. It has been seen in almost all countries that whatever gain has been achieved through efficiency improvement, larger appliances and more gadgets have eaten up that advantage. So from the conservation point of view, it is argued that efficiency improvement actually promotes more use of energy. This magnifies the importance of the personal commitment of individuals towards a sustainable world where by using less energy and adjusting lifestyle can ensure a secure future for the next generation.

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বাঙালির মানস-বৈচিত্র্য

জহিরুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক
বাংলা মাধ্যম (বালক শাখা)

ল বহুজাতির মিশ্রণে সৃষ্টি রক্তসঙ্কর একটি জাতি। এটা বলা হয়ে থাকে যে, শতকরা সত্তর ভাগ অস্ট্রিক, বিশভাগ ীনা, পাঁচ ভাগ নিগ্রো এবং পাঁচ ভাগ অন্যান্য জাতির রক্ত রয়েছে বাঙালি ধমনীতে। মিশ্ররক্তের সঙ্করায়ন অবশ্যই বাঙালির সর্বোচ্চ সুফল বয়ে আনেনি। এছাড়া এ অঞ্চলের আবহাওয়া বৈচিত্র্যের কারণেও প্রতিটি মানুষের মধ্যে কিছু না কিছু ীপ আচরণ লক্ষ্যণীয়। তাই বাঙালিদের নিয়ে ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথসহ অনেকেই ভাবে বিচার করেছেন। এদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালি জাতি সম্পর্কে বলেন, আমাদের শ্লেস্মাপ্রধান ধাত, আমাদের কটা আদবেই নেই। আমরা ভারি ভদ্র, ভারি বুদ্ধিমান,কোনো বিষয়ে পাগলামি নেই। আমরা পাস করব,রোজগার করব ও ক খাবো। আমরা এগুবো না, অনুসরণ করব; কাজ করব না, পরামর্শ দিব; দাঙ্গা-হাঙ্গামাতে নেই, কিন্তু মকদ্দমা মামলা ও লিতে আছি। অর্থাৎ হাঙ্গামার থেকে হুজ্জতটা আমাদের কাছে যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়। লড়াইয়ের থেকে পালিয়ে যাওয়াতে শ রক্ষা হয় এরকম আমাদের বিশ্বাস। বাঙালি জাতির এই স্বভাব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আক্ষেপ থাকাটাই স্বাভাবিক।

তারা এমন?

নাথের ভাষায়, আমরা না পড়ে পন্ডিত, না লড়ে বীর, আমরা ধাঁ করে সভ্য, আমরা ফাঁকি দিয়ে পেট্রিয়ট। সভ্য বাঙালিরা ক সময় আড়ালে-আবডালে এবং অগোচরে মানুষের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দোষচর্চায় মেতে উঠে। সেখানে গালিগালাজসহ হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন, গালিগালাজ জিনিসটা চিরপ্রত্যাশিত, বাংলাদেশে যখন জন্মেছি তখন কটুক্তির হিল্লোল উঠলেই ব করি স্বদেশী হাওয়া সেবন করছি। সেখানে এ পরচর্চাটা নোংরা আলোচনার পর্যায়ভুক্ত হয়-অমুক মানুষের দাতঁগুলো .., া বোঁচা, ভুড়ি ঢোলের মতো অথবা অমুক লোকটা নানা ধরনের খারাপ কাজে লিপ্ত। এর উৎস হচ্ছে অহংকার ও ঈর্ষা। ক সময় এর জোরে দাপটে অহমিকায় মানুষকে খাটো ও হেয় মনে করি। এমনকি নিজেদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বড় বুদ্ধিমান, াপের মানুষ মনে করি। মানুষকে নির্বোধ বোকা ভেবে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের অপচেষ্টায় লিপ্ত হই। "বাঙ্গালির ধর্মই বাদ করা"- রবীন্দ্রনাথের একথার প্রমাণ আমরা অহরহ রাখছি। তোমার পূর্বপুরুষ কোন এককালে রাজ দরবারের ঝাড়ুদার ন সেটা বড় কথা নয়, তুমি কী, তোমার কর্মকান্ড কী- সেটাই হচ্ছে বড় পরিচয়। আমাদের হাতে এত সময় যে, অন্যের ধরতে আমরা সিদ্ধহস্ত। এমন কোনদিন নেই যে, মানুষ পরনিন্দা করছে না। এটা আমাদের মজ্জাগত অভ্যাস হয়ে য়েছে। ট্রাফিক জ্যামে, ব্যাংক টেলারগুলোতে কিংবা অফিস সহকর্মীদের সাথে কিছুক্ষণ বসলেই নিন্দার মচ্ছব বয়ে যায়। পগুলোতে কান পাতলেই এর সত্যতা ধরতে পারবো। এর মাধ্যমে নিজের দুর্বলতা কাটানোর অর্ন্তনিহিত প্রচেষ্টা থাকে। সাথে অপরের দোষ গেয়ে 'মানুষের' পর্যায়ে পড়ে সবার আস্থা-বিশ্বাস, সম্মান, মর্যাদা হারায়-যা সে টের পায় না। তাকে া করে সত্য, কিন্তু মনে প্রাণে ঘৃণা করে। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোকরা এ অশুভচর্চার মধ্যে পড়ে খুব অসহায়বোধ করেন। একটু ন হলে আমরা এ কুগুণটি থেকে রেহাই পেতে পারি। অনুভূতিতে আমরা অল্পপ্রাণ তাই বাঙালির মানস সম্পর্কে তিনি , এরা খুব অল্প অনুভব করে, অল্প চিন্তা করে এবং অল্পই কাজ করে- সেই জন্য এদের মনের সংঘর্ষে কোনো সুখ নেই। ীকাতরতা' অর্থাৎ অন্যের শ্রী দেখে নিজে কাতর হওয়া'র মত বদগুণটি আমাদের ভালই আছে। এই ভুবনের কোন জাতি দুরে থাক কোন ভাষার মধ্যেও এই শব্দটি দেখা যায় না। এই পরশ্রীকাতর বাঙ্গালি বাংলা সাহিত্য ভালই সৃজন করেছে। রুর মতে, কারণ সেটা বহুজনে মিলে করতে হয়নি।

া কিছু মানুষকে দেখি তার আচরণ দিয়ে বিচার করতে বসে। কিন্তু এটা বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য যে, একজন মানুষ খাঁটি হওয়া না হওয়া তার জাতি, বর্ণ বা ভাষার উপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে কিছুটা তার উত্তরাধিকার, কিছুটা পারিবারিক বেশ ও বেশির ভাগটাই তার ব্যক্তিসত্ত্বার উপর নির্ভর করে। আমাদের এ ভুল স্টেরিওটাইপের জন্য দায়ী লোককথা, নাটক নেমা ইত্যাদি। এজন্যই আমরা বেশ কিছু ভুল বিবেচনা করি। আমাদের আভিজাত্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন, হায় বঙ্গদেশ, ার উচ্চতাবিহীন সমতলভূমিতে 'নোবলিটি', প্রাচীন আভিজাত্য টিকিতে পারে না। তোমার নদীস্রোতঃসংকুল পলিমাটিতে যেখানে স্থল কাল সেখানে জল, আজ যেখানে গ্রাম কাল সেখানে নদী, আজ যিনি উকিল কাল তিনি জমিদার, বাপ যার দার পুত্র তার স্কুলমাস্টার মাত্র, অদ্য যে present system of education কে অবজ্ঞা করে তারই পৌত্র বি.এ পাশ- বিয়ের হাটে উচ্চদরে বিকিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, আমারা বাঙ্গালিরা অধিকাংশই চিন্তাশীল এবং দুর্ভাগ্যক্রমে ীন' চিন্তার অর্থ এই- যে চিন্তার কোনো অবলম্বন নেই; যার জন্য কোনো বিশেষ শিক্ষা বা সন্ধান, প্রমাণ বা দৃষ্টান্তের কোনো জন মনে করে না।

এটা কি একজন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন লোকের পক্ষে করা ঠিক?

বাঙালি চিরদিন দলাদলি করতেই পারে, কিন্তু দল গড়ে তুলতে পারে না। এ কথাটি মহান রবীন্দ্রনাথই বলেন। বাঙালি একাই একশ। একশ বাঙালি কখনও এক হতে পারে না- এটা একটা প্রচলিত কথা। কেন পারে না? কারণ তাঁর কথা মতে, আমরা দলাদলি ঈর্ষা ক্ষুদ্রতায় জীর্ণ আমরা একত্র হতে পারি না, পরস্পরকে বিশ্বাস করি না, আপনাদের মধ্যে কারও নেতৃত্ব স্বীকার করতে চাই না।

তাহলে আমরা কী করব? রবীন্দ্রনাথ বলেন, আমি কোনে বসে বসে খুঁত খুঁত করব, বিচার করব, তর্ক করব, মনটাকে নিয়ে একবার ওল্টাব একবার পাল্টাব- যেমন করে মাছ ভেজে-ফুটন্ত তেলে একবার এপিঠ চিড়বিড় করে উঠবে, একবার ওপিঠ চিড়বিড় করবে। আর কিসে আনন্দিত আমরা? তাঁর ভাষায়, বাঙালি নৈয়ানিক-বাঙালি অতি সুক্ষ যুক্তিতে বির্তর্ক, কর্ম উদ্যোগের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত বিপরীত পক্ষ নিয়ে বন্ধ্যা গর্বে প্রতিবাদ করতে তার অদ্ভুত আনন্দ। বাঙালি কিন্তু আজ বর্হিবিশ্বে চোখ ধাধানো কর্ম ও দৃষ্টান্ত রাখছে।

'ভোতো বাঙালি' বলে আমাদের উপহাস করা হয়। আমাদের বাহুবল নেই, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন। কেননা রবীন্দ্রনাথের মতে, আঘাত উপস্থিত হলে মাথা পেতে লই, মৃত্যু উপস্থিতি হলে নিশ্চেষ্ট হয়ে মরি, বিচার উপস্থিত হলে নিজের অদৃষ্টকেই দোষী করি এবং আত্মীয়ের বিপদ উপস্থিত হলে দৈবের উপর তার ভার সর্মপণ করে বশে থাকি। বাঙালি যে কী পরিমাণ অদৃষ্টবাদী তার নমুনা তিনি দিচ্ছেন, সকল রকম ক্ষমতার কাছেই আমরা পরাভূত হয়ে আছি, প্রকৃতি যখন উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি এবং শাস্ত্র চিরকাল ধরে যে যখন উপদ্রব করে তার বিরুদ্ধেও কথাটি বলতে সাহস হয় না।

স্ত্রীলোকদের প্রতি বাঙালি নীচতা সর্ম্পকে রবীন্দ্রনাথ বলেন, স্ত্রীলোকের সুখ স্বাস্থ্য স্বাচ্ছন্দতা আমাদের নিকট পরম পরিহাসের বিষয়, প্রহসনের উপকরণ। আমাদের ক্ষুদ্রতা ও কাপুরুষতায় অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে এটিও একটি।

আমাদের ভদ্রতাবোধ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন, এখন আমাদের ভদ্রতাকে সস্তা কাপড়ে অপমান করে; বিলাতি গৃহসজ্জার অভাবে উপহাস করে। চেকবইয়ের অংকপাতের ন্যূনতায় তার প্রতি কলংকপাত করে- এমন ভদ্রতাকে মজুরের মতো বহন করে গৌরববোধ করা যে কত লজ্জাকর তা আমরা ভুলতে বসেছি।

আমরা যত সভ্য হচ্ছি ততটাই উদ্ভট আচরণ করছি। নগর শহরাঞ্চলে রাতে বিয়ে-হলুদ অনুষ্ঠান নিয়ে যেভাবে আহাজারি মার্কা গান হয় তাতে আশেপাশের প্রতিবেশীরা পীড়িতবোধ করেন বৈকি। তিনি বলেন, আমাদের দেশে আধুনিক বিয়ে সানাইয়ের সাথে বিলাতি ব্যান্ড বাজানো বড়মানুষি বর্বরতার একটি অঙ্গ। বাঙালির আর্তনাদ নিয়েও প্রশ্ন তুলে বলেছেন, গরুও সময়ে সময়ে সকরুণ হাম্বা রব করে, বাঙালিও সময়ে সময়ে দেশী-বিদেশী ভাষায় আর্তনাদ করে থাকে। এফ. এম. রেডিওগুলোর চ্যানেল শুনলে আমরা বুঝতে পারবো। বাঙালির অন্নগ্রহণ নিয়ে তিনি বলেন, আহারের রুচি এবং অভ্যাস সম্বন্ধে যেমন বাংলাদেশে কদাচার এমন আর কোথাও নাই। পাকশালা এবং পাকযন্ত্রকে অত্যন্ত অনাবশ্যক আমরা ভারগ্রস্ত করে তুলেছি। পুরনো ঢাকার হাজির বিরানী কিন্তু আমরা কাঁঠালপাতায় খেয়ে থাকি। এটা কোন ব্যাপার না। ঐতিহ্য । কিন্তু ঐতিহ্যের দিকে কথা না বলে তিনি বলেন, আমাদের দেশে কলার পাতায় খাওয়া তো কোনদিন লজ্জাকর ছিল না, একলা খাওয়াই লজ্জাকর।

বলা হয়ে থাকে, বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী। বাঙালি শিক্ষার্থীরা চাকুরী করাকে অত্যন্ত উঁচু দরের কিছু ভাবে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন, এই দেশব্যাপী চাকুরীর তাড়নায় আজ সমস্ত বাঙালি জাতি দুর্বল, লাঞ্ছিত, আনন্দহীন। এই চাকুরীর মায়ায় বাংলার বহু সুযোগ্য শিক্ষিত লোক কেবল যে অপমানকেই সম্মান বলে গ্রহণ করছে তা নয়, তারা দেশের সাথে ধর্মসম্মন্ধ বিচ্ছিন্ন করতে বাধ্য হচ্ছে।

বাঙালি স্বামী- স্ত্রীর দ্বৈত মানসিকতা নিয়ে তিনি বলেন, স্বামী যেখানে ঝাঁঝালো সোডাওয়াটার চায়, স্ত্রী সেখানে সুশীতল জল এনে উপস্থিত করে। ত্রুটিমুক্ত মানুষ কেন, দেবতাও খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কিন্তু আমরা চেষ্টা করলে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুদ্রাদোষগুলো পরিহার করতে পারি। তাই তো রবীন্দ্রনাথ বলেন, মানুষকে ক্ষমা করতে গেলে মানুষকে বুঝতে হয়।

যাদের নিজেদের চরিত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি কম তারা অন্যের সমালোচনা করে না। আপন মনে কাজ করে যান। নিজেকে যতটা সম্ভব নিষ্কলুষ রাখার চেষ্টা করেন। সৎ ব্যক্তিরা মাঝে মধ্যে নির্বিচারে সবাইকে চোর বলেন।। কিন্তু যে নিজে অসৎ সে অন্যকে অসৎ বলা না পর্যন্ত শান্তি নাই। তবে তিনি বলেন, পরকে আপন করতে প্রতিভার প্রয়োজন।

"ইটের পরে ইট, মাঝে মানুষ কীট
নাইকো ভালবাসা নাইকো খেলা" (মানসী কাব্যেগ্রন্থের কবিতা)

সে প্রতিভা এই ইট-পাথরের জঞ্জাল শহরে কয়জনের আছে? ভাবতে অবাক লাগে আজ থেকে শত বছর পূর্বে এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, শহরের মানুষ কখনো ঘনিষ্ঠভাবে সম্মন্ধযুক্ত হতে পারেনা। দূরে যাবার দরকার নেই কলকাতা শহরে, যেখানে আমরা থাকি,

[illegible] সঙ্গে সেখানে প্রতিবেশীর সুখ দুঃখে বিপদে কোনো সম্বন্ধ নেই। আমরা তাদের নাম পযর্ন্ত জানি না। এই বাংলাদেশের [illegible] শহরের ফ্লাট-বাড়ি সংস্কৃতির দিকে তাকালে আমরা তাঁর কথার প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হই।

[illegible] বাঙালি আছেন যারা হিউমার বা হাস্যরস ভালবাসেন। নানারকম হিউমার বা হাস্যরসের অবতারণা করে বহু নীরস [illegible] লঘু করে দেন। রবীন্দ্রনাথ হাস্যরস নিয়ে বলেন, হাস্যরস প্রাচীনকালের ব্রহ্মাস্ত্রের মতো, যে ওর প্রয়োগ জানে সে [illegible] নিয়ে একেবারে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিতে পারে আর যে হতভাগা ছুঁড়তে জানে না অথচ নাড়তে যায়, তার বেলায় 'বিমুখ [illegible] অসি অস্ত্রীরেই বধে'। এমন কিছু মানুষের দেখা মিলে যারা অন্যের দুর্দশাতেও হাসে। তবে বদ মতলবহীন অনাবিল [illegible] সৃষ্টিতে সক্ষম ব্যক্তিত্বকে সকলে পছন্দ করে। বাঙালি ভালোকে ভালো বলতে কুণ্ঠিত হয়। ভাবনায় নিমজ্জিত হয়। ঐ [illegible] কবিতায় আছে,

করিতে পারি না কাজ
সদা ভয় সদা লাজ
সংশয়ে সংকল্প টলে
পাছে লোকে কিছু বলে।

[illegible] বলেন, ভালো লাগা এবং ভালো বলার সম্বন্ধে অনেক লোকেরই একটা ভীরুতা আছে, পাছে ভুল করে অপদস্থ হই, এ [illegible] ছাড়তে পারে না। এইজন্য ভালোকে অর্ভ্যথনা করে নেবার বেলায় তারা অন্য লোকের পিছনে পড়ে যায়।

[illegible] দেশে ভালো ছেলের সংজ্ঞাটা বড় অদ্ভুত। রবীন্দ্রনাথ তাই প্রবন্ধে বলেন, তারাই আমাদের দেশের ভালো ছেলে [illegible] গ্রন্থের পত্রচর, ছাপার অক্ষরে একান্ত আসক্ত, বাইরের প্রত্যক্ষ জগতের প্রতি যাদের চিত্তবিক্ষেপের কোনো আশংকা [illegible] এরা পদবি অধিকার করে, জগৎ অধিকার করে না। এরকম 'ভালো ছেলে' আমরা অহরহ দেখছি।

[illegible] ভিনদেশীরা যেভাবে দেখেছে সেই দেখাটা সঠিক ছিল না। চকিত চাহনিতে বাঙালিকে কতটা আর বুঝতে পেরেছে [illegible] কিন্তু এদেশের অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তি আমাদের এই ক্রটির কথা বলেছেন। সেসব কথার অনেক সত্যতা রয়েছে। [illegible] ঠাকুর তাদেরই একজন। তিনি অনেক ইতিবাচক কথাও বলেন। বাঙ্গালির প্রকৃতি নিয়ে বলেন, আমরা প্রধানত [illegible] বণিক অথবা পথিক-জাতি না হতেও পারি, কিন্তু আমরা সুশিক্ষিত পরিণতবুদ্ধি সহৃদয় উদারস্বভাব মানবহিতৈষী গৃহস্থ [illegible] উঠিতে পারি এবং বিস্তর অর্থসার্মথ্য না থাকলেও সদা সচেষ্ট জ্ঞান-প্রেমের দ্বারা সাধারণ মানবের সাহায্য করতে পারি। [illegible] আরো বলেন, বাঙালিকে আমি শ্রদ্ধা করি। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মাটিতে আছে ফলপ্রসু কল্পনার বীজ, তাই বাঙালির [illegible] অনন্ত সম্ভাবনা। এই জেনারেশানের কাছ থেকে হয়তো খুব বেশী কিছু পাওয়া যাবেনা, কিন্তু পরবর্তী কালকে দাবিয়ে [illegible] কে? আমাদের চিত্তের নমনীয়তা নিয়ে তিনি বলেন, আমাদের এই বৃহৎ দেশের মধ্যে বাঙালিই সব প্রথমে নতুনকে গ্রহণ [illegible] এবং এখনো নতুনকে গ্রহণ ও উদ্ভাবন করার মতো তার চিত্তের নমনীয়তা আছে। তাই আজকের বাস্তবতায় বিশ্বকবি [illegible] ঠাকুরের সার্ধশততম জন্মবর্ষ উপলক্ষে আমাদের অনেক কিছুই ভাবতে ও কাজ করতে হবে।

শিক্ষা, শিল্পকলা ও সংস্কৃতিচর্চা

ইকবাল আহমেদ
সহকারি শিক্ষক (ড্রইং), মাধ্যমিক, বালিকা শাখা

সামাজিক মানুষ হিসেবে কর্মক্ষেত্র যেখানেই হোক, শিক্ষা, শিল্পকলা ও সংস্কৃতি এই তিনটি বিষয় প্রায়শ ব্যাপক মানুষের মধ্যে শিক্ষিত অল্পশিক্ষিত ও নিরক্ষর নির্বিশেষে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে চলেছে। যেহেতু আমাদের মত অনগ্রসর দেশ, যেখানে আজও ব্যাপক শিক্ষার প্রসার ঘটেনি, ব্যাপক অংশ নিরক্ষর এবং সমাজ জীবনে সামন্ততান্ত্রিক ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ ইত্যাদি প্রাধান্য রয়ে গেছে, তাই নানান সময়ে ঐতিহাসিক কারণে তিনটি বিষয় সম্পর্কে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে অস্পষ্ট ও বিচ্ছিন্ন ধ্যান ধারণা দীর্ঘকাল ধরে শিকড় গেড়ে বসে আছে।

স্বাধীনতা উত্তর চার দশকে সংস্কৃতির বিভিন্ন আঙ্গিনার একাংশে সাহিত্যে, সঙ্গীতে, চলচ্চিত্রে, নাটকে, বেতার, টিভি, সংবাদপত্র ও জনপ্রিয় পত্র-পত্রিকাতে প্রচারে, বিজ্ঞাপনে প্রতিনিয়ত অসুস্থ ও অবক্ষয়ী মূল্যবোধের লালন-পালন করা হচ্ছে, যার ব্যাপক প্রভাব পড়েছে সমাজের সর্বস্তরে, আচার-আচরণ, চলাফেরা, কথা বার্তায়, পোষাক-পরিচ্ছেদ, রুচিবোধে- এক কথায় গোটা সমাজ জীবনে তার অভিব্যাপ্তি ঘটছে। বহু হাজার বছরের পরম্পরা ও ঐতিহ্যের যা কিছু মূল্যবান সম্পদ সে সম্পর্কে বিরূপ ধারণা গড়ে উঠেছে। প্রচলিত বা সুস্থ মূল্যবোধ ও তার মূলে আঘাত করা হচ্ছে। আত্মকেন্দ্রিকতা, সমাজ বিচ্ছিন্নতা, অযৌক্তিক বিশেষজ্ঞ তৈরী হবার প্রবণতা, পেশাগত সামাজিক দায়িত্ব পালনে অনীহা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশকে জীবনবিমুখ চোরাগলিতে নিয়ে যাচ্ছে।

ফলে চূড়ান্তভাবে ব্যাহত হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ের যুগোপযোগী অগ্রগতি, বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে সমাজে সুস্থ মানবিক মূল্যবোধের সৃষ্টির প্রশ্নটি। সার্বিকভাবে সমাজ প্রগতির স্বপ্নকে ব্যাপক মানুষের যোগদানের মধ্যদিয়ে জীবনকেন্দ্রিক গণমুখী প্রয়াস সৃষ্টি হবার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। সবদিক থেকে বিবেচনা করলে এ কথা বলতেই হবে যে সমস্যাটি খুব জরুরী, কেবল তাই নয়, পরে করব বলে ফেলে রাখা হলে তা সমাজের পক্ষে আত্মঘাতী কাজ হবে। কারণ একাধিক, তবে প্রতিপদে এই অসুস্থ পরিবেশ সুস্থ ও বিবেকবান মানুষকে শঙ্কিত করছে, বিচলিত করছে, যথেষ্ট ভাবিয়ে তুলছে। এই বাস্তব অবস্থার শিকার আমরা সকলে। ফলে শিক্ষা, শিল্পকলা ও সংস্কৃতিচর্চা সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার অবকাশ রয়েছে।

বাস্তব প্রেক্ষাপট থেকে আমরা দেখছি সমস্যার মূল খুবই গভীরে। সব সমাধান যেমন এখনই করা যাবে না, তেমনি আবার স্বল্প কিছু করারও যে সুযোগ রয়েছে, তা খুব তুচ্ছ বিষয় নয়। হয়তো এ মুহূর্তে এগুলি গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু এর ফল সুদূর প্রসারী। প্রথমেই এ কথাটি আমাদের বুঝতে হবে যে শিক্ষা, শিল্পকলা ও সংস্কৃতি সমগ্র বিষয়টির সার্বিক অগ্রগতি নির্ভর করে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির উপর। এর দ্বারা এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে সকলকে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে। অথবা করণীয় কিছু নেই ভেবে হতাশাগ্রস্ত হতে হবে। নিশ্চয়ই কিছু ঐতিহাসিক সীমা বদ্ধতা ও সামাজিক বাস্তবতা আমাদের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। কিন্তু আশাবাদী হবার মত উপাদান রয়েছে। ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই দিকই আছে।

বোকা মেয়ে

তানিয়া আক্তার
শ্রেণী: একাদশ, রোল: ০৪, শাখা: এইচ নিউম্যান

[illegible] আমি সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী। সকাল থেকেই অঝোর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে, তাই স্কুলে যেতে হয়নি। ভাবলাম, সারাটা দিন টিভি [illegible] কম্পিউটারে গেমস খেলেই কাটিয়ে দেব। যেই মাত্র টিভি অন করলাম, ঠিক সেই মুহূর্তেই টেলিফোন বেজে উঠল। [illegible] ধরতেই ওপাশ থেকে এক ভরাট কণ্ঠ শোনা গেল। হ্যালো, কে তানিয়া? কণ্ঠ শোনামাত্রই বুঝতে পারলাম বড় খালু। [illegible] আম্মু রিসিভার নিয়ে কথা বলার পর দেখলাম, আম্মু খুব জলদি করে রান্নাবান্নার কাজ শেষ করে হন্তদন্ত হয়ে কোথাও [illegible] জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। তারপর শুধু যাওয়ার সময় বলে গেল, তোমার বড় খালামনি অসুস্থ। আমি সেখানে যাচ্ছি। [illegible] রাত হতে পারে। দুপুরে খেয়ে নিও। এই বলে আম্মু ছোটবোন স্নেহাকে নিয়ে বৃষ্টির মধ্যে বের হয়ে গেল। আমার [illegible] পরীক্ষা ছিল, তাই আমি গেলাম না, আব্বু অফিসে সুতরাং বাসায় আমি একা। তারপর টিভি অন করে টিভি দেখতে [illegible] কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, তা মনে নেই। ঘুম ভাঙ্গল সন্ধ্যার কিছুক্ষণ আগে। বাইরে খুব সুন্দর বৃষ্টি হচ্ছিল তাই পড়া [illegible] নিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু বৃষ্টির ফোঁটা শরীরে এসে লাগতেই বারান্দার দরজা ভিড়িয়ে ভিতরে এসে পড়তে [illegible]। এর মাঝেই বিদ্যুৎ চলে গেল। বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার সাথে সাথেই পুরো ঘর জুড়ে অন্ধকার নামল, এবং অন্ধকারে [illegible] যেন হিস হিস শব্দ শুনতে পেলাম। আমার মেরুদণ্ড বেয়ে হালকা শীতল এক স্রোত নেমে গেল। বৃষ্টির কারণে প্রচন্ড [illegible] ঠান্ডা থাকা সত্ত্বেও আমি দর দর করে ঘামতে লাগলাম। অন্ধকার খুব অসহনীয় লাগায় মোমবাতি খুঁজতে শুরু করলাম। [illegible] মোমবাতি আম্মুর রুমে। আম্মুর রুমে গিয়ে যা দেখলাম তাতে আমি ভয়ে পুরো কাঠ হয়ে গেলাম। দেখলাম কে [illegible] বিছানার ওপর অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে বসে আছে। দেখার সাথে সাথে আমি ভয় পেয়ে দৌড় দিলাম আমার রুমে। দৌড়াতে [illegible] পড়ে গিয়ে হাঁটু ছরে গেল। একদিকে হাঁটুর যন্ত্রণা ও অন্যদিকে ভয় দুটোই আমাকে পেয়ে বসেছিল। তারপর টেবিলের [illegible] থেকে First Aid এর বাক্স বের করার জন্যই ড্রয়ার খুলতেই, কে যেন টেবিলের নিচ থেকে পা চেপে ধরল। আমি ভয়ে [illegible] দিয়ে উঠলাম। এবং পরক্ষণেই মাটিতে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারালাম। তারপর আমার কিছুই মনে নেই। জ্ঞান ফেরার পর [illegible] আম্মু পাশে এবং বলল অনেকক্ষণ ধরে কলিংবেল দিয়ে সাড়াশব্দ না পেয়ে দরজার লক ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে দেখে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছি। তারপর আম্মু জিজ্ঞেস করলে আম্মুকে সব বললাম। আমার কথা শুনে আম্মু খুব হাসল। পরে [illegible] বোকা মেয়ে, আমার রুমের সব কাপড় চোপড় একসাথে করে রাখায় এমন লাগছিল। পরে গিয়ে দেখলাম সত্যিই কাপড়গুলো সব এমনভাবে রাখা ছিল যে অন্ধকারে দেখলে মনে হবে, কোনো মানুষ বসে আছে। কিন্তু ...... কিন্তু সেই অন্ধকারে আমার পা কে চেপে ধরেছিল সেই রহস্যের সমাধান আমি আজও পাইনি।

ভালোবাসার মানুষ

শেখ আশা আক্তার শিমু
শ্রেণী : একাদশ, রোল : ৫৯

এই পৃথিবীতে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন না কোন মানুষকে ভালোবেসে থাকে, ঠিক তেমনি আমিও একজন ব্যক্তিকে ভালবাসি। সে হল আমার প্রিয় 'মা' আর মায়ের এই ভালোবাসা পৃথিবীর সব ভালোবাসার উর্ধ্বে খাঁটি, নিঃস্বার্থ এমনকি মধুময় হয়ে থাকে। এই মধুময় ভালোবাসার সাথে পৃথিবীর আর কোন কিছুর তুলনা করা যায় না। মা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আপনজন। মায়ের তুলনা পৃথিবীর অন্য কোন ব্যক্তির সাথে হয় না। মা তার সন্তানকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করে জন্ম দেবার পর হতে প্রতিটি মুহূর্তে তার সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন। সন্তানের ভালোর জন্য মা তার সকল স্বার্থ ত্যাগ করেন। এমনকি শিশু জন্ম নেবার পর তার সব চাইতে সুন্দর নিরাপদ স্থান হচ্ছে তার মায়ের কোল। শিশু তার মায়ের কোলে যতটা নিরাপদ থাকে, অন্য কোন জায়গায় কোনস্থানে বা অন্য কারো কোলে ঠিক ততটা নিরাপদ থাকে না। তাই বিশ্বের জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেছেন যে, "বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে"। পৃথিবীতে অনেক ধরণের মানুষ রয়েছেন যেমন:- ধনী ব্যক্তি, গণ্যমান্য ব্যক্তি, খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি ইত্যাদি আরো ভালো মানুষ রয়েছে কিন্তু মা এমন একজন ব্যক্তি যাকে অন্য কোন ব্যক্তির সাথে তুলনা করা যায় না। একজন সন্তানের কাছে সব চাওয়া-পাওয়ার উর্ধে এমনকি সবচেয়ে দামি ব্যক্তি হল তার মা। মা কথাটি খুবই পবিত্র একটি কথা। আর মা ডাকটি আমাদের অন্তর থেকে আসে। আমাদের পবিত্র হাদীস গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, "মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত।" একজন সন্তানের জন্য তার মা সকল ধরণের বাধা-বিঘ্ন, বিপদ-আপদ ইত্যাদি অতিক্রম করে থাকেন।

কথায় বলে যে, "মা তার সন্তানের জন্য বিপদের সমুদ্রও পাড়ি দিতে পারেন এতে তার কোন কষ্ট হয় না। মায়ের দোয়া সবসময় সন্তানের মাথার উপর থাকে। আর সবচাইতে বেশি মায়ের দোয়া সন্তানের জন্যই কাজে লাগে। কথায় বলে যে, "মায়ের জন্য সন্তান, আর সন্তানের জন্য মা।" যে সন্তানের প্রতি মা সন্তুষ্ট থাকেন, সেই সন্তানের প্রতি মহান আল্লাহতায়ালাও সন্তুষ্ট থাকেন। আর যেই সন্তানের কথায় মা কষ্ট পান, মা সন্তুষ্ট হন না, সেই সন্তানের জায়গা হচ্ছে পৃথিবীর সবচাইতে নিম্নতম স্তরে এমনকি পরকালে তার স্থান হচ্ছে জাহান্নামে। তাই পৃথিবীতে মায়ের ভালবাসা অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। তাই আমি সবশেষে বলতে চাই যে, মা আমাদের পৃথিবীতে সবচাইতে আপনজন। তাই আমাদের সকলের উচিত মাকে ভালোবাসা, মাকে শ্রদ্ধা করা, মাকে ভক্তি করা, মায়ের কথামতো চলা, মায়ের বিপদে-আপদে এগিয়ে যাওয়া এমনকি মায়ের দুঃখ-কষ্টের সময় পাশে গিয়ে দাঁড়ানো। মা আমাদের কাছে আছেন বলে হয়তো বা আমরা মায়ের মর্ম বুঝতে পারি না। মা আমাদের পাশে থাকেন, আমাদেরকে ভালোবাসেন প্রাণভরে, এমনকি আমাদের অসুখের সময় সেবা-যত্ন করেন বলে হয়তো বা আমরা মা ছাড়া এতিম সন্তানদের কষ্ট বুঝতে পারি না। কিন্তু যেদিন মা আমাদেরকে ছেড়ে পৃথিবী থেকে অনেক দূরে চলে যাবেন সেদিন বুঝে কি কোন লাভ হবে? সেদিন কে আমাদেরকে বুকে জড়িয়ে ভালবাসবে? কে আমাদেরকে বিপদের সময় সান্তনা দেবে? তা কি কেউ জানেন? আমরা মায়ের কাছে চিরজীবন ঋণী থাকব। আমরা আমাদের গায়ের চামড়া খুলে যদি পাপোষ বানিয়ে দেই তবুও তাঁর ঋণ শোধ হবে না।

"আমরা এরকম কিছু করব না,
যাতে আমাদের মায়েরা মনে কষ্ট বা আঘাত পান।"
"আল্লাহ হাফেজ"

গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস থেকে

মারুফা আক্তার মিতু
শ্রেণী: একাদশ, রোল: ৫১

সাপের সঙ্গে বসবাস:

১৯৭৯ সালের ২৭মে পিটার স্পাই ম্যান নামে এক লোক একটি কাচের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে একটানা পঞ্চাশ দিন পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম বিষাক্ত সাপের সঙ্গে দিন কাটানো শেষ করে। সেখানে ব্যাক মাম্বা ও ভয়ংকর গোখরাও ছিল অথচ পিটার ছিল অক্ষত।

আয়ুষ্মান কুকুর:

চার বছর বয়সী এক কুকুর একটি পাহাড় চূড়ো থেকে পা পিছলে ৯১ মিটার নিচে মাটিতে আছড়ে পড়ে। পড়ামাত্র নিজে উঠে দাঁড়ায়, কুকুরটি এবং কুঁই কুঁই ডাক ছেড়ে চলে যায়। তার কোন শারীরিক ক্ষতি হয়নি, শুধু চোখ জোড়া টকটকে লাল দেখাচ্ছিল।

কারাদন্ডের বিশ্ব রেকর্ড:

ফিলিপাইনের এক ব্যক্তিকে ২০০৬ সালে ১৫ হাজার ৪০০ বছরের জন্য কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছিল।

৭ বছর বয়সে বৃদ্ধ:

চার্লস ওয়ার্থ ১৮২৯ সালে ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। চার বছর বয়সে তার দাঁড়ি ও গোঁফ জন্মায়। মাত্র ৭ বছর বয়সে বৃদ্ধ হয়ে মারা যায় সে।

অ্যান্ড:

১৯৮২ সালে ১২ বছর বয়সী এস্টেল নরম্যান সিদ্ধান্ত নেয় অ্যান্ড শব্দটি কতবার বাইবেলে লেখা আছে গুনে দেখবে। সে গুনে দেখে মোট ৪৬ হাজার ২২৭ বার শব্দটি লেখা রয়েছে।

১০০ বছর হাসপাতাল:

[illegible] নেলসন একটি অবিশ্বাস্য রেকর্ডের অধিকারী। এই মহিলা একনাগাড়ে ১০০ বছর হাসপাতালে কাটান। স্টেটস [illegible] হাসপাতালে ১৮৭৫ সালে তিনি ভর্তি হন। ১৯৭৫ সালে ১০৩ বছর ৬ মাস বয়সে সেখানেই তার মৃত্যু ঘটে।

[illegible] স্কুল:

[illegible] এর বাবা ছিলেন একজন মঞ্চ শিল্পী। পেশাগত কারণে তাঁর বাবা সর্বদা স্থান বদল করতেন। এজন্য তার [illegible] স্কুলে পড়া হতো না। ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত ১১ বছর সময়ে ২৬৫ টি স্কুল বদল করেন তিনি।

[illegible] বড় বাথটাব:

[illegible] বড় বাথটাবটি তৈরি করা হয়েছিল হোয়াইট হাউজে। প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম হাওয়ার্ড টাফটের জন্য। তিনি এমন [illegible] যে, সাধারণ বাথটাবে তার জায়গা হতো না। প্রেসিডেন্টের জন্য তৈরী বাথটাবে চারজন মানুষ অনায়াসে একসঙ্গে [illegible] পারতো।

[illegible]:

[illegible] আমেরিকার ডাসটিন ফিলিপস ৩৩ সেকেন্ডে ৪০০ মিলিমিটার টমেটো সসের বোতল স্ট্রর সাহার্যে সম্পূর্ণ পান করে [illegible]।

[illegible] বেশি পৃষ্ঠার পত্রিকা:

[illegible] ১০ অক্টোবর নিউইয়র্কে 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। ওই পত্রিকাটি ছিল [illegible] বিজ্ঞাপন ছিল ১০ কোটি, ২০ লাখ লাইন ছিল, ওজন ছিল ৩.৫ কেজি, দাম ৫০ সেন্ট।

[illegible] বড় ফুল:

[illegible] বড় ফুলের ওজন ১১ কেজিরও বেশি। 'রাফ্রেশিয়া আরনল্ডি' নামক ফুল কিন্তু খোঁপায় পরা যাবে না।

[illegible]:

[illegible] এক ব্যক্তি 'জুডসেপ ডিমাই'-এর ছিল দুটি হৃদপিন্ড।

[illegible] লম্বা কানওয়ালা কুকুর:

[illegible] লম্বা কানওয়ালা কুকুরটির নাম মিস্টার জেফ্রি। জেফ্রির কানের দৈর্ঘ্য ২৯.২ সেন্টিমিটার। তার কানের দৈর্ঘ্য শরীরের [illegible] চেয়েও লম্বা।

[illegible] ফিলমোন:

[illegible] হাসতে মারা গিয়েছিলেন বিখ্যাত গ্রীস কবি ফিলমোন। একদিন দুপুরে খাবার খেতে এসে দেখেন তাঁর খাবার একটি [illegible] খেয়ে নিচ্ছে। এ দেখেই তার বেদম হাসি পায়।

[illegible] শাস্তি:

[illegible] উত্তরাঞ্চলীয় হুবাই প্রদেশের লিউ ডেসহুন নামে এক স্কুল শিক্ষক তার নির্দেশ অমান্যকারী ছাত্রদের গরুর গোবর খাইয়ে [illegible] পন্থায় শাস্তি দেন।

[illegible] সন্তান:

[illegible] লুভা অঞ্চলের ভ্যাসিলিনির এক স্ত্রীর ঘরেই ছেলে মেয়ে ৬৯ জন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছেন মাত্র ২৭ বার।

শতাব্দীর শেষ সূর্যগ্রহণ

সাদিয়া রহমান
শ্রেণী : একাদশ, রোল : ৫৩

বাংলাদেশের এই শতাব্দীর শেষ পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হয়ে গেল গত বাইশে জুলাই। যা আগামী একশত পাঁচ বছরের মধ্যে এ দেশে আর কোন পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হবে না। আমরা জানি সৌরজগতে সূর্যকে কেন্দ্র করে অন্যান্য গ্রহগুলো অবিরাম ঘুরছে। এ মধ্যে পৃথিবীও আছে। আর পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে চাঁদ যখন সূর্য আ পৃথিবীর মাঝখানে এসে যায়, তখন চাঁদ সূর্যের আলোকে সরাসরি পৃথিবীতে আসতে দেয় না। তখনই ঘটে গ্রহণ। তবে বেশি ভাগ সময় চাঁদ সূর্যের আলোকে পুরাপুরি বাধা দিতে পারে না। তাই কিছু আলো পৃথিবীতে পড়ে। একে বলে আংশিক সূ গ্রহণ। যখন চাঁদ সূর্যকে পৃথিবী থেকে পুরাপুরি আড়াল করে দেয়, তখন হয় পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ, এটি একটি বিরল ঘটনা। একটি পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ সে সব অঞ্চলে দেখা যায়, যেসব অঞ্চলে চাঁদের ছায়া পড়ে। বাংলাদেশের একমাত্র পঞ্চগড় অঞ্চল, যেখা থেকে এদেশের মানুষের এবারের এ বিরল পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখার সৌভাগ্য হয়েছে।

বৃদ্ধা ও চিকিৎসক

সায়েদা ইকফাত
শ্রেণী : ৪র্থ, রোল : ১

এক বৃদ্ধা চোখের অসুখে ভুগছিল। সব কিছুই ঝাপসা দেখত। একদিন এক চিকিৎসককে খবর পাঠাল। চিকিৎসক এলে বৃদ্ধ বলল, তুমি ওষুধ দিয়ে আমার চোখ ভাল করে দাও যাতে আমি আগের মতো সব পরিষ্কার দেখতে পাই। যদি চোখ ভাল করে দিতে পার, তাহলে তোমাকে পুরস্কার দেব। কিন্তু চিকিৎসায় ফল না হলে কিছুই পাবে না। চিকিৎসক লোকটি ভাল ছিল না সে দেখল বুড়ির ঘর নানারকম দামী জিনিসে বোঝাই। দেখে যাবার সময় একটা দামী জিনিস হাতে করে বেরিয়ে যায়। বৃদ্ধ তো চোখে তেমন দেখতে পায় না তাই কিছুই বুঝতে পারে না। সে লোভে পড়ে গেল। ভাবল, এই ঘরের দামী জিনিসপত্র সব আমার ঘরে নিয়ে তুলতে হবে। বৃদ্ধা ভাল হয়ে ওঠার আগেই কাজটা আমাকে সারতে হবে। বৃদ্ধার শর্তে রাজি হয়ে চিকিৎসক পরদিন থেকেই তার চোখের চিকিৎসা শুরু করল। সে প্রতিদিনই একবার করে বৃদ্ধার বাড়ি আসে, চোখ পরীক্ষা করে আর কিছু ওষুধ দেয়। তারপর এভাবেই দিন চলতে লাগল। আর প্রতিদিনই একটা করে বৃদ্ধার ঘরের দামী জিনিস কমতে লাগল। দামী জিনিস সব কটি যখন নেয়া শেষ হল, চিকিৎসক বৃদ্ধাকে ঠিক ঠিক ওষুধ দিতে আরম্ভ করল। ওষুধের গুণে অল্পদিনের মধ্যেই বৃদ্ধার চোখ ভাল হয়ে গেল। আগের মতোই এখন সব কিছু সে দেখতে পায়। চোখ ভাল হয়ে গেলে বৃদ্ধা দেখতে পেল তার ঘর খাঁ খাঁ করছে। দামী জিনিসপত্র কিছুই নেই। দুষ্ট চিকিৎসকই যে সব হাতিয়েছে তা বুঝতে বৃদ্ধার দেরি হল না। বুঝতে পারলেও সে কিন্তু মুখে কিছুই বলল না। একদিন চিকিৎসক এসে বলল, আপনি এখন আগের মতোই দেখতে পাচ্ছেন। চোখে আর কোনও অসুখ নেই। আমার চিকিৎসাতেই আপনি আবার চোখের দৃষ্টি ফিরে পেলেন। এবারে আপনার কথা মতো আমাকে পুরস্কার দিন। চিকিৎসকের কথা শুনে বৃদ্ধা চুপ করে রইল। কোন জবাব দিল না। বৃদ্ধা ভালোমন্দ কিছুই বলছে না দেখে চিকিৎসক গেল রেগে। সে ঠিক করল যেভাবেই হোক বৃদ্ধার কাছ থেকে পুরস্কার আদায় করবে। সে ফিরে গিয়ে বৃদ্ধার নামে আদালতে নালিশ জানাল। যথাসময়ে বিচারকরা বৃদ্ধাকে ডেকে পাঠালেন। বৃদ্ধা তার কথা জানাতে গিয়ে বলল, চিকিৎসক যা বলেছে তার সবই সত্য। আমি তাকে বলেছিলাম, তার ওষুধে যদি আমার চোখ ভাল হয়ে যায়, আগের মতো সব কিছু পরিস্কার দেখতে পাই, তাহলে তাকে পুরস্কার দেব। চিকিৎসক প্রতিদিন একবার করে আমার বাড়ি এসে আমাকে ওষুধ দিয়েছে। এখন সে বলছে, আমার চোখ নাকি ভাল হয়ে গেছে আমি সবই আগের মতো দেখতে পাব। কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার ঘরে অনেক দামী জিনিস ছিল। চোখের অসুখ হওয়ার আগে সবই আমি পরিস্কার দেখতে পেতাম। অসুখ হবার পর কিছু দেখতে পেতাম না। এখনও সেই সব দেখতে পাই না। তাহলে আপনারাই বলুন, কী করে বুঝব যে আমার চোখের অসুখ সেরে গেছে, আমি আগের মতো দেখতে পাচ্ছি। বিচার করে আপনারাই যা বিহিত হয় করুন। বৃদ্ধার কথা শুনে বিচারকরা সবই বুঝতে পারলেন। তারা চিকিৎসককে তার কুকীর্তির জন্য তিরস্কার করলেন আর বৃদ্ধার সমস্ত মূল্যবান জিনিস ফেরত দিতে বললেন।

গন্ধর্বসেন মারা গেছেন

নিলা গনি
শ্রেণী : ৪র্থ, রোল : ৫১

দরবারে কেবল বসেছেন। এর মাঝে এক মন্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে বিলাপ করা শুরু করে দিল। বাদশা বিরক্ত হয়ে এত কান্নার কী হল?

পাত্রের কাছে নতজানু হয়ে বলল, হুজুর সর্বনাশ হয়ে গেছে। গন্ধর্বসেন মারা গেছেন। সাথে সাথে দরবার বন্ধ হুকুম জারি হল; আজ হতে পাক্কা একচল্লিশ দিন দেশের সব প্রজারা শোক পালন করবে। মৃতের আত্মাকে জানানো আমাদের জরুরি প্রয়োজন। দরবার ভঙ্গ করে বাদশাহ যখন অন্দরমহলে গেলেন তখন তিনি কাঁদতে কাঁদতে কান্না দেখে অন্দরমহল কেঁদেকেটে অস্থির। কিছুক্ষণ কাঁদার পর বেগমরা বাদশাকে প্রশ্ন করল, হলটা কী? তিনি বললেন, আরে জানো না, গন্ধর্বসেন মারা গেছেন!

কোথায়, বলার সাথে সাথে বেগমসহ অন্দরে যত দাসদাসী ছিল সবাই গলা জড়াজড়ি করে বুক চাপড়ে চাপড়ে ভিতর বাড়িতে সে কী অবস্থা ! তা বলার মত নয়।

সাহেবের দাসী তো এমন কান্ডকারখানার আসল কারণটা বুঝতেই পারেনি। সে আগ্রহসহকারে সাহেবকে প্রশ্ন করে সবাই এমন উড়াবুড়া কাদছে কেন? বড় বিবি সাহেবা ইয়াবড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন শুনি, বেচারা গন্ধর্বসেন মারা তিনি আপনার কে হন?

জানি না বাছা! বড় বেগম খুব রেগে ছুটে গেলেন বাদশার কাছে। তিনি তার কাছে জানতে চাইলেন, যার জন্য সবাই করছে সেই গন্ধর্বসেন লোকটা কে? সে তো বাদশারও জানা নেই। বোকা হয়ে তাবদা মেরে বসে রইলেন রাজা, ছুটে গেলেন দরবারে, দরবারে গিয়ে মন্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন, কি হে মন্ত্রী যার জন্য আমরা শোকে কাতর সেই গন্ধর্বসেন কে?

মন্ত্রী জড়সড় হয়ে বলতে থাকে, তা জানি না হুজুর। তবে কী! দেখলাম যে কোতোওয়ালীর বড় দারোগা কাঁদছে আর গন্ধর্বসেন মরে গেল! সেই চাইছিল সবাই তার সাথে কাঁদুক। জাঁহাপনা আর আমিও তাই! বাদশাহ গর্জে উঠে বললেন; একটা তাজা উজবুক। যাও এখনি যাও, খোঁজ করে জেনে নাও গন্ধর্বসেন লোকটা কে!

কুর্নিশ করে পড়িমরি করে ছুটে গেল। সে বড় দারোগার কাছে গিয়ে জানতে চাইল, ঐ গন্ধর্বসেন কে।

কতক্ষণ তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বলল, পরলোকগত গন্ধর্বসেন যে কে সেটা সেও ভালো করে জানে না। তবে জমাদার কাঁদতে কাঁদতে এসেছিল। সে বলেছিল, গন্ধর্বসেন মারা গেছেন। তখন জমাদারের সাথে সেও একটু কেঁদেছিল। আপনাকে আমি তো সেটাই বলেছিলাম।

আর দারোগা মিলে জমাদারকে খুঁজে বের করল। তাকে কাঁদার কারণ বয়ান করতে বলল। তখন সে অবাক হয়ে বলল, আমি কী জানি। দেখলাম আমার বউ কাঁদছে আর বলছে আমার গন্ধর্বসেন মারা গেল, বলছে আর কাঁদছে। অর কান্না শুনে আমার কান্না এল অই একটুখানি কাঁদছিলাম আর কী! আমার দুঃখ নিয়ে আপনাকে কথাটা বলেছি মাত্র। হুজুর ভুল বুঝবেন না। কেউ কাঁদলে আমার বড় কান্না পায়। বউ কাঁদল, তার সাথে আমিও কাঁদলাম।

গেল জমাদারের বউয়ের কাছে। তার কাছে জানতে চাইল সে কেন কাঁদছিল। সে বলল, তার আমি কী জানি । পরলোকগত সম্বন্ধে সে কিছু জানেনা। সে গিয়েছিল পুকুরপাড়ে স্নান করতে। সেখানে গিয়ে দেখে ধোপানী আছড়ে পিছড়ে কাদছে আর বলছে, গন্ধর্বসেন মরে গেলো।

ছুটে গেল ধোপানীর বাড়িতে। তাকে বিষয়টা খোলাসা করার জন্য বলা হয়।

ধোপানী সব শুনে কেঁদে উঠল। কাঁদে আর বলে, আমি বড় দুঃখী। আমার গন্ধর্বসেন মারা গেল। সে ছিল আমার আদরের ধন। আমার আদরের সন্তান গন্ধর্বসেন আমাকে একলা রেখে মারা গেল গো! তারে যে আমি ছেলের চেয়ে বেশি ভালোবাসতাম।

তার মুখের বাক্য আর ফুরায় না। একবার থামে আবার কেঁদে আকুল হয়ে আতারিপাতরি করে, ওরা বড় অপদস্থ হয়ে ফিরে আসে।

দরবারে এসে বাদশার পায়ে পড়ে সত্য ঘটনা সব বলে দিল। বাদশাহ রাগারাগি করে সবাইকে মাফ করে দিল। কিন্তু খবরটা যখন অন্দরমহলে গেল তখন বাদশাহ আর তার সভাসদের কারবার নিয়ে হেসে সবাই কুটিকুটি। হাসতে তাদের পেটে খিল লেগে যায় আর কী! অনেকে হাসতে হাসতে বিছানার বদলে মাটিতেই শুয়ে পড়ল।

বাক্স

নাদিয়া করিম

শ্রেণী : ৪র্থ, রোল : ৪৬

স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে ঠিক করলেন, তারা একটা বাক্স বানাবেন। যেই কথা সেই কাজ। সুন্দর একটা বাক্স তৈরী করা হলো। তারা দুজনে মিলে বৃদ্ধ বাবাকে বাক্সের ভিতর ভরে ফেলল এবং বাক্সটা নিয়ে নদীর দিকে রওনা হল।

এমন সময় তাদের ছোট্ট ছেলে জিজ্ঞেস করল, বাবা দাদুকে বাক্সে ভরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?

বাবা উত্তর দিলেন তোমার দাদুর অত্যাচার দিন দিন বেড়েই চলেছে, কোন কাজ তো করতেই পারে না, বরং আমাদের জ্বালা যন্ত্রণা করছে। আর সহ্য হচ্ছে না। তাকে নদীতে ফেলে দিব।

ছেলে বলল, ঠিক করছ বাবা, উনাকে ফেলে দিয়ে এসো। আর একটা কথা, মনে করে বাক্সটা নিয়ে এসো। তোমরা বুড়ো হলে তোমাদের নদীতে ফেলে দেওয়ার জন্য তো বাক্স লাগবে।

প্রভাতের অপেক্ষায়

সুসান সুর্লী

শ্রেণী : ৩য়, রোল : ২১

এক শারদীয় বিকালের কথা। সব বন্ধুরা মিলে বেড়াতে গেলাম। মজাই হলো। কামিনী আর দামিনী দুই বোন। তারা একটা পুরানো বাড়িতে একসাথে থাকে। তারা তাদের বাসায় যাওয়ার সময় কামিনী বললো, "আমার ভয় লাগছে।" চারিদিকে তখন অন্ধকার হয়ে এসেছিলো। অনেক বাতাস বইছিল। অবশেষে তারা বাসায় পৌঁছালো। একি! বিদ্যুৎ নেই। তারা দরজা ধাক্কালো কিন্তু কাজের মেয়ে দরজা খুললো না। হঠাৎ কয়েকটা বাদুড় তাদের দিকে আসতে থাকল। তারা ভয়ে দোতালায় উঠলো। তখন একটা সাদা শাড়ি পরা বুড়ি হারিকেন হাতে নিয়ে বললো "বাচ্চারা, কেমন আছো?" তারা একটু ভয় পেয়ে গেল। "ভয় পেয়ো না, আমি তোমাদের দাদি, তোমাদের থাকার জন্য সুন্দর সুন্দর রুম আছে।" তারা এতে রাজি হলো এবং বাড়িতে ঢুকলো। রুমটা পুরানো রাজপ্রাসাদের মতো। অনেক রাজা-রাণীদের ছবি ছিলো। হঠাৎ ছবিগুলো নড়তে শুরু করল। সেই ছবিগুলোর চোখ থেকে রক্ত পড়তে শুরু করল। তারা খুব ভয় পেয়ে গেল। একি হচ্ছে তাদের সাথে। কামিনী দামিনীকে বললো, "যেভাবেই হোক আমাদেরকে এখান থেকে বের হতেই হবে।" তারা রুম থেকে বের হতেই দেখে দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। হঠাৎ তারা এক মেয়ের গলা শুনতে পেল। মেয়েটা বলছিল, "আমাকে আর আমার বন্ধুকে বাঁচাও।" তারা পিছে ফিরে দেখে তাদের সমবয়সী দুটি মেয়ে। তারা ভয়ে নীল হয়ে গেছে। কামিনী আর দামিনী তাদের নাম জিজ্ঞেস করল। তাদের নাম নীরা আর রাকা। নীরা আর রাকা কামিনী দামিনীকে তাদের এখানে বন্দী হওয়ার সব ঘটনা খুলে বললো। তাদেরকে কিভাবে এই ডাইনী বুড়ি নির্যাতন করে রেখেছে। কিভাবে ভ্যামপায়ারদের কাছ থেকে ওরা লুকিয়ে থেকেছে। সব তারা কামিনী-দামিনীকে বললো আর তারা মনযোগ সহকারে শুনল। কামিনী দামিনীকে বললো, "দিদি, আমাদের এখন কি হবে?" দামিনী বললো, "ভয় পেয়ো না, ইনশাআল্লাহ, আমরা এখান থেকে বের হতে পারবো, কিন্তু আমাদেরকে এখন লুকাতে হবে, ভ্যামপায়ার সম্ভবত এখনই আসবে।" হঠাৎ কামিনী চিৎকার দিলো, "দিদি! কামিনী পিছে ফিরে দেখে একটা ভ্যামপায়ার তাকে ধরে আছে। তখন দামিনী তার গলায় আল্লাহ লেখা তাবিজ ভ্যামপায়ারকে ছুঁড়ে মারলো। সঙ্গে সঙ্গে ভ্যামপায়ারের শরীর পুড়ে গেল। তখন দামিনী তার তাবিজ নিয়ে কামিনী, রাকা আর নিরার সাথে আলমারি আর খাটের নিচে লুকালো। তারা দুটি টর্চ, মোম আর ম্যাচ্ পেল। তারা তখন টর্চ আর মোম জ্বালিয়ে বের হয়ে ওই ভ্যামপায়ারটাকে,পোড়ালো। তারপর ভ্যামপায়ার গলে গেল। তারা তখন একে অপরকে ধন্যবাদ জানিয়ে দরজার কাছে গেল। দেখল যে দরজা খুলে গেছে। তারপর থেকে তারা অন্য বাড়িতে থাকে এবং কখনও ওই বাড়িতে পা রাখে না।

গরীবের জন্য

নুজরিয়া মেহেজামিন
শ্রেণী : ৩য়, রোল : ০৫

আমি নেহা। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি। প্রতিদিন স্কুলে যাওয়া ও আসার সময় এবং কোনো জায়গায় যাওয়ার সময় অনেক অসহায়, আশ্রয়হীন, দরিদ্র শিশুদের রাস্তায় বা ফুটপাতে পড়ে থাকতে দেখি। তারা অনেক সময় ভিক্ষা করে, অন্যের জন্য কাজ করে, তারা অনেক পদ্ধতিতে টাকা রোজগার করার চেষ্টা করে, যাতে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত খেতে পারে। তবে তারা মাঝে মধ্যে এক বেলার খাবার ও জোগাড় করতে পারে না।

প্রতিদিনের এই দৃশ্য দেখতে দেখতে ও আস্তে আস্তে অনুভব করলাম, এদের জায়গায় যদি আমি হতাম, তাহলে কেমন লাগতো। এটা ভাবতে ভাবতে আমার অনেক কষ্ট লাগছিল। আর আমি তা পরের দিন আমার বন্ধুদের বললাম। হঠাৎ সাইমা আমাকে বলল, 'চল, আমরা সবাই এক হয়ে তাদের প্যাশে দাঁড়াই। তারপর আমরা আমাদের মনের কথা আমাদের শ্রেণী শিক্ষক আফসানা ম্যাডাম কে কথাটি বললাম। তিনি খুশি হলেন এবং এই কথাটি অন্যান্য শিক্ষকের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করলেন স্কুলের কল্যাণ তহবিলে চাঁদা দিতে হবে সকল ছাত্রী ও শিক্ষকদের। আর এরপর একটি মোটা অংকের চাঁদা উঠল। তা দিয়ে আমরা সে সব শিশুদের আর্থিক সহায়তা করলাম ও আমাদের স্কুলে বিনামূল্যে অধ্যয়নের সুযোগ করে দেওয়া হল। সেবার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আমাদেরকে এই মহৎ কাজ সফল করার জন্য সম্মানিত করা হয়।

উদ্দেশ্য ঃ আমাদের দেশের অধিকাংশ দরিদ্র শিশুরা মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত। তারা আমাদের মতো সুযোগ-সুবিধা পায় না, আমাদের তাদের পাশে দাঁড়ানো উচিৎ। আর এভাবে এদেশে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব।

ভাষার জন্য ভালোবাসা

স্নেহা সালাম
শ্রেণী : ৩য়, রোল : ৩৪

আমি যাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি তিনি আমার মা। আমার মায়ের মতই প্রিয় আমার মাতৃভাষা বাংলা। এই বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য আন্দোলন করেছিলেন আমাদের দাদুরা। আর সালাম, রফিক, জব্বার এর মত বহু বীর সন্তান তাঁদের রক্ত দিয়ে রাঙিয়ে দিয়েছেন বাংলা ভাষার বর্ণমালা।

দিনটি ছিল ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। ২১ এ ফেব্রুয়ারি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, এজন্য আমরা গর্বিত। বাংলা আমার মাতৃভাষা। এ ভাষায় আমি কথা বলতে শিখেছি। কিন্তু ব্যাকরণ পড়ে আমি জেনেছি। কোন ভাষা শুদ্ধভাবে বলতে, পড়তে ও লিখতে পারাই সে ভাষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। আমরা চাই বাংলা ভাষায় সঠিক ও শুদ্ধ ব্যবহার শিখতে। তাই সব শিশুদের পক্ষ থেকে আমার দাবি এদেশের প্রতিটি শিশুকে শিক্ষার সুযোগ করে দেয়া হোক, দেশের প্রতিটি বিদ্যালয়ে সঠিক ও শুদ্ধ বাংলা ভাষার ব্যবহার শেখানো হোক। অনেক মূল্য দিয়ে কেনা বাংলা ভাষার সম্মান ও গৌরব আমরা ধরে রাখতে চাই।

ছোট হলেও মহৎ

সুমাইয়া সারওয়ার
শ্রেণী : ৪র্থ, রোল : ২৩

প্রতি বৎসর দুই-একবার আমি আমার আম্মু-আব্বুর সাথে আমাদের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাই। গ্রামের বাড়িতে যখনই যাওয়ার কোন প্রোগ্রাম আমার আব্বু আম্মু হাতে নেয় তখনি আমার মন ছুটে যায় আমাদের বাড়ির সামনের পুকুরটার প্রতি। বিশাল পুকুরের শান বাঁধানো ঘাটে গোসল করতে আমার যে কি ভাল লাগে তা আর বলে শেষ করা যাবে না। বাড়িতে গেলেই ঘন্টার পর ঘন্টা আমি ঐ ঘাটের পানিতে বসে আমার গা ভিজাতাম। অবশ্য শীত কালে না। আর আমার এই গোসল করার সময় যে আমাকে বেশি সঙ্গ দিতেন সেই হলো আমাদের বাড়ির কনক আপু। কনক আপু আমাকে খুব পছন্দ করে। এই জন্য গোসলের সময় আমাকে ডাক দিয়ে নিয়ে যেতেন। এই রকম একদিন অনেকক্ষণ গোসল করার পর হঠাৎ দেখি কনক আপু কাঁদছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কাঁদছো কেন আপু?" উত্তরে বললেন, হাঁটুতে ব্যথা করছে। কী হয়েছে? টিউমার! হাঁটুতে টিউমার। ডাক্তার বলেছে অপারেশন করতে হবে। ঢাকায় নিয়ে যেতে। আমার আব্বু টাকা যোগাড় করতে পারছে না দেখে আমাকে ঢাকায় নিতে

পারছে না।" কাঁদতে কাঁদতে কনক আপু কথাগুলো বললেন। কনক আপুর কান্নায় আমার মন খারাপ হয়ে গেল। আমি ঢাকায় এসে কনক আপুর কষ্টের কথা বললাম। আমার আম্মু আব্বু ও কনক আপুর আব্বুর সাথে কথাবার্তা বলে কনক আপুর টিউমার অপারেশনের ব্যবস্থা নেয়। পরে কনক আপুরা ঢাকায় এসে আমাদের বাসায় উঠে। কনক আপুকে হসপিটালে ভর্তি করানো হলো। আল্লাহর রহমতে অপারেশন সফল হলো। কনক আপু এখন সুস্থ। কোন ব্যথা নেই। নিয়মিত স্কুলেও যায়। আমারও মনটা এখন খুব ভালো। সামনের কোন বন্ধে যদি বাড়ি যাই কনক আপুর সাথে আবারও গোসল করতে পারবো।

শেয়াল আর পিঠার গল্প

আনেতা অহনা

শ্রেণী : ৪র্থ, রোল : ৫২

এক দেশে ছিল একটা দুষ্টু শেয়াল। একদিন তার পিঠা খাবার ইচ্ছা হল। সে পিঠা কোথায় পাবে বুঝতে পারছিল না। সে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ঘুরতে ঘুরতে একটা বাড়ির সামনে গিয়ে দেখল, রান্নাঘরে বসে একটা ছোট্ট মেয়ে পিঠা ভাজছে। তার খুব লোভ লাগল। এদিকে শেয়ালটাকে দেখে সে ভয়ে চিৎকার করে দিল একটা দৌড়। শেয়ালটা এই সুযোগে কপাত কপাত করে সবগুলো পিঠা খেয়ে ফেলল। শেয়ালটা চলে গেলে মেয়েটা এসে দেখল কোন পিঠাই নেই, সব দুষ্টু শেয়ালটা চুরি করে খেয়ে পালিয়েছে। তার খুব মন খারাপ হল। ছোট্ট মেয়েটা তার বাবাকে বলল, আমি কষ্ট করে পিঠাগুলো ভাজলাম, আর একটা দুষ্টু শেয়াল সব চুরি করে খেয়ে ফেলেছে। বাবা বললেন, 'তুমি আবার পিঠা বানাও, আমি পাজি শেয়ালটাকে ধরার ব্যবস্থা করছি।" মেয়েটা আবার পিঠা বানাল আর বাবা একটা লম্বা মোটা দড়ির একমাথায় ফাঁস দিয়ে সেই দিকটা পিঠার হাঁড়ির পাশে রেখে দিলেন আর অন্য মাথাটা ধরে ছাদের উপরে উঠে চুপ করে লুকিয়ে বসে থাকলেন। এদিকে হয়েছে কি, পাঁজি শেয়ালটা পিঠার গন্ধ পেয়ে চুপি চুপি যেই না হাঁড়ির কাছে যেয়ে পিঠা চুরি করতে গেছে, ওমনি তার পা পড়েছে দড়ির ফাঁসের মধ্যে। সাথে সাথে বাবা দিলেন দড়ি ধরে এক টান। শেয়াল তো গেল দড়ির সাথে ঝুলে! আর ঝুলে গিয়ে তার সেকি কান্না আর কাকুতি মিনতি "বাবা গো, মরে গেলাম গো, আর হবে না গো, ছেড়ে দাও গো, এখন থেকে আমিই তোমাদের পিঠা বানিয়ে খাওয়াব গো।" তারপর থেকে শেয়াল বানায় পিঠা, মেয়ে আর বাবা মিলে মজা করে খায়।

লোভী রাজা

সাদিয়া আফরিন তালুকদার

শ্রেণী : ৩য়, রোল : ০৮

এক যে ছিল এক লোভী রাজা। তার প্রচুর ধন সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সে সব সময় আরও ধন সম্পদ চাইত। রাজার ছিল এক সুন্দরী রাজকন্যা। রাজা তার কন্যাকে তার নিজের চেয়েও বেশি ভালবাসত। একদিন রাজা বসে বসে ভাবতে লাগল যে তার যদি এমন একটি হাত থাকত যে হাত দিয়ে সে যা কিছুই ছুঁবে তাই সোনা হয়ে যাবে। তার এ ইচ্ছা সৃষ্টিকর্তা পূরণ করে দিল। একদিন রাজা বাগানে বসে আরাম করছিল। হঠাৎ গাছ থেকে একটি আপেল এসে তার সামনে পড়ল। রাজা আপেলটি খাবার জন্য তুলল এবং দেখল যে আপেলটি সোনা হয়ে গিয়েছে। রাজা খুব খুশি হয়ে তার কন্যাকে খবরটি জানাতে গেল। তার কন্যা তার কাছে ছুটে এল এবং রাজা তার কন্যাকে জড়িয়ে ধরল। তৎক্ষণাৎ তার কন্যাও সোনা হয়ে গেল। এ দেখে রাজা কান্নায় ভেঙে পড়ল এবং সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করল যে সে আর কোনদিন লোভ করবে না। তার কাছে কন্যা ছাড়া এ সম্পদ মূল্যহীন। এরপর সৃষ্টিকর্তা তার কন্যাকে পুনরায় আগের ন্যায় করে দিল। অতঃপর রাজা তার কন্যাকে নিয়ে সৎভাবে রাজ্য চালনা শুরু করল।

চেতনায় মুক্তিযুদ্ধ

তামান্না আফরিন

শ্রেণী : একাদশ, রোল : ১৪৪

একটি গল্প বলবো। গল্পটি দেশ নিয়ে। সবার প্রিয় বাংলাদেশকে নিয়ে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে। ছোট্ট একটি গ্রাম "সোনাপুর" ছায়ায় ঘেরা সবুজ শ্যামল মায়াবি এক গ্রাম। সে গ্রামের দশম শ্রেণীর ছাত্র পলাশ। অনেক মেধাবী সে। দেশের প্রতি তার ছিল অপরিসীম ভালোবাসা। সে একদিন স্কুলে গিয়ে শুনল দেশে নাকি যুদ্ধ হবে। স্কুল থেকে বাসায় ফিরেই সে দৌড়ে মায়ের কাছে গিয়ে বলল মা আমি যুদ্ধে যাব। ছেলের মুখে মা একথা শুনে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল

...কে। অতঃপর সত্যিই দেশে একদিন যুদ্ধ শুরু হলো নিজেদের মুক্তির জন্য। পলাশ তার মাকে গিয়ে বলল সে যুদ্ধে ... কথা শুনে তার মা তাকে যুদ্ধে যেতে বাধা দিল, কিন্তু যার মনে এতো দেশপ্রেম সে কি কোন বাধা মানে? না মানে ...তো পলাশ ছুটে চলল যুদ্ধ করার জন্য।

...বাবা ছিল পাকিস্তানীদের দোসর অর্থাৎ রাজাকার। সে পলাশের মাকে বলল, শোন পলাশের মা তোমার ছেলেকে যুদ্ধ ...করো নইলে তার অনেক দুঃখ আছে। স্বামীর মুখে এ কথা শুনে পলাশের মা শুধু নীরবে কান্না করলেন। ...সালের আট এপ্রিল সকালে পলাশ যুদ্ধে নামল। যথারীতি যুদ্ধ করছিল সে। হঠাৎ সে একটি মেয়ের আর্তনাদ শুনতে ...একটু এগুতেই সে দেখলো পাকিস্তানী মিলিটারিরা ও তার বাবা একটি মেয়েকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় পলাশ চুপ ...তে পারল না। সে গুলি ছুঁড়তে লাগল। তার গুলিতে সকল পাকিস্তানি মিলিটারিরা মারা গেল। শুধু বাকি রইল তার ...কিন্তু দেশকে রক্ষার করার জন্য তার বাবাকে সে ছেড়ে দিল না। গুলি চালালো বাবার বুকে। সে তার বাবার লাশের ...গিয়ে শুধু নীরবে কান্না করল।

...মৃত্যুতে এতটুকু কষ্ট নেই পলাশের মায়ের, পলাশের মা বলল যাক, দেশ থেকে একটি শত্রু কমে গেল। ...সালের ছয় মে পলাশ যুদ্ধ করছিল। হঠাৎ একটা গুলি এসে লাগল তার বুকে। বুলেটের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেলে তার ...দেশের জন্য হাসতে হাসতে প্রাণ দিল পলাশ।

...দেশ স্বাধীন হলো। সোনাপুর গ্রামের মুক্তিযোদ্ধাদের নামের একটি তালিকা তৈরি হচ্ছিল। পলাশের মা সেখানে গিয়ে ...নাম বলতেই একজন বলে উঠল, কোন রাজাকারের ছেলের নাম মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় উঠবে না। ...মা এ কথা শুনে জোরে জোরে চিৎকার করে বলল, "পলাশরে কী পেলি তুই এই দেশের কাছ থেকে, যে দেশের জন্য, ...দেশের মানুষের জন্য নিজের প্রাণ বিলিয়ে দিলি সেই দেশের মানুষের কাছ থেকে এটাই কী তোর প্রাপ্য ছিল?" ...ভাবুন তো একবার পলাশের মায়ের কথাগুলো। তার কথাগুলো কি সত্য নয়? যে ছেলে দেশের জন্য, দেশের মানুষের ...নিজের বাবাকে পর্যন্ত হত্যা করল, যাঁর সমগ্র চেতনায় ছিল দেশের স্বাধীনতা। তাঁর প্রাপ্য কি শুধুই ঘৃণা রাজাকারের ছেলে ...নাকি দেশপ্রেমিকের সম্মান?

আমরা ৬ বন্ধু

এ.এম. সাইফ

শ্রেণী: ৮ম, রোল : ২৩ শাখা : ওমর খৈয়াম

...থেকে ৫ ও ৬ এবং সামনে থেকে ৪ ও ৫ নম্বর বেঞ্চে আমাদের অবস্থান। আমরা ৬ জন স্কুলে খুব বিখ্যাত। এই ...৬ জনের নাম হলঃ তাসিন ওরফে সাঁওতাল, (কারণ তার চুল কোঁকড়া), কাওছার ওরফে কাওয়া (কারণ নামের সাথে ...আছে), রাফি ওরফে বাক প্রতিবন্ধী (কারণ অনেক তাড়াতাড়ি কথা বলে) প্রীতম ওরফে বাংলা ভাই (কারণ দাড়ি আছে), ...ওরফে পোলিও (কারণ ও অতিরিক্ত চিকন, পাট কাঠির মতো) সাইফ ওরফে কন্ট্রোলার (কারণ আমি সবকিছু কন্টোল ...)। আমার আসলে কোনো এক্সট্রা নাম নেই। আমি আগে বন্ধুর মর্ম বুঝতাম না এখন বুঝি। বুঝি যে, মা বাবার পরে ...চেয়ে কাছের মানুষ বন্ধুরাই। আমাদের আরেকজন বন্ধু ছিল, তার নাম তাওহীদ ওরফে ধ্যান্ধা (কারণ ও ধান্ধাবাজ), ও এখন ...স্কুলে। আমরা ছয় বন্ধু আমাদের টিফিন ভাগাভাগি করে খেয়ে নিই। ক্লাসে দুষ্টামি করলেও আমাদের সবার রোল ...মোটামুটি ভালো, প্রীতমের রোল-১, তাসিনের রোল-৪, রাফির রোল-১১, আমার রোল-২৩, কাওসারের-২২ এবং আদরের- ২৫। আমরা একজন আরেক জনের সাথে খুব মজা করি। যেমনঃ আদরের খাতা প্রীতমের ব্যাগে এবং প্রীতমের খাতা আদরের ব্যাগে ঢুকিয়ে দিই। ঝগড়া করে আবার একটু পরে মিলে যাই। রাফি ও কাওসারের চশমা একই রকম দেখতে। যদিও তাদের ...পাওয়ার ভিন্ন। আমরা ওদের চশমা পাল্টে দিই। তারপর তো বোঝাই যায় কি হয়। একবার কাওসার আদরকে তাসিন মনে করে মাথায় মারছিল। আদর ও তাসিনের উচ্চতা একই তাই কাওসার বুঝতে পারে নি। একবার আরবি ক্লাসে তাসিন পড়া পারেনি, কাওসার ওকে পাশের থেকে বলে দিয়েছে, মনসুর স্যার তা দেখে ধুপধাপ মার দুজনকে। এত কিছুর পর আমরা একজন অন্যজনকে ছাড়া থাকতে পারি না। এ লেখাটি আমি ক্লাসে বসে লিখেছিলাম। লেখাটি যদি ম্যাগাজিনে ছাপা হয় তখন আমরা নাইনে থাকব। কেউ হয়তো সাইন্সে আবার কেউ কমার্সে কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব থাকবে আগের মতোই।

[বি.দ্র. উপরে উল্লেখিত প্রতিটি নামই কাল্পনিক]

রস খাওয়া

মোঃ সাবাবুল ইসলাম সৈকত
শ্রেণী : ৮ম, রোল : ৩৫, শাখা : ওমর খৈয়াম

বিলের ধারে ছোট ঝোপ, সেখানে এক হাঁস থাকে, হাঁস একাই থাকে। সকালে বাড়ি থেকে বের হয় সারাদিন সাঁতার কাটে মাছ ধরে খায়, শামুক খায়, শ্যাওলা খায়। সুর্য ডুবলে বাড়ি ফেরে।। একদিন এক মুরগি, এল হাঁসের সাথে আলাপ করতে। সাথে ছোট - বড় মিলে আটটি ছানাপোনা। এখন শীতকাল। খেজুর গাছে রসের শীতকাল। খেজুর গাছে রসের হাঁড়ি তো উচুঁতে বাঁধা এত উঁচুতে উঠবে কীভাবে? ছোট ছানাটির কান্না থামে না, মুরগি হাঁসকে বলল, ভাই কি করি? গাছে উঠে হাঁড়ি তো নামানো যাবে না। হাঁস বলল, উপায় আছে আমার গায়ে খুব জোর আমি সবার নিচে থাকব তোমরা আমার পিঠে চড়বে একজনের ওপর আর একজন। খেজুর গাছের নিচে হাঁসের পিঠে সবাই চড়ল ছোট ছানাটি সবার ওপরে। প্রায় হাঁড়ির কাছে এক কাক এ দিক দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে বড় এক পাখি এমন পাখি তো আগে কখনো দেখেনি। নিচে হাঁস, ওপরে মুরগি, তাও আবার গাছের সমান। ভয়ে কাক, কা-কা করে উঠল। কাকের চিৎকার শুনে হাঁস পেল ভয়। দিল জোর দৌড়, ওলটপালট খেয়ে একজনের ওপর আর একজন গেল পড়ে। রস আর খাওয়া হল না।

ক্রিকেট বিশ্বকাপ বাংলাদেশে

মোঃ আশিক রহমান
শ্রেণী : ৭ম, রোল : ২৫, শাখা : ওমর খৈয়াম

এই প্রথম বারের মত যৌথভাবে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আয়োজন করে ভারত, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশ। ১৯৭৫ সালে প্রথ বিশ্বকাপ ক্রিকেট শুরু হয়। বিশ্বকাপ প্রতি চার বছর পর পর অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৭ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশকে নতুন ভা চিনেছে ক্রিকেট বিশ্ব। ঢাকায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে হয় বিশ্বকাপ ক্রিকেটের উদ্বোধন। বাংলাদেশ , ভারত ও শ্রীল শিল্পীদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনায়, প্রযুক্তির সাহায্যে ক্রিকেটকে উপস্থাপন, আলো ও আতশবাজি বর্ণিলতা বিশ্বকাপ ক্রিকেট রাঙিয়ে তোলে। আলোকিত হয় পুরো বাংলাদেশ। উদ্বোধনের পর মাঠে ছেয়ে যায় আলোকছটার ঝর্নাধারায়। কখনো আলে বর্ণালি, কখনো যেন আকাশে উড়ে লেজার ঘুড়ি, লেজার শো, শিল্প ব্যাংকের ২৪ তলা সাঁটানো বিশাল পর্দায় অডিও ভিজুয় ক্রিকেট প্রর্দশনী মুগ্ধ করে দর্শকদের। এরপর ফুটিয়ে তোলা হয় তিন দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। ভারতের তারকা শিল্পী কোরিও গ্রাফাররা- সিম্ফোনি অব কালারস, শ্রীলঙ্কা সেলিব্রেটি ইভেন্ট দি পার্ল অব ইন্ডিয়ান ওশান এবং বাংলাদেশের দি রাইজি টাইগার অব এশিয়া নামে তিন পর্বে আয়োজিত হয় অনুষ্ঠানটি। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ডিসপ্লেতে ১১টি স্কুলে ২৫০০ ছাত্র-ছা অংশগ্রহণ করে। এই বিশ্বকাপে ১৪টি দেশ অংশ গ্রহণ করে। এরপর ১৯ শে ফেব্রুয়ারি শুরু হয় প্রথম ম্যাচে ভারত বাংলাদেশ । এই ম্যাচে বাংলাদেশ ৮৭ রানে পরাজিত হয়। ২য় ম্যাচে আয়ারল্যান্ডের সাথে ২৭ রানে জয়ী হয় বাংলাদেশ এরপর ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে দুঃখজনক ভাবে হেরে যায়। ৪ ও ১১ই মার্চ ইংল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডের সাথে বাংলাদেশ জয়ী এবং শেষ ম্যাচের বাংলাদেশ দক্ষিণ আফ্রিকা সাথে হেরে গিয়ে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেয়, তবু এই বিশ্বকাপ ক্রিকেট নি উদ্বেলিত ছিল বাংলাদেশ, আয়োজক হিসেবে ক্রিকেটের মাতাল হাওয়ায় মেতেছে সারাদেশ জীবনের সবক্ষেত্রেই এখন ক্রিকে আর ক্রিকেট। সে সঙ্গে বাংলাদেশ দলের পারফরম্যান্স আপ্লুত করেছে সবাইকে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের পর্যুদস্ত হওয়ায় মন ভে দিলেও আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে জয়ে উল্লসিত বাংলাদেশ। এবার না পারলেও আগামী বার বিশ্বাকাপ নেবে বাংলাদে বাংলাদেশ এগিয়ে যাও আমরা সকলে আছি তোমাদের সাথে।

অন্বেষণ

মোঃ মাসুম রেজা
লাইব্রেরিয়ান, বালক শাখা

রকে কি কখনো
খেছো তুমি?
জেছো কি কখনো তাঁকে?
শ্চয়ই তুমি-
জেছো তাঁকে
খা-পাওয়ার আশায়-
থায়- সেথায়, কোন দূরদেশে
ণ করে খুঁজেছো তাঁকে-
ন্যে হয়ে-
কা-পয়সা খরচ করে।
থ্যা না সত্য বলছি আমি
বেকের কাছে প্রশ্ন করো
ত্তর তুমি নিশ্চয়ই পাবে।
খনো মিথ্যা বলো না,
ত্যই তোমার ঈশ্বর।
মি কখনো নির্মম হয়ো না
তামার মমতাই তোমার ঈশ্বর।
মি কখনো অলস হয়ো না
তোমার কর্মই হবে ঈশ্বর।
মি কখনো গীবত করো না
তোমার সততাই তোমার ঈশ্বর
মি কখনো নিষ্ঠুর হয়ো না
র্বজীবের প্রতি,
র্বজীবের প্রতি তোমার যে দয়া
সেথায় পাবে তোমার ঈশ্বর।
মি কখনো স্বার্থপর হয়ো না
উদারতাই তোমার ঈশ্বর।
ঈশ্বরকে তুমি পাবে না খুঁজে-
হেথায়-সেথায়, কোন দূরদেশে
পাবে তুমি নিকটেই-
তোমার মহৎ কর্মগুণের মাঝে।

বিজয়ের গান

মেহেদী হাসান জায়েদ
শ্রেণী : ১০ম, রোল : ২০, শাখা : বিজ্ঞান

স্বাধীন দেশে, স্বাধীন আমরা
স্বাধীন ভাবে চলি,
গর্বের কথা চাও কি শুনতে
এসো তোমায় বলি।
৫২তে ভাষা নিয়ে
যুদ্ধ শুরু হয়,
ছিনিয়ে আনল সেই ভাষাকে
তাড়িয়ে দিয়ে ভয়।
বুকের রক্তে বাংলা ভাষা-কে,
ছিনিয়ে তারা লয়
ভাষাকে অমর করে
তারা চির অমর হয়।
৭১-এ লাগল যুদ্ধ
প্রাণ নিয়ে টানাটানি,
৩০ লক্ষ শহীদ হলেন
সবাই আজ তা জানি।
নির্ভয়ে আর নির্বিকারে
করল জীবন দান,
তাদের আত্মত্যাগে আজকে
গাই বিজয়ের গান।

জাদুর ছোট্ট বন

মো: আনোয়ার জাহিদ
শ্রেণী : দশম, শাখা : বাণিজ্য,

জাদুর ঐ ছোট্ট বনে,
কত না ফুল ফুটেছে।
সুবাস ভরা ফুলে ফুলে,
সবারই মন ভরেছে।
আকাশে পাখি ওড়ে,
দেখতে ভাল লাগে।
নদীর ঐ স্নিগ্ধ জলে,
মাছেরা সাঁতার কাটে।
আকাশের কাল মেঘে,
রিমিঝিম বৃষ্টি পড়ে,
জাদুর ঐ ছোট্ট বনে,
যেতে খুব ইচ্ছে করে।

আমরা দেশের ভবিষ্যৎ

মোঃ ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ
শ্রেণী : ৮ম, রোল : ২৬, শাখা: ইবনেসিনা

আজকে আমরা ছোট তবে
কালকে বড় হব,
বড় হয়ে দেশের সব
দায়িত্ব কাঁধে নেব।
আমরা শক্তি আমরা বল
আমরাই দেশের ভবিষ্যৎ।
যেমন ছিল রফিক, সালাম,
আর ছিল বরকত।
তাদের মত আমরাও হব
খাঁটি সোনার ছেলে,
বড়দের কাছ থেকে পথের দিশা পেলে।

ফেসবুক

প্রীতম পাল পার্থ
শ্রেণী : ৮ম, রোল : ০১, শাখা : ওমর খৈয়াম

তাসিন একটি হাবলা ছেলে
মার দেই তাকে প্রতি ঘন্টায়।
মার খেয়ে সে করে রাগ
টিফিনে তার বসাই ভাগ।
লেখা পড়ায় শুঁটকির ভর্তা
হতে চায় সে বাড়ির কর্তা।
বসে বসে পড়া করে
পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ে।
পড়তে বসলেই ফেসবুক
মা এসে দেয় ধুপাধুপ।

আমরা কারা - বীর বাঙালি

মুহতাসীম ফারুক

আমরা কারা - বীর বাঙালি।
অফিস যেতে - ধীর বাঙালি।
ট্রাফিক জ্যামে - স্থির বাঙালি।
দাদের মলম - ভিড় বাঙালি।
মর্ডানে পোস্ট - প্রি'র বাঙালি।
টক টাইমে - ফ্রির বাঙালি।
হরতালেতে - নীড় বাঙালি।
ঝড়তোলা কাপ - টি'র বাঙালি।
ভাষণে ব্রুস - লি'র বাঙালি।
আমরা কারা - বীর বাঙালি।
ভস্মে গাওয়া - ঘি'র বাঙালি।

আমার মা

তানভীর মোহাম্মদ সাঈদ
শ্রেণী : ৯ম, রোল : ১৪, বিভাগ : ব্যবসায় শিক্ষা

মাগো তুমি কোথায় গেলে
জানতে ইচ্ছে করে।
তোমার কথা মনে হলেই
অশ্রু চোখে ঝরে।
আদর দিয়ে সোহাগ দিয়ে
নিতে তোমার কোলে
ঐ স্মৃতিতে আজো তোমায়
যাইনি আমি ভুলে।
মাগো আমি ডাকলে তোমায়
পাইনা এখন কাছে।
তোমায় এখন দেখতে মাগো
মন যে আমার কাঁদে।
আদর স্নেহ মমতা যে
আছে হৃদয় জুড়ে।
তোমায় এখন খুঁজে খুঁজে
মরি অচিনপুরে।

ঢাকা শহর

লাবিবা রহিম
শ্রেণী : ৬ষ্ঠ, রোল : ৫৩, শাখা : এ

বড় বড় দালান আকা-বাঁকা,
এ নাকি আমার শহর ঢাকা,
সারা দিন সেথায় চলছে কত গাড়ি,
কেউ যায় স্কুলে, কেউ যায় বাড়ি।
রাস্তায় কত ঝাঁ ঝাঁ জ্বলছে আলো
আবার শত গাড়ির হর্ণ বাজছে প্যা, প্যা।
দিনের বেলায় এ শহরে যায় না পা ফেলা,
বেরিয়ে দেখ এই রাস্তায় মানুষের মেলা।

আমার দেশ
ফাইজা রামীম
শ্রেণী : ৮ম, রোল : ২৫

[illegible] নাম
[illegible],
[illegible] ভালবাসার
[illegible] শেষ।
[illegible], ভায়ের ভালবাসা
[illegible] জীবনের আশা।
[illegible] স্বাধীন করার জন্য
[illegible] কতজন,
[illegible] চিন্তা করে
[illegible] সবার মন।
[illegible] কি তুমি রাখালের বাঁশি
[illegible] দেশকে ভালবাসি।

ময়না পাখি
সায়েমা আমিন
শ্রেণী : ৩য়, রোল : ০৬, শাখা : সি

[illegible] আছে ময়না পাখি,
[illegible] ভিতর ধরে রাখি।
[illegible] ময়না,
[illegible] থাকতে চায় না।
[illegible] ডাকাডাকি,
[illegible] আমায় দেবে নাকি?
[illegible], দাও না ছেড়ে,
[illegible] যাবে লেজটি নেড়ে।
[illegible] ভোর সকালে,
[illegible] আমি খাঁচা খুলে।
[illegible] পাখি খুশি মনে,
[illegible] গেল কোন সে বনে।

দেশ
রোকেয়া ইসলাম
শ্রেণী : ৪র্থ, রোল : ০৭, শাখা : বি

এই যে আমার দেশ,
সোনার মতো দেশ।
শস্য-শ্যামলায় ভরা,
আমার এই বাংলাদেশ।
আমার এই দেশ,
পেয়েছি লাখো শহীদের রক্তে।
আমি তাই হারাতে চাইনা,
আমার এই প্রিয় বাংলাদেশকে।
এই প্রার্থনা করি আমি,
আমার প্রভুর কাছে,
নিঃশ্বাস যেন শেষ হয় আমার
এই সোনার বাংলাদেশে।

পহেলা বৈশাখ
সায়রা জাহান
শ্রেণী : ৭ম, রোল : ২৯, শাখা : বি

নতুন এক মেহমান এল
বাংলার নগরে,
বিশাল এই উৎসবটি আমাদের
অতি আদরের।
হাওয়ার ফাঁকে আসে সে
ঝড়ের মত যায়,
কিন্তু এই স্বল্প সময়েও আমাদের
অনেক স্নেহ পায়।
এত প্রিয় উৎসবটিতে সবাই
দুঃখ-বেদনা ভুলে,
আনন্দেতে হারিয়ে যেয়ে সুখ
প্রকাশ করে খুলে।
অনেক মজার, অনেক আনন্দের
নেই যে কোন ফাঁক,
নামটিও তার অনেক মিষ্টি
"পহেলা বৈশাখ।"

পারা না পারা
সিনথিয়া
শ্রেণী : একাদশ, রোল : ১৫১

স্বপ্ন দেখি ডাক্তার হব
অথচ পড়তে বসি না।
কাটাকাটির কথা পড়লে মনে
দেহে প্রাণ থাকে না।
পড়ে ভাবি সার্জারি বাদ
Medicine নিয়ে পড়ব।
এত ওষুধের নাম দেখে ভাবি
ভুল ওষুধ দিয়ে Public এর হাতে মরব।

আচ্ছা Medical বাদ
ভাবলাম ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লে কেমন হয়?
কিন্তু Math, Physics এ আমি ভীষণ দুর্বল
পাশ নিয়ে টানাটানি হয়।
ইঞ্জিনিয়ারিংও বাদ
Science এর Subject এ Public University তে পড়ব
কিন্তু English এ আমি আরও দুর্বল
এত বড় Course কি করে Complete করব?
পরে ভাবলাম বাংলা সাহিত্যে পড়ব
হব একজন বড় কবি।
কিন্তু আমার মাথা থেকে কোন লাইন বের হয় না,
মুখস্ত যে করি সবি।
এভাবে আমার স্বপ্নের শেষ হলে
আবার গোড়া থেকে শুরু করি।
বারেবারেই ফলাফল একই হয় শূন্য
কোথাও জায়গা নেই ফাঁকিবাজদের জন্য।
এরপরও মাথায় আসে না
মনযোগ দিয়ে প্রতিদিন একটু পড়ি।
মনদিয়ে একটি বার চেষ্টা করি,
হয়ত এসব না পারার মাঝে আমি অনেক কিছুই পারি।

ডিজিটাল বাংলা

শারমিন আহমদ
শ্রেণী : একাদশ, রোল : ৮৭

বাংলা হল ডিজিটাল
বদলে গেল হাল চাল
একি হল দেশের হাল
ছেলের গলায় ওড়না, মেয়ের গলায় টাই
এই কি আমরা চাই?
একটাই স্লোগান
সবার মুখে একই গান।
গড়বো দেশ ডিজিটাল
কাজে কর্মে নন্দলাল।
ঢাক-ঢোল বাজে না
বাঁশির সুর শুনি না
হারিয়ে গেল পালাগান
এমপি থ্রি গানে আছে প্রাণ
এটাই ডিজিটালের দান।
খাচ্ছি, ঘুমাচ্ছি তবু নাই মনে সুখ
দেশ হলে ডিজিটাল মিটে যাবে সব দুঃখ।

জন্মভূমি

অনিতা রানী সূত্রধর
শ্রেণী : একাদশ, রোল : ১১৭, শাখা : বিজ্ঞান

জননী জন্মভূমি আমার
স্বর্গের সমান।
ধন্য হয়েছি মাগো জন্ম নিয়ে
ভূমিতে তোমার।
তোমার আলো-বাতাস পেয়ে
হয়েছি যে আমি বড়ো।
হাসি ফোটাবো মুখে তোমার
একদিন তুমি জেনে রেখো
ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরবে আবার
আমার এ বসুন্ধরা।
রূপ-লাবণ্য সৌন্দর্যে
বিশ্বে হবে তুমি সেরা
থাকবে না অভাব কিছু।
আসবে ফিরে আবার ষড়ঋতু।
কৃষকের মুখে ফুটবে হাসি,
ফসল হবে রাশি রাশি।
রাখাল বালক বাজাবে
আবার সেই মধুর বাঁশি।
জন্মভূমি তোমায় যে
প্রাণ দিয়ে ভালবাসি।

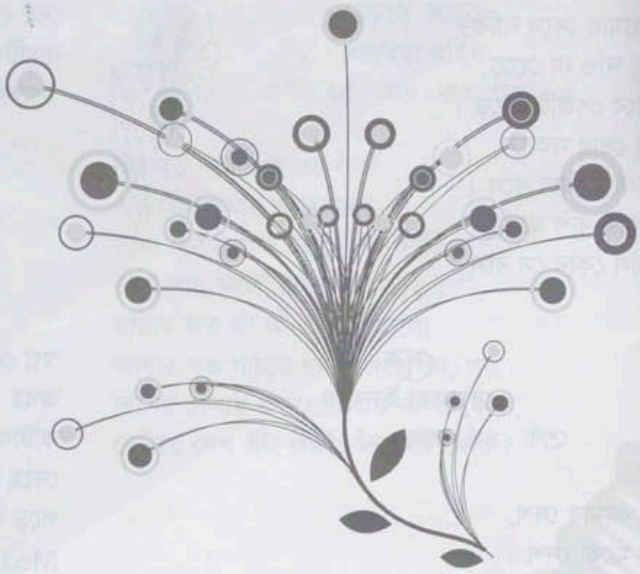

মা তুমি কোথায়

মোহসিনা জাররীন রিমা
শ্রেণী : একাদশ, শাখা : আলজাবের

মা তুমি কোথায়?
কোথায় গেলে হারিয়ে
বড় একা করে দিয়ে মোরে?
তাই কাঁদছি তোমায় ভেবে
এই মধ্য নিশি জেগে।
মানছে না কোন বাধা শ্রাবণের জল
দুনয়নে ঝরছে তা অঝোর ধারায়।
খুঁজছি আমি অসীম গগনের মাঝে
থাকো যদি মাগো ধ্রুব তারা হয়ে।
হাজারো তারার পানে চেয়ে আছি
দেখি নিষ্পলক তোমারি ছবি।
ঘুড়ির কাছে দিয়েছি চিঠি
পাওনি কি তুমি?
দিলে নাতো উত্তর মোরে
এলে নাতো তুমি ফিরে।
তবে কি গেলে হারিয়ে
ওই দূর আকাশে?
কত যে স্বপ্ন ছিল দুচোখ ভরা মাগো
সবি আজ থমকে আছে
নেই জোছনার আলো।
মাগো,
এই পৃথিবী বড় স্বার্থপর
তোমার সৎ উপদেশ
নেই এখানে দাম।
ঢেকে গিয়েছে সবই আজ
অর্থের পদার্থ
ভালোবাসার মিষ্টি অর্থ
বোঝেনা মাগো ওরা।
ভাঙে শুধু মনটা মাগো
করে প্রবঞ্চনা।
মাগো তুমি কোথায় আছো
থেকো না আর দূরে।
আজ আমি বড় একা
নাও বুকে তুলে।
মাগো আমি চাইনা বাঁচতে
এই পাষাণ পৃথিবীতে
নিয়ে যাও তুমি মোরে
তোমারি তরে আকাশের মেঘ করে।

মধুর মাস

তাজিয়া ইসলাম
শ্রেণী : একাদশ, রোল : ১৪০, শাখা : টলেমি

আম খাবো, জাম খাবো
কোথায় পাব টাকা।
মা বললেন তোমার বাবার
পকেট এখন ফাঁকা।
তাইতো সেদিন বদ্যিবাড়ি
আমগাছে দেই ঢিল
বদ্যিবাবু ধরেই আমায়
দিলেন দুটো কিল
কষ্টে এল চোখে পানি
আম খাওয়া আর হয়না,
মধুর মাসে ভর্তি পকেট
বাবার কেন রয় না।

এক বৃন্তে আটটি ফুল

তানিয়া আক্তার
শ্রেণী : একাদশ, রোল : ০৪, শাখা : এইচ নিউম্যান

এক বৃন্তে আটটি ফুল
সবাই মোরা বন্ধুকুল।
বৃষ্টি'টা খুব সহজ সরল
পানির মত মনটা তরল।
তর্কবাজ যে খুব 'নিশি'টা
ঝগড়া ভরা থাকে তার শিশিটায়;
কিচির মিচির কণ্ঠের যে,
নামটা তার 'তুলি' যে,
চটপটে মেয়ে 'আশা'টা
যায় না বোঝা ভাষাটা।
'সাকিনা'টা যে বোকার রানী
শোনায় শুধু বিয়ের বাণী।
'পুতুল'টা যে নাচনেওয়ালী,
ছোট তার গড়ন।
তবু তাকে সবে মিলে
করে সবাই বরণ।
ভুলে যাওয়া স্বভাব যার,
নামটা যে 'জাহান' তার,
সবশেষে মেয়ে তানিয়াটা
লিখছে বসে কবিতাটা।
পড়ছ তোমরা সবিনয়ে

হাসছ বসে খিলখিলিয়ে
তবে আজকে মোরা আটটি ফুল,
একটি বৃন্তের আটটি কলি।
প্রয়োজনে নিজেদের দেব
দেশের জন্য বলি।

দোয়েল পাখি

মেহনাজ মুন্নি

শ্রেণী : ৩য়, রোল : ১০, শাখা : এ

দোয়েল পাখি, দোয়েল পাখি
মিষ্টি সুরে উঠল ডাকি।
পেটটি সাদা,পিঠটি কালো
এই পাখিটা দেখতে ভালো।
ফুল কাননের সবুজ বনে,
শিষ দেয় সে আপন মনে।

কালো টাকা

নাদিয়া করিম

শ্রেণী : চতুর্থ, রোল : ৪৬, শাখা : বি

কালো টাকার পাহাড় গড়া
তাদের এবার হাত কড়া।
সন্ত্রাসীদের কালো কোট
ছিঁড়ে দিবে র‍্যাবের জোট।
আর্মি-পুলিশ দিচ্ছে টহল
কোথায় তাদের সেই মনোবল?
সন্ত্রাসীদের দিচ্ছে ফাঁসি.
ঘরে ঘরে ফুটছে হাসি।
বিডিআর দিচ্ছে তাড়া
চোরাচালানি যাচ্ছে মারা।
ঘুরছে কত সি.আই.ডি
নৌ বাহিনী , বিমান বাহিনী।
এদের আছে বুকের বল, আরও আছে মুক্তিদল
স্বাধীনতার শক্তি দল।

স্বাধীনতা

ফারিয়া ইসলাম

শ্রেণী : ৬ষ্ঠ, শাখা : ক

আমি তো যুদ্ধ দেখিনি
দেখেছি রক্ত মাখা বাংলার ছবি।
আমি তো নির্যাতন দেখিনি
শুনেছি অসহায়দের করুণ আর্তনাদ।
আমি তো স্বাধীনতা দেখিনি
দেখেছি ছেলেহারা মায়ের
ক্রোধের দীর্ঘশ্বাস।
পাখিরা শুধু উড়ে বলে যায়
স্বাধীনতা এসেছে এ বাংলায়।
আমি তো স্বাধীনতা অনুভব করিনি
যতটুকু করেছি শুধু শহীদের আত্মদান
আমি তো রক্ত চাইনি
চেয়েছি রক্তের দাম
আমি তো স্বাধীনতা খুঁজেছি
যার বিনিময়ে পেয়েছি
একটি স্বাধীন পতাকা
সকলের মুখে অমর তুমি।

রক্ত মাখা একুশে

৫ম শ্রেণীয় ছাত্রীবৃন্দ

ইংরেজি মাধ্যম

রক্ত মাখা মেঘে
স্বাধীন হয়েছি আমরা।
এটি সেই ফেব্রুয়ারি
যাকে শ্রদ্ধা করি আমি।
শ্রদ্ধা করি এ জীবনকে,
শ্রদ্ধা করি এ মাটিকে,
শ্রদ্ধা করি তাদেরকে,
যারা দিয়েছে প্রাণ।
তারা কেন দিল এ প্রাণ?
তাঁরা কি জানে যে
আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে?
তারা কি এটাও জানে যে
তাদের জন্য স্বাধীন হয়েছি আমরা?
তাদের রক্তে ভিজে গিয়েছে বাংলার মাটি
আর এই আমাদের একুশ ফেব্রুয়ারি।

স্বাধীনতা

কাজী সাকিনা
শ্রেণী : সপ্তম, রোল : ০১, শাখা :

স্বাধীনতা মানে নয় তোমার আমার
লুকোচুরি খেলা
স্বাধীনতা মানে সবার একসাথে
প্রকাশ্যে কথা বলা।
স্বাধীনতা মানে মনের ভেতর শুধুই আলোর রশ্মি
স্বাধীনতা মানে কিশোরী মেয়ের
প্রাণ খোলা ঠোঁটের হাসি।
স্বাধীনতা মানে নয় ঝগড়া
কিংবা কোন বিবাদ
স্বাধীনতা মানে নয় কোন
কারোর মিথ্যা কোন অপবাদ
স্বাধীনতা মানে শুধুই খুশি
শুধু প্রাণের দোলা
স্বাধীনতা মানে তোমার আমার
মনের কষ্ট ভোলা।

ফেব্রুয়ারী একুশ

মহসিনা মতিন মমি
শ্রেণী : ৪র্থ, রোলা : ১৯, শাখা : বি

ফেব্রুয়ারী একুশ
তুমি মায়ের মুখের হাসি
তুমি রাখালের সুরেলা বাঁশি।
ফেব্রুয়ারী একুশ
তোমাকে পেয়েছিলাম তাই
তাই পেয়েছি স্বাধীনতা।
ফেব্রুয়ারী একুশ
তোমাকে অনুভবি মুক্তদেশে বারবার
তোমাকে রেখেছি হৃদয়ে আমার।
ফেব্রুয়ারী একুশ
তুমি রোদেলা দুপুরে মধ্য প্রহরে
গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার।
ফেব্রুয়ারী একুশ
তোমার জন্য বাংলা আর বাংলার গান
তাই গল্পের আসরে জমে কৃষকের উঠান।
ফেব্রুয়ারী একুশ
তোমাকে ছাড়া স্বাধীনতা শূন্য কপর্দক
তোমারে কাছে তাই আমার আনত মস্তক।

ইলিশ

শেখ আশা আক্তার শিমু
শ্রেণী : একাদশ, রোল : ৫৯

পদ্মা নদীর ইলিশ এলো
ঢাকার বাজারে,
পাগল হলে ছুটছে মানুষ
হাজারে হাজারে।
গরম টাকার খেলা দেখাতে
সবাই জেগেছে।
ইলিশ মাছের মালিক হতে
যুদ্ধ লেগেছে।
বাজার ভরা মরা ইলিশ
শুয়ে রয়েছে।
কর্তারা সব ভিড়ের চাপে
ভর্তা হয়েছে।
দাম শুনে তার কয়েকজন
মুর্ছা গিয়েছে।
মেডিকেলের গাড়ি এসে ওদের নিয়েছে।

সন্ধ্যা আমার নদী

কাব্য কৃত্তিকা
শ্রেণী : ৯ম, রোল : ৬৮, শাখা :

সন্ধ্যা তুমি আমার নদী
আমার ভালবাসার নদী।
তুমি আমার শৈশবের বন্ধু নও
নও তুমি আমার কৈশবের সঙ্গী
একটি দিন দেখেছি তোমায় দুচোখ ভরে
সেদিনই হয়েছি তোমার হৃদয় কুটিরে বন্দি
তুমি চঞ্চল আমি শান্ত
তুমি দুটো চল আমি ক্লান্ত
আমি মুক্ত তুমি জলন্ত
তুমি জেগে থাকো আমি ঘুমন্ত
তবুও তুমি আমার অতি প্রিয় বন্ধু
এই বন্ধুত্বের জন্য প্রয়োজন হয় নি বেশি সময়
মাত্র একটি দিনের আমাদের পরিচয়
তবুও এই বন্ধুত্বকে করতে চাই অক্ষয়।

ছাত্র -শিক্ষক

প্রমথ মিস্ত্রী
সহকারী শিক্ষক (বাংলা), বালিকা শাখা

বল দেখি এ জগতে
ছাত্র বলি কাকে?
সুন্দর শীল আছে যার,
ছাত্র বলি তাকে।
বল দেখি এ জগতে
শিক্ষক বলি কাকে?
সুশিক্ষা দান করেন যিনি,
শিক্ষক বলি তাঁকে।
বল দেখি এ জগতে
ছাত্র বলি কাকে?
মাতা-পিতা -আচার্যকে দেবতা জ্ঞান করে যে,
ছাত্র বলি তাঁকে।
বল দেখি এ জগতে
শিক্ষক বলি কাকে?
সুশিক্ষায় স্বশিক্ষিত যিনি,
শিক্ষক বলি তাঁকে।
বল দেখি এ জগতে
ছাত্র বলি কাকে?
সুশিক্ষায় খাঁটি মানুষ হবে অঙ্গীকার করে যে,
ছাত্র বলি তাঁকে।
বল দেখি এ জগতে
ছাত্র বলি কাকে?
জাতির ছত্র ধরে যে,
ছাত্র বলি তাঁকে।
বল দেখি এ জগতে
শিক্ষক বলি কাকে?
জাতির মেরুদণ্ড গড়েন যিনি,
শিক্ষক বলি তাঁকে।

INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET

Shohrab Farhad
Asst. Teacher, English version, Boy's bling

Short Vowels-	7
Long Vowels-	6
Diphthong-	8
Trip thong-	2
Consonant-	24
Total-	47

IPA Vowels-	Short vowels	Long vowels	Diphthong	Trip thong
	ʌ– আ (দ্রুত)	∂- আঃ (দীর্ঘ)	eI- এই	ʌI∂– আইয়া
	∂-আ	a- অ্যাঃ	∂I- আই	au∂– আউয়া
	a/∂e- অ্যা	I- ঈঃ	I∂– ইআ	
	p- অ	u- ঊঃ	u∂– উয়া	
	I- ই	e- এঃ	e∂- এআ	
	u- উ	∂- অঃ	∂u- আউ	
	e- এ	3- আ (sir)	au- আউ	
		ɛ- এঃ		

IPA Consonants

b	i	v	
d	m	w	*f*
f	n	x	*t/ts*
g	p	z	d_3
h	r	y	
j	s		
k	t		

Pronunciation according to the spelling:

A- In a word at the initial position individually `a' is pronounced as- আ and at the medial final position it's pronounced as- অ্যা fan, father, cantonment.

O- At the medial or initial position it's pronounced as- অ and at the final position it's pronounced as- আই/উ so, go, do;

U- in 3 word at the initial position individually 'u' is pronounced as- উ/আ and in medial position it's pronounced as- fun (আ) ফান্ u - e: fuse (ফিউজ) (u:) (উ)

E- In a word at the initial position position 'e' is pronounced as- ই and at the medial position it's pronounced as- এ

(ae)	:	অ্যাই	
A_e	:	এই	example- able, case, same, famous(fame+ous)
Ai	:	এই	example- paid, faint, sail, hail
Ae	:	অ্যাই	example- aeroplane, aerobic, aeronautics, Gaelic, maestro
Are	:	আঃ/এয়া	example- are, care, spare, share, parent, area, fare
Air	:	এয়া	example- chair, fair, stair, hair
Au	:	অ	example- August, Australia, taught

NB! "R" after vowel is not uttered; only before is vowel.

Application of "E";

E: ই "e" at the beginning of the word e.g. 'exam', 'encounter', 'evaluate', 'entrance'
_e_: এ "e" in the medial position of the word e.g. shed, set, net, benq, fest, extend,
_ee_/e_e/ee_/ _ _: ঈ; effect as 'i' at any position e.h. fee, street, phoneme,tree,
_ _e: X often it has no effect e.g. gene, complete, fire, fare, foe etc.
_ei_: এই e.g. freight,
Ea_/_ea_/_ea: ঈ; at initial, medial or final position e.g. ease, feast, tea, plea
Ear: ইয়া at an position e.g. gear, fear, rear,
_er/_err: আ at final position e.g. her, stern, germane,

Application of "I".

i_ +consonant or con+ 'i':	ই	"i" at the initial position e.g. internal, insect, importatt, it, sin,tin
i_ + vowel/consonant with another vowel :	আই	at the initial or final position e.g. island, identify(+fy suffix), Friday,
i_e:	আই	at any Position e.g. fine, pine, dice,site, sight, frightful.
ia:	ইয়া	at any Position e.g. fiance, giant, bias,
_ire:	আইয়া	at final Position e.g. fire, admire, hire
_ir:	আ	at final position e.g. sir, flirt, first, firm,

Application of "O": আউ

0_/oe/o_e/_oa_/_o:	আও	at initial position or final position if individual and distinct e.g. o'clock, so, introduction, operation, foe, phone,tone, foam, groan,
_ oo_/oo_ :	ঊ	at initial, medial or final e.g. foot, ooze, boo,
0_/_o_/:	আ	at medial or final position e.g. mother,hot, fond,of,son, orange,
Oi_/_oi_/_oi:	অই	at initial, medial or final position e.g. oil,foil, ointment,soil,
_oir:	অয়া	at final position e.g. coir,
or/or/or:	অঃ / আঃ	at initial medial or final position e.g. for, org, fort short, cord

Application of "U": উ / আ (দ্রুত / সংক্ষেপ)

U_ / _u_ :	উ / আ (দ্রুত)	at initial or medial position e.g. untied, umbrella, stuck, fun, hungry, sun, utterance, jug,
_u_ / u _:	উ / আ (দ্রুত)	at initial or medial position e.g. full, bull,
_ue / _u_e/u_e:	য়ু	when 'U' is pronounced in its own then individually it is "ju" e.g. youth, use, due, fume, tune,
Ui :	ই/উই	at any position it is sometimes only T or 'a' or 'wi' e.g. guile,suit
_ur/ur_:	আঃ	at initial or final position e.g. further, urgent, fur, burst, urn
_ure:	ঊঃ / ইয়া /অঃ	at final position e.g. sure, pure, cure, endure
e_ue:	এ	in this case only the first "e" is followed e.g. cheque

Application Of "Y": ই / আই

Y :	য/যা/য়ু/যে/যো	ÒYÓ atinitial position is uttered with /]/ sound e.g. yarn, youlk, yes, youth

_ _y: আই — at midial or final position e.g. rectify, cyclone,psychology, Sometimes, when there is "e" sound after "wai" then both are uttered as "e".

i_e / আই	same as 'i_e'	style	
ay / আই / ই	same as 'ai'	fay, hay, key	
Oy / অয়	same as 'oi'	coy, foy, boy	

Application of "W":

W_ (+vowel): উ / ওয়া initial e.g. want, waste, wise, won, which, wow, when, war, wire,

w: উই, উয়া, আই, উয়ে, উয়ে, উঅ, উওউ, — at initial or final position it is uttered as is "u" with frequent movement of the tongue as vowel e.g. twist, fowl, won, why, wow, when, what

_aw: অ — same as'au'

_ew: উ — same as 'U'

_ow: অ্যাউ / আউ — as "o" in individual "অ্যাউ" position, sometimes e.g. now, show, fowl, owl.

Special uses of Conosonants:

Bh_/_bh: / v/	ভ	
_Dh/dh_:	ঢ	
Ch_/_ch:	ছ	check, charocoal,
Gn_:	ন	gnome,
Gh_/_gh/_ght:	ঘ / ফ	ghost, tough, height, sight, fight,
		or gh উচ্চ
Kn_:	ন	know, knife
_lk/ _lm:	ল উচ্চ	walk, folk, palm, salmon,
ng:	ং	swing, gang
_mn:	ম	hymn, column
_tch:	ভ	batch, hatchfry
Th_/th:	থ	think,then, bath, bother
Sh_/_sh	শ	shake,thresh,push,
_sion:	সন	confulion, television,
_ssion:	শন	confession, succession,
Ps_:	স	psychology, psytoplasm,
Ph_/ph:	ফ	phosphorous, physical, phenomenon, graph
Rh_/_rh:	র	rhume,rhythm,
_tion:	শন	tuition, friction, production
bt:	ঠ	subtle

_y/ _y: আই — at midial or final position e.g. rectify, cyclone,psychology, Sometimes, when there is "e" sound after "wai" then both are uttered as "e".

_i_e / আই — same as 'i_e' — style

_ey: আই / ঈ — same as 'ai' — fay, hay, key

_oy: অই — same as 'oi' — coy, foy, boy

Application of "W":

W_ (+vowel): উ / ওয়া initial e.g. want, waste, wise, won, which, wow, when, war, wire,

W / w: উই, উয়া, আই, উয়ে, উয়ে, উঅ, উওউ, — at initial or final position it is uttered as is "u" with frequent movement of the tongue as vowel e.g. twist, fowl, won, why, wow, when, what

_aw: অঃ — same as'au'

_aw: অ্ব — same as 'U'

_ow: অ্যাউ / আউ — as "o" in individual "অ্যাউ" position, sometimes e.g. now, show, fowl, owl.

Special uses of Conosonants:

Bh_/_bh: / v/	ভ	
_Dh/dh_:	ঢ	
Ch_/_ch:	ছ	check, charocoal,
Gn_:	ন	gnome,
Gh_/_gh/_ght:	ঘ / ফ	ghost, tough, height, sight, fight, or gh উজ্জ্ব
Kn_:	ন	know, knife
_lk/ _lm:	ল উজ্জ্ব	walk, folk, palm, salmon,
ng:	ং	swing, gang
_mn:	ম	hymn, column
_tch:	ভ	batch, hatchfry
Th_/th:	থ	think,then, bath, bother
Sh_/_sh	শ	shake,thresh,push,
_sion:	সন	confulion, television,
_ssion:	শন	confession, succession,
Ps_:	স	psychology, psytoplasm,
Ph_/ph:	ফ	phosphorous, physical, phenomenon, graph
Rh_/_rh:	র	rhume,rhythm,
_tion:	শন	tuition, friction, production
bt:	ঠ	subtle

TEACHING AS PROFESSION

Santa kumar Maitra
Assistant Teacher, Boys' Wing

The Profession of Teaching is one of oldest and noblest professions in the world. The teacher or the guru, in the ancient world always enjoyed not only the patronage but also the reverence of the king or state. Teacher exercised a powerful influence in building up the mind and morals of young men. But in those for-off days, the profession was not organised. It was an affair of the individual. the learned man would invite and attract pupils who would live with him in close and personal contact and learn from him through his example as much as by his precepts. He was poor in the worldly sense, but his intellectual life was rich beyond measures.

Modern teaching: The art of teaching in modern time has undergone a through change. It has become highly specialized. It has to be based not only on scholarship, but also on in fight methods of teaching. The teacher should try to come down to the level of students and the learners should try to catch up with the teacher and thus there should be an established half-way hours.

The teacher today guides, explains and demonstrates. His highest function consists not so much in imparting knowledge as in stimulating the pupil's mind. The great teacher seems to be a rare phenomenon. He is, so to speak, born and not made. He is divinely gifted. He is the creator of men. The disciplines of a great and real teacher have left an indeliburle stamp on the human mind which proclaims the greatness of their master.

Training institution: It is very important to have educational instiurtions for training the right type of teachers, they must teach not only the theories and methods, but also arrange practice teaching for mastering the art of teaching. Unforturnately, today they honour as they did in the past. It is forgotten that teachers are the architects or nations. It is impossible to imagine ancient Greece without teachers like Scorates, plato and Aristotle.

Present conditions of teachers: Most teachers in developing countries are to fight against all sorts of crisis. They are ill-clad and ill-paid. Considering their conditions they should be provided with handsome salary and gazeted status. They cannot concentrate on teaching for unlimited wants and lack of other facilities. Teaching as profession is really dignified, on denial; but this dignity is lying in oblivion for wants and monetary insolvencies. They will have nothing at the time of retirement. So they have no future at all. The conditions of non-govt. and private educational institutions are being worsen. But no other profession is as dignified as teaching.

Teacher can serve the nation well in the field of education and many other sectors for economic growth of a country. An ideal teacher is a very important person in any society or country. Because he dispels the darkness of ignorance from the minds of his students and enkindles the window of knowledge in them. Teacher applies all his abilities and intelligence to build up the character of his students. He is in fact, a friend, philosopher and guide to the students. So this profession shall have a bright prospect to build up a pure and educated nation.

EARTHQUAKE

Ashfaque Hossain Ayon
Class : Five, Roll : 33

Earthquake: An earth quake is a violent movement of the rocks in the Earth's crust. Earthquakes are usually quite brief, but may repeat over a long period of time.
There are Large earthquakes and Small earthquakes. Big earthquakes can take down buildings and cause death and injury. The study of earthquakes is called seismology.
When the earth moves in an earthquake, it can cause waves in the ocean, and if a wave grows large enough, it's called a "tsunami ". A tsunami can do just as much as death and destruction as an earthquake. Landslides can happen, too.
Earthquakes are measured with a Seismometer. The magnitude of an earthquake, and the intensity of shaking, is measured on a numerical scale. On the scale, 3 or less is scarcely noticeable, and magnitude 7 (or more) causes damage over a wide area.
The ancient Chinese also used a device that looked like a jar with dragons on the top surrounded by frogs with their mouths open. When an earthquake occurred, a ball fitted into each dragon's mouth would drop out of the dragon's mouth into the frogs. The position of the frog which received a ball indicated the direction of the earthquake.

THE OLD MANSION

Rahatil Bin Mostafiz (Rafi)
Class : 7, Roll : 36, Sec : Boys' Wing,

It was Sunday. I and Tom were coming from school. Tom said to me "I and my parents are going to the forest beside the city on coming Saturday for camping. We will stay there for one night. I will be happy if you come with us". I agreed to go with them. After the weekend our school was closed. It was Saturday. I packed few of my clothes at Saturday morning for camping. When it was 12:00pm Tom and his parents came to pick me. I got into the car and the car started to move. We reached the forest at 5:00pm. I and Tom got out from the car. We looked at the beautiful sight of the forest. The birds were singing. The sky was little bit cloudy,I could see some deer eating some grass. When it was about night at 8pm,Tom said"Let`s go out to see the forest". But I said"It is dark now.It is not safe for us to go out in the forest now". Tom said "it is very exciting to explore such a forest at night". So I agreed with him,went out from the tent and entered into the forest. As we went very far from the camping place,Suddenly the rain started to fall. Tom said "Let`s go to the camp behind". As I look behind,I saw an old mansion. Then I said "We can wait in the mansion until the rain stops and if we go to the camp ,we will be with by that time". As we reached the main door of the masion the door opened suddenly. Tom said "It must be the wind that opened the door". I said "Let`s go inside". As we went inside, we saw that all the furniture was covered with white clothes.Bats were hanging on the fans and on the candeliers. Everything looked very Creepy. I saw the stairway infront of us. When we went to the second floor,I heard a sound of a door opening. I thought it was the wind that made the sound. We were looking at the rooms of the mansion. Then we went inside a big hall. From there again we heard a sound of a door opening. Then we began to hear the sound of someone`s foot steps coming up through the stairways. Tom was sweating. I shouted"Whos there?" No one answered. I was sweating too. Suddenly we heard a screaming of a little girl. Again I

shouted "Who's there,show your self",but no one answered. We ran through the hall rooms and into the store room to hide. When the lightning flashed we saw a shadow of a monster. Tom shouted and was very scared. I said to him "It was nothing but the shadow of a chair and a lamp that looked like a monster". We again heard the footsteps of someone coming to us. We went out of the store room and went into another room. In that room there was a very big picture of some one on the wall which looked like that if it is looking to us. Suddenly the door opened. A man in the dark was coming to us. My throat became dry. Tom was sweating. When the lightning flashed we saw the face of the man. It was Tom`s father. He looked like a ghost in the dark. His father said"I saw you two coming to this old mansion,so I also came behind you". Then Tom said"Let`s go back to the camp,it is very much scary here". When we came back to the camp I said "Tom,if all those sounds of the doors opening and footsteps were made by your father,then where did the sound of a little girl screaming come from?. (To be continued)

JOKES:A LITERATE GOAT

MD.Tahmid Rashik
Class : 7, Roll : 38, Sec : Boys' Wing

An intelligent man named Gappu Mia has a goat. He is poor. So,he goes to the local market to sell the goat for some money. But none gives a single look to his goat,let alone buy it. Gappu Mia suddenly got an idea. In the market.....come on, come on. I`ve brought a literate goat for literate people. Hurry up, come and see the eaducated goat. A man said,how would you prove that your goat is eaducated?Gappu Mia shaking the goat.....Hey goat,what is the month before June?Tell the gentlemen. May....aaa.....aaaa.Strange!It Realy seems to be a literate goat. Take the money. The man buys the goat by complete five thousand taka.

BAD CRICKET

The cricket match is realy boring. No runs, hardly any wickets.The spectators are getting really fed up. They`re yawning and getting restless. After a while,some of them are noticing that the sky is getting cloudier and cloudier, and darker and darker. And then,all of a sudden all the lights cut out. "That`s the first time bad play stopped light,"shouted somebody high up in the stand.

FLIES N`FOOTBAL

Why were the flies playing football on the saucer? Because they were playing for the cup!

SHANTO AND THE KIDNAPPERS

Shanto is a student of class seven. He has a tame monkey named Shimpoo and a parrot named Pakhom. One day he was walking through the jungle. There he saw two men sitting under a tree. That would not be a matter,if there were not the little girl with her hand bound and mouth tapped. Shanto guessed something was wrong. He went near them very carefully and hid himself into a bush behind the tree.Then he started to hear their conversation very carefully. He beckoned Shimpoo and Pakhom to take rest silently on the tree. Gufur,have you warned her parents as my direction?Yes,boss. I have told her father

shouted "Who's there,show your self",but no one answered. We ran through the hall rooms and into the store room to hide. When the lightning flashed we saw a shadow of a monster. Tom shouted and was very scared. I said to him "It was nothing but the shadow of a chair and a lamp that looked like a monster". We again heard the footsteps of someone coming to us. We went out of the store room and went into another room. In that room there was a very big picture of some one on the wall which looked like that if it is looking to us. Suddenly the door opened. A man in the dark was coming to us. My throat became dry. Tom was sweating. When the lightning flashed we saw the face of the man. It was Tom`s father. He looked like a ghost in the dark. His father said"I saw you two coming to this old mansion,so I also came behind you". Then Tom said"Let`s go back to the camp,it is very much scary here". When we came back to the camp I said "Tom,if all those sounds of the doors opening and footsteps were made by your father,then where did the sound of a little girl screaming come from?. (To be continued)

JOKES:A LITERATE GOAT

MD.Tahmid Rashik
Class : 7, Roll : 38, Sec : Boys' Wing

An intelligent man named Gappu Mia has a goat. He is poor. So,he goes to the local market to sell the goat for some money. But none gives a single look to his goat,let alone buy it. Gappu Mia suddenly got an idea. In the market.....come on, come on. I`ve brought a literate goat for literate people. Hurry up, come and see the eaducated goat. A man said,how would you prove that your goat is eaducated?Gappu Mia shaking the goat.....Hey goat,what is the month before June?Tell the gentlemen. May....aaa.....aaaa.Strange!It Realy seems to be a literate goat. Take the money. The man buys the goat by complete five thousand taka.

BAD CRICKET

The cricket match is realy boring. No runs, hardly any wickets.The spectators are getting really fed up. They`re yawning and getting restless. After a while,some of them are noticing that the sky is getting cloudier and cloudier, and darker and darker. And then,all of a sudden all the lights cut out. "That`s the first time bad play stopped light,"shouted somebody high up in the stand.

FLIES N`FOOTBAL

Why were the flies playing football on the saucer? Because they were playing for the cup!

SHANTO AND THE KIDNAPPERS

Shanto is a student of class seven. He has a tame monkey named Shimpoo and a parrot named Pakhom. One day he was walking through the jungle. There he saw two men sitting under a tree. That would not be a matter,if there were not the little girl with her hand bound and mouth tapped. Shanto guessed something was wrong. He went near them very carefully and hid himself into a bush behind the tree.Then he started to hear their conversation very carefully. He beckoned Shimpoo and Pakhom to take rest silently on the tree. Gufur,have you warned her parents as my direction?Yes,boss. I have told her father

t if they fail to give us1,00000/= we shall create problem on their loving child. What was reaction then?He burst out with anger and threatened me of police. He also called me a ard. I see!Didn`t you tell him about me and my ferocity?He should know Kala Ustad can snake and rat.Yes boss, I have told him about you. I told that you have the record of ng one hundred snakes and mice. Then?Hearing it,he laughed and told that he would k you like a football. What?I will kill him like a bug. Give me my pistol. But.....Boss.....it ot a real pistol,it is a toy. Shut up,donkey. Don`t tell the secret anyone,not even me. Now at can we do boss?Make her cry. Go and carry out my orders,now. Yes,boss. Gafur ught about the matter and then put off the tape from the girl`s mouth. How are you ling?Please Uncle,let me go home. Well, if you cry ,you can go.No,I`m not going to cry n not afraid. Please,baby just cry one time,Iam going to give you choclates. No never and ne. The Kala Ustad was a little far from the spot. When he heard the girl`s refused to cry, became angry. He stopped itching his long moustache and

ked to the spot. Naughty girl, cry or I will beat you. You have to cry. We need the ransom. ou don`t cry,then how will I make your father afraid?Then he pulled the ear of the little . Shanto thought that it`s time for action. The monkey started it`s work by throwing sour d ripe mangoes towards the kidnappers. At first they became feared and afraid. So,they back and took shelter a little far from the mango tree. Then,they began to search the ole mango tree. Boss,let us go . It may be a ghost?No ghost Stupid,it`s a simple monkey. ok at the tree. But before looking at the tree,another mango was thrown to them and it hit fur. It was thrown by Shanto from behind the bush. So,Gafur became more afraid and ran ay. In the meantime,a game of throwing mango between Kala Ustad and Shimpoo rted. From the tree,the monkey continued to throw mangoes toward the boss. On the er hand,collecting the dropped mangoes Kala Ustad was trying to heat the monkey. ddenly Pekhom joined to the attack..The flying parrot attacked the parrot with it`s sharp ws and beak. The startled boss deseperately tried to save himself from the attacking d. But he failed to sustain the balance and fell to the ground. Then realizing the difficult uation he jumped off and ran away. I will see you next time. Iam Kala Ustad. Very ngerous man. Don`t forget I have the record of killing one hundred snakes and mice. So u monkey and bird is not matter for me.Ha,ha,ha.....we will see you too ,devilish an.Oh God!It`s ghost ,help me.....After the dissappearence of the two dnappers,Shanto cut the rope of the girl and rescued her. Then they took the girl to her rents.

FRUITS INTRODUCTION

Rifatul Islam Siddique,
Class : Five, Roll : 28

rawberry : The name strawberry was derived from berries that are 'strewn' about on the ants, and "strawberry's" eventually become 'strawberry' The berries are non-fat and low in bries, rich in vitamin C, potassium, folic, acid, fiber and Vitamin B. Over history the rawberries have been used in medicine.

ugar apple : In some regions of the world, the sugar- apple is also known as custard-apple different plant in same genus, Annona squamosa is a species of annona native to tropical merica and India. It's exact native range is unknown due to extensive cultivation.

Pineapple : The natives of southern Brazil and Paraguay spread the pineapple throughout south America, and it eventual by reached the Caribbean Columbus discovered it in the Indies and bought it back with him to Europe. The Spanish introduced it into the Philippines, Hawaii, Zimbabwe and Guam. The fruit was cultivated successfully in European hothouses, and pineapple pits beginning in 1720.

Orange : There are two main types of orange : Sweet and bitter.The bitter orange originated in china, where it was well documented in writing by 300 BC. The sweet orange is also believed to have originated in south and East Asia.

The word 'orange' came from the Sanskrit word harangah which means fragrant. The orange first venture across the Atlantic ocean in 1493 with Christopher Columbus carried seed of orange or possibly young trees from spain.

PRIZE DAY AT MY SCHOOL

Rifatul Islam Siddique
Class : Five, Roll : 28

The prize day ceremony is an occasion of great joy not only to the teachers and student but also to the guardians and general public. Almost every school holds a prize day to distribute prizes among the students. The last prize day of our school was held on 2nd March on 2010 in the school compound. The function just stanted at 10am. The invited guest began to come in. The rector was in the chair with the chief guest. Our teacher was sitting in the side of the stage. And Mithun sir called the name of the winners and we took prize from our chief guest. The prize was distributed among the students. The memory of the day is still fresh in my mind.

UNLUCKY LOTTERY

Zunaid Chowdhury
Class : Seven, Roll : 34

Winning goods, things commodities by the grace of luck makes all feel happy. But here it says how horrible you get totally Lucky

It was summer vacation; I had nothing to do, just to sit at home and re-lax. So I made up my mind to run errands with my buddies. It was ok until Akram called me at home. There I met another mate of mine, Rashik. He was the biggest idiot of the world. But after so long, we seem to get along with each other, I mean we liked each other. I Rashik and Akram had lunch, and we were passing a pleasant time talking, playing cards, until we saw a fellow selling ticket. I thought they were film tickets, and I as was fond of flicks I advised my buddies to fetch up three tickets. We went there, then heard they were lotteries, actually I was disappointed but it was enough for consolation. We asked what was they meant for, and then the seller said "lucky ones get to experience what abroad is like. I was then quite exited that's because my foreign experience wasn't so rich only three countries. I was getting homesick, I haven't been to home for six to seven hours and my mom was quite crazy at me

was sure about that. After couple of days it was announced and we were the winners. I quite excited I thought I was going to visit Hollywood and I was quite excited to meet my actors and actresses. But it was announced that we three were visiting desert Sahara. It was the worst decision I ever took. As were teenagers, we were not allowed to be independent, so a man named Sadman was given duty to supervise us. We were quite excited to visit Sahara. When we were getting ready to take-off then we were getting nervous. Cause it was the first time we were alone, detached from parents, in such a big journey.

When we took-off we were excited, and Rashik took-off his pants and started dancing. I and Akram both became very embarrassed to see our friend dance like an idiot. We were signaling him to sit but he wasn't listening to us. Another problem was Akram, he stinted, cause he never had a bath. He believed that water is dangerous; he even tried to avoid washing hand, but drinking water was quite ok for him. And when we reached Sahara, these idiots were planning to eat all the food I carried. It was about boiling temperature in Sahara. All of a sudden Rashik started dancing again. Then Akram and Rashik together snatched the foods and started eating. Within an hour they ate all the food of ten days. Then they left me and Sadman starving. We were completely shocked to see them having cactus plants. And with eight days they ate all cactuses of the great Sahara. Actually they almost ate all surroundings they found; they haven't even compromised my tent. Only one cactus plant remained alive; and one piece of stone. They shared the cactus but then started world war three, it was for the last stone. Sadman and I escaped alive. But dear readers, there remains a question for you; that is how to stop this idiots if you have any idea just phone to this following number and share; 01822759817

A GOOD LESSON

Zohair Tahmid Rahman,

Class : Seven, Roll : 32

I have only once played in a football tournament where I got a very good lesson. There were matches and then the final . There were 4 teams. We were the black team. First we played with the red team. They were very hard. We played with them very nicely and won . Then in the 2nd match we played with the blue team. They were very hard but we won. Then the next match was against the yellow team. They were weak so we did not give much importance. So we played very badly. We gave one goal and they gave one. Then I was injured in the middle of the battle. I was admitted to the hospital. I woke up when the match was over. I heard that we lost. I was thinking how we could lose. I found out that when we thought that the red and blue team were very hard we played nicely and won. We thought the yellow team were losers and since we underestimated them we lost. I discussed the matter with my team members and they agreed. Then , we prepared for the next match. The day came of the final match. I gave the first goal. The yellow team tried to give a goal but it was an offside. The first half was over. In the second half they gave a goal and in the last 5 minutes we gave the 2nd goal. The time was over and we won the match. I got a very good lesson from this and I followed it the rest of my life and I was successful.

ATOMIC BOMBING OF HIROSHIMA AND NAGASAKI

Atif Aninda Rahman
Class : VII , Roll : 08

During the final stage of world war II in 1945,the United States conducted two atomic bombing against the cities of Hiroshima and Nagasaki in Japan.

For six months, the United States had made use of intense strategic fire-bombing of 67 Japanese cities. Together with the United Kingdom, and The Republic of China The United States called for a surrender of Japan in the Potsdam Declaration. The Japanese government ignored this ultimatum. By executive order of President Harry S. Truman, The U.S. The Nuclear weapon "Little Boy" on the city of Hiroshima on Monday, August 6,1945, followed by the detonation of "Fat man" over Nagasaki on August 9. These two events are the only active developments of nuclear weapons in war. The target of Hiroshima was a city of considerable military importance, containing Japan's Second Army Headquarters, as well as being a communication centre and storage depot.

Within the first two or four months of the bombings, the acute effects killed 90,000- 166,000 people in Hiroshima and 60,000-80,000 in Nagasaki, With roughly half of the deaths in each city occurring on the first day. The Hiroshima prefectural health department estimates that, of the people who died on the day of the explosion, 60% died from flash or flame burns,30% from failing debris and 10% from other causes. During the following months, large numbers died from the effect of burns, radiation sickness, and other injuries, compounded by illness. In a US estimate of the total immediate and short term cause of death, 15-20% died from radiation sickness, 20-30% from flash burns, and 50-60% from other injuries, compounded by illness. In both cities, most of the dead were civilian Six days after the detonation over Nagasaki, on August 15, Japan announced its surrender to the allied powers, signing the instrument of surrender on September 2, officially ending the Pacific war and therefore World War II.

BIGGEST OF ALL

Anor Ghosh
Class : V, Roll : 7

Once there was a boy. His name was Jony. He always wanted the biggest share of everything.

At meal times Jony wanted the biggest share of pudding, the biggest chop, the biggest egg. He wanted the biggest poori, the biggest apple, the biggest mango. He wanted the biggest book, the biggest toy, the biggest kite.....Oh yes, Jony wanted the biggest, always.

His mother told him, "Jony, you mustn't be greedy. You have two sisters. They don't ask for the biggest. Why do you?"

But Jony would not listen.

Once he went to a birthday party. He took the biggest piece of cake. Then he asked for the

biggest ballon. When another boy took it away. Jony began to cry.

Another day Jony went to market with his father to buy shoes. Jony wanted the biggest shoes. When the shopkeeper gave him the small one, he began to cry.

One day Jony's mother went shopping. She brought a bag full of things. She put the bag on a table. One by one she took out the things and put them away. Just then the phone rang. Mother went away. Jony looked into the bag. Potatoes, Carrots, Salt, Boot polish, Matches and Powder.....Ah! What was that in a brown paper bag? It looked like a toffee. The biggest toffee Jony has never seen! "Quick" thought Jony, "before others see it!"

He took a big bite. Next minute he threw it out and run crying to his mother."The toffee's awful," he howled. "The toffee's awful!"

Mother laughed. "It isn't toffee, silly. It's soap."

Mother washed Jony's mouth and gave him some milk to drink. For a long time Jony had an awful taste in his mouth.

But from that day he stopped asking for the biggest.

A CLEVER JUDGE

Zinedin Zeedan Chowdhury
Class : vii, Roll : 27

One day a rich man lost his purse. He thought that the purse had been stolen by someone of his servants, but he could not detect the actual thief. Then he met a judge. The judge called all the servants but all of them denied the charge. Then the judge made a plan to discover the thief. He gave all of them some sticks of equal length and asked them to submit them on the following day. He also told that the stick of the thief will increase an inch by the magic touch of his judgement stick at that time. All the servants went home and kept the stick as it was. But the servant who stole the purse reduced the length of his stick by an inch. Next day, when all the servants submitted their sticks to the judge, one stick was found shorter by an inch and the thief was easily detected and sent to jail thereby.

THE FIRST AIRMAN

Mostafiz Hossain
Class : Five, Roll : 23

Once Upon a Time ,a wicked king of a large island had in his service a very clever workman who was helped by his son , Icarus . Now this workman ,being unhappy, wish to leave The island, but the king would not allow him to do so. " We can escape only by flying", said he to his son. So they collected many feathers the great island birds. And fixing these on a light frame of wood springs the work man made two pairs of wings . You may be sure Icarus was overjoyed at the idea of being able to sail through the air like a bird . The work man then fastened wings to the boys shoulders with wax and Icarus after trying them was ready for

the flight. Do not fly too near the sun lets the wax be melted warned the father and up rose Icarus like a lark. Highly delighted the boy winged the way through blue freedom of the air wheeling and soaring ever higher and higher golden sunshine. But alas! He forgot his father's warning words and fiew too near the sun. The blazing hit softened and melted the wax and off dropped the wings . Down, down, down fell poor Icarus into the sea! And his wings lay floating on the waves . His father being wiser , was able to escape.

THE MAN HUNTING SHARK

Tanveer Islam & Shafi Uddin Ali Ahemad
Roll : 30 &16, English Version

The tiger shark is the most common shark. In Bengali this shark is called "BAGHA HUNGOR". These sharks are wild as tigers and have black on its

Back when they are young. But when they get elder the mark slowly vanishes itself. They are about 24 feet. It can be seen in different counties which are very warm. As they are called the Tiger shark their skin is very light. They can take the food double of their size. In 1951 dangerous story happened in Argentina of America. When some fishermen were catching fish they caught a tiger shark. When the fisher men cut the stomach of the fish, they got a man inside it. Whose body is spoiled .They giave the dead body to a doctor, the doctor was

surprised, he noticed that notice the man had no injures in his bones. So, from above we can know that the tiger shark only sallows his food, whether as it is big or small.

WHITE TIP SHARK:

This shark is named after his white wings. They live in the low deep ocean but it can be seen more in Mexico, Korea, Pacific, Indian

and in the Bay of Bengal. When this

shark swims and goes forward
a fish named "PILOT" shows them
the way to go forward and a fish named "REMORA" always stucks its body with this shark safely.

GRAPHIC SHARK:

The Graphic Shark is named after his grayish body They live in the ocean of the Indian and Pacific. If he

sees any one swimming in a side of the ocean, this shark silently vanished the man. In Mexico

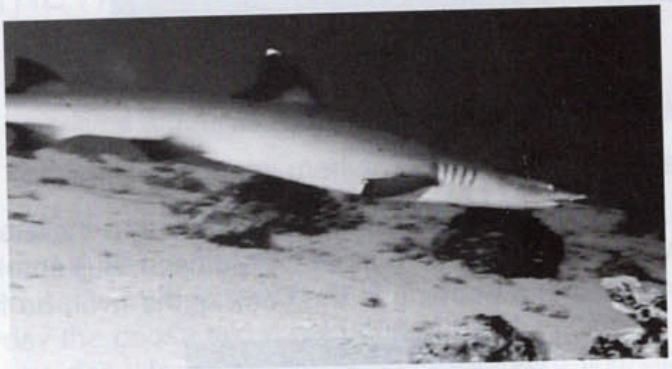

it can be found. There an interesting scene can be seen in the mountain of the deep ocean These sharks lay silently, and when any fish goes over it, it just goes in the stomach of the graphic shark.

TREASURE SHARK:

The body of the treasure shark is quite strange. His tail is greater than his body. His tail helps to catch fishes. When he sees the shoal of the fishes he runs fast and gives the water

pressure to the fishes. When the fishes are gathering to move in other direction, these sharks eat them all. It can eat 150 to 170 fishes at a time. He eats the fishes from the fisher man's net.

HAMMER HEAD SHARK:

These sharks have two head like hammer. Their nose and the eyes are in the two end of their head. They are the first animal who can move their eye in the 140 degree. Their nose is sharp. If they get any smell of blood in the water, they runs there. They mostly live in the Atlantic Ocean.

BULL SHARK:

Bull shark may be found in every where in the earth. In

different places it is called in

different other names. From Indian Ocean this shark comes to the Gonga River thire it is called Gonga shark. A bull shark can store air in his stomach. Bull shark is more harmful. If he sees any one taking bath or swimming in the bank of the river, he takes the man deep into the river.

SAND SHARK:

In Atlantic it can be seen more.

But it can be also seen in the west of Africa. It can also take air in its belly. He is too wild.

When he sees any animal he takes it into the deep water and makes little pieces.

NURSE SHARK:

Its face is not like other shark, it is little bit round. Their teeth are also very little. Its teeth are able to smash any thing .that's way when it kills any animal. he does not open until he makes him dead . One day a dead body of a person was in the river. When the doctors examined the dead body, the dead body's bones was totally smashed. It was the job of nurse shark.

THE FARMER AND THE MAGIC GOOSE

SYEDRAJIB
Class : 5, Roll : 32

Once upon a time. There lived a poor farmer named Abul Mia. He lived in a village.

He grew vegetables and sold them in the market. But the money he got was not enough

One day he bought a goose. He thought, I will sell eggs and earn some money. He kept the goose inside his room. It was a magic goose. Next morning, Abul Mia saw a gold egg beside the goose. He was very happy and says, "Now I can buy enough food for all of us." From then on everyday the goose laid a gold egg. Abul Mia sold it in the market at a good price. Soon he became rich. He bought a big house. He had fine clothes to wear. He had good food to eat. But Abul Mia was not happy. He became very greedy. He wanted to live in a palace like a king. He wanted to be very rich. Then an idea came into his head. He said to himself, "If I kill the goose, I will get all the eggs at a time, I will sell all the eggs and become very rich." One morning he killed the magic goose. He cut the belly open. There were no eggs inside. Abul Mia went mad with grief. He hit his forehead with his hand and said, "What have I done!

The goose is dead and there will be no more eggs. "I will be poor again!."

THE SECRETS OF THE ZOMBIES

Hassin-Rahman (0nim)
Class : VII, Roll : 23

If you have ever given anyone a lift, then please make sure that his/her behavior must be normal. Because in the following two scenes of the story, you will understand what will be your condition when you give a lift to a horrible Zombies.

Scene 1

One day, some boys were going for a trip with their microbus. They were having much fun singing, eating, telling jokes to each other and in many other ways. On their journey, a girl was waving her hand for a lift. The boys stopped the car. At the request of the girl, the boys agreed to give her lift. But, she did not tell the boys where they have to reach the girl. The girl was quietly sitting on the front-left of the car looking outside. The boy who was sitting behind the girl saw that her leg was not like the humans. Rather, flat like the ducks. As the boy could not knock the boy who was driving because, if he did so, the girl might come to know about their conversation, she will reveal her true identity and kill all of them, he sent him a SMS by his mobile. When the boy who was driving, received the message and saw that her leg was really flat like a duck, he also replied in SMS that, sometimes later, he will slow down the car and kick her off. So, when the time had come, the driver-boy slowed down the car and the boy behind the girl tried to kick her off, but she even did not move a bit. After much trying for kicking her off, he was failed. And now, when the girl turned behind, all the boys were shocked by the violence of her face. She attacked in the boy who was sitting behind her and put off the hand of the boy from his wrist to shoulder. He screamed loudly with pain. Now, the driver-boy really became angry with the zombie and pulled with his full strength. At last, he was successful for throwing her (the zombie) from the car. He started the car with full speed. But, the zombie was very much powerful. She ran very fast and reached the car and held one corner of the window of the car. The boy who was driving chose a button for closing for the window. And when the window closed, the zombie screamed with pain and her fingers was hanging on the window only. But, the zombie was gone. They stopped the car in-front of a tea-stall. When they came out, the just looked here and there. The shop-keeper asked them what had happened. But the only looked here and there. The shop-keeper fed all the boys a glass of water. After a long time, they told the shop-keeper the whole story. But, they observed that, one hand of the shop-keeper was missing. When they asked him about it, he replied that, the occurrence which had happened with them, also happened with the shop-keeper.

Scene 2

One day, some boys were planning that; one of them will place a sweet in the mouth of good and fresh dead body in the grave yard. Everyone had the courage to go but, the duty was given to a very coward boy. At first it was impossible for managing him to go. But, when they told him about the reward, he became ready to go. When he entered the grave yard his whole body was shaking very much. However, he opened one grave, but it was skeleton. He opened another one but it was also a skeleton. After opening many graves skeletons, he at last found a good and fresh body. By struggling very much he opened

mouth of the body. When he was about to enter the sweet, the body suddenly rose up and held his hand. The boy died within a few seconds with fear as his heart stroked. Actually, it was one of the boys disguising as a dead man. The boys escaped at different places by the fear of police. A boy, who was one of them, was called as Dinesh. He was walking for finding a bus for going away. But unfortunately, no bus agreed to go. It was late at night. Not even a single person was outside their house. Dinesh was walking alone in that night. After walking 5 miles, he could not move an inch. But suddenly, he saw a bus coming towards him. He requested the driver, but he did not want to take him along with him. But, when Dinesh told him that he will pay, the driver changed his mind and took Dinesh along with him. On their way, in front of grave yard, two old men were carrying two dead bodies of babies. As they were very old, the driver did not argue with them. The old men were saying that, they will have to bury the dead bodies of their grand sons in another grave yard since there was no space required in that grave yard. The babies were wrapped with white clothes. It seemed very strange to them that why they had to bury the dead body of their grand sons at the time of 2:30pm. But, they had not the time to think about these things. The old men seated at the last seat of the bus. After some times, the sound of chewing was heard by Dinesh. When he turned around, his eyes remained still. He saw that, the old men were chewing the dead body of the babies. When he told the conductor of the bus about it and when he saw them, he was also shocked. Dinesh told him that, by any chance, if the driver comes to know about it, a severe accident might occur. So, the conductor changed the glass to extreme right. When the driver asked the conductor about this, he answered that, light was falling in the eyes of him. Now they remained silent and did not let the old men that, they know everything. But by this time, the conductor had already lost his senses with fear. When they reached to the next grave yard, the old men were ready to get down. But, they suspected on the conductor and when they called him, he did not give any answer. Dinesh said that, he must be sleeping deeply. When they get down and the bus went away, they revealed their true identity and said, ``this time you might have escape, but next time, we will get you and kill you badly.'' As Dinesh had much money with him, he always traveled in morning and always watched the attitude of the passengers and always stayed in different kinds of hotel he finds close. But, he never had night journey. And if he did, he always gets into the bus which is full of people. He always avoided the buses which had no passengers.

MIMI'S EYES

Labiba Rahim
Class : VI, Roll : 21, Sec : A

Mimi, Juanjuan's cat, was sleeping soundly in the warm sunshine Juanjuan ran up and woke Mimi. They played together with a ball.

"Let's rest," said Juanjuan and tood Mimi into her arms. To her surprise, she found that the pupils of Mimi's eyes were two narrow slits. She ran back to her room looked into the mirror. She saw that her own pupisl were round, quite different from Mimis.

That evening, Jaanjuan was reading a picture-book when Mimi suddenly said.``Miao," and dashed under bed. A minute later, the cat strolled out proudly, with a mouse dangling from her teeth.

Juanjuan knelt on the floor and peerced under the bed. She could see nothing but darkness. How could Mimi spot that mouse? Her, mom explained, "Cats eyes are not same as ours."

Juanjuans mother returned Mimi to the darkness under the bed Juanjuan looked at the cat and exclaimed, "Her pupils are as round as ball in the dark."

Mom told Juanjuan, "A cat's pupil expand or shrink as soon as the light changes, so it can see things clearly either in dark or brightness.

In this way, Juanjuan knew about cat's eyes.

THE NAUGHTY CAT

Naziat Binte Harun

Class : III, Roll : 8, Sec: C

Once there was a cat. She had three kittens. The small one was very naughty. In which the cat and her kittens lived there was a well, The cat told his kittens, not to go near the well. The two kittens listened to their mother, but the small one didn't listen. He thought mother told us not to go there but it is important to see what is there. The kitten gumped on the wall of the well. There he saw a kitten like him. He grimaced the kitten and the kitten also grimaced him. He became very angry. He thought that he will fight with the kitten of the well. As he jumped on the well he saw there was not any kitten. It was his own shadow. He found mistake. If he had listened to his mother, it won't happen. He shouted very loudly but any body didn't hear. After some days he died.

A DANGEROUS SAGE

Emran yusuf

Class : IV, Roll : 2, Sec: Leibniz

Once upon time there was a king. He had no sons to handle the whole kindom. One day a sage came and told the king, Ihave a medicine which can give birth twin prince, if queen eats it. But in one condition that you will give me one prince and you will take the another. The king had nothing to do so he said, `ok' he will take the medicine. The queen ate the medicine and within a few days they had twin prince. They grew up and were taught by their master. They learned about orchery, how to use guns, how to hunt. Many months passed but the sage didn't came. They thought that the sage had died. But the sage had n't died. He was peacefully counting the months. One day he came and said them according to his old promise. the king and queen's face was white. They sadly gave their elder son to the sage's hand. They arrived to the hut of the sage. In their path the prince saw a cagles baby. So he happily took it. Again he saw a dogs puppy, he also took it. Then they reached the hut. It is a hut made of straws. the sage told the prince not to go to the east side because there is a witch. But you can go to all places. You can drink water there is a small spring. Your first duty is to pick the flowers for my worship. So he did as the sage told him. But one day he was going to hunting, he saw a deer. He tried to kill it but the deer went to the east.

...what the sage told him. So he went to the east to kill the deer. The deer entered a big house. The prince followed the deer, But when he entered the house there was no deer only a witch sitting by. He tried to kill her but she asked, `Please play a card game with me.? The prince agreed to play. The witch won. He gave his bird to the witch. Again the witch won. The third time again the witch won. He had nothing to do. He gave himself to the witch. The witch locked them in a dungeon. When the news reached to his small brother, he ran to save his brother.

He also went to the house and played with the witch. The witch said that it you don't kill me, I will tell you some thing that is secret. The sage is not a sage at all. He is a killer. He has killed six persons. And you will be the seventh person. They went to the temple of the sage. There they found the culted heads tied in the temple, They planned to kill the sage. When the sage entered the temple he drew his sowrd and Killed the sage. Then they lived peacefully together.

ABOUT SUNDARBAN

Suraiya Hasan

Class : IV, Roll : 04, Sec: A

Sundarban is the largest `Mangrove' forest in the world which is situated in the south-west of Bangladesh. The land area of Sundarban is about six thousand sq k.m. It is situated in Satkira, Khulna and Bagerhat districts. It is named after the famous name of `sundari' tree Various types of precious trees are found in Sundarban. They are as follows - Sundari, Chundul, Garan, Gauya. amur and so an. The main attraction of Sundarban is `Royal Bengal tiger' There are also deer, monkeys, lions. wild pigs and many other wild animals are found in the forest. There are various kinds of the birds in forest. They are Parret, Martin, Shallow, Vulture, Mynah, Hiron, Pelican, Cuckoo In winter, migratted birds come to this forest. There are various types of reptile animals in Sundarban They are as follows- Python, Cobra ,Black snake, Crab, Lizard, Tortoise, Crocodele and so on Many rivers are crisscrossed the Sundaban. In the rivers there are many fishes. They are- Hilsha, Salma, Lobster and so on. The UNESCO declared Sundar ban as a "World Heritage" site. We are proud of Sundarban. Sundarban is enriched with natural beauty and resources.

ROSELLA

Khujista Ayeshata Binte Alamgir

Class : IV, Roll : 0, Sec : A

Once upon a time there was a kingdom. The king married a women of another kingdom. They were very sad because they had no child. One day the queen was crying near a river. A frog came in front of her and asked `Why are you crying?' But only if she gave him food everyday in this river and let him sleep at her bed, 'will you agree', the frog asked The queen replied 'Ok, I am agreed.'

After one year, the queen gave birth to a child. Both, the King and the Queen become very happy. the baby was as beautiful as rose they named her ' Rosella', They invited the people of the Kingdom and also four fairies. But there were three golden plates. The three fairies

and the people attended party except one fairy. The first fairy gave the princes a necklace as gift her a ring which was very powerful. While the third fairy was going to give her a gift, the fourth fairy came and told the King and Queen that when the princess would be 18 years of age ,she would suffer from cold and fever from years to years and she would die. At that moment, the third fairy told the fourth fairy 'I did not give the gift yet.' \The third fairy told that the baby would never die. She would be in deep sleep and would wake up when a prince would come to her and take her hand to his hand.

At her eighteenth birthday, she invited some of her friends and they were playing hide and seek she went to a dark room to hide. At that room she felt could and feverish. She could not open her eyes and fell into to deep sleep. A few days later, a prince arrived at the capital of that kingdom at the evening. He had come out for traveling one kingdom to another. He decided to stay in the capital at that night, The King and Queen heard that news and sent the prime minister to take him to the palace. While he came to the palace, King and Queen told him the story of their daughter's life. The Queen requested him to save the life of her daughter. The Prince went to that room where the princess fell into a deep sleep. He saw that a beautiful princess was sleeping on the bed. He came forward and took the hand of princess to his hand. The princess woken up all in a sudden and become happy to see her parents and handsome Prince in front of him. the King and Queen became happy to see her daughter alive and shown their gratefulness to the Prince and asked him 'What do you want' The Prince replied and Queen accepted the proposal and arrange the wedding of the Prince and Princess. The King and Queen accepted the proposal and arrange the wedding of the Prince and Princess. After a few days, the Prince came to his kingkom together with Princess and led a happy life.

TWO BROTHERS AND A LION

Saynia Sultana

Class : III, Roll : 7, Sec : C

Once upon a time there was a poor old woman. She had two sons called Salim and Irfan. Salim is elder than Irfan. One day the old woman said to her sons "Go to the field, cut the crops and sell them in the bazar. "Otherwise you won't get any food today. " The two brothers went to the field and cut the crops they sold them in the bazar and got money. When they were returning to their house some robbers attracked then and took away all the money. They went to the forest and thought they must cut some wood and sold them in the bazaar. Then they will got

some money Suddenly a lion came. The lion was very hungry. He wanted to eat them. Then two brothers requsted them not to cut them. If the lion helped them the lion may eat a lot. The lion agreed with the two brothers. They went to the robbers cave, The lion roared loudly The robbers became afraid and ran away with out the robbery things the two brothers took their money from them. They went to the bazaar and brought some food for the lion and thanked him.

THE FOX WITHOUT TAIL

Nazhat Tabassum
Class : VI, Roll : 22, Sec : A

ox was once caught in a trap, After much struggle he managed to get out, but with the s of his tail. Very much a shamed, he kept away from other foxes for sometime lest they ould at him, This made his life unbearable, and he resolved to meet the situation boldly. e day he ent to an assembly of foxes and said proudly, "Friends, I have brought you a od mesage. You see I have cut my tail , what a nuisance it was and what a great comfort absence is! So I advise you all to get rid of your tails and be light and free like me"

few foxes seemed almost convinced, but an old fox remarked, "You seem to have grown ser than the god. He gave us tails and we found them all right so long. We, however, can e through your game. You have lost your caste with the loss of your tail, and, want vs to are your misfortune, Away with your mischievious adivice,"

A WISH TO VISIT U.S.A

Afifa Islam
Class : IV, Roll : 28, Sec : A

nce upon a time, there was a boy called John. He was very rich. He would get what he anted in an instant. But one day, suddenly, he exlaimed He wanted to go to U.S.A His ther said, " Why? Why do you want to go to U.S.A so suddenly?" John said, "Becuse I ant to go." His father said, " No. You cannot waste money just because you want to". john as very angry. So he decided to steal some money and run away to U.S.A. He stayed in a otel and visited beautiful places. But he felt very lonely . He Missed his pasents and ends. So, one day he called his father, His father said, 'Son,we thought that we lost you rever, son return home you mother is very sick and I've admitted her in the hospital, She ill die if you don't return. John immediately took a flight and returned home. His mother covered. They lived happily then.

A STORY OF SPIRITS

Nahiar Tashim
Class : III, Roll : 4, Sec : A

nce upon a time there were two friends, one of the friends is a spirit and the another iend is a man. But the man didn't know that his friend is a spirit. In hostel, they two lived gether in a room. One day the exam will be held; at that time the door is opened. The an's reading table is far from the door and the spirit's reading table is near the door. So, e man said to the spirit 'Please close the door.' The spirit did not stand of his seal. He losed the door by sitting in his seat with a long hand than his actual hand. Seeing this, the an got very much trered. Then the spirit understood that the man had knowr that he is a pirit. Just then, without uttering a single word, he got out of the room. And the man never

met the spisit.

After few years, The man went to his home. Every night he saw, on a palm tree there were some spirit. They all were good. On the other tree there weresome spirits. They all were good. On the other tree there were also many spirits. They are mixed good and bat. They hurt the people.Then the people of that home called some Hujurs and who knows to talk with sperits. They said, go away from here. The spirits said, 'No,we don't want to go . It's our house. Then the people ofthat house said, 'Ok, but don't harm us'. The man said, 'Yes. Shall we call him?' The man said no need. After this, the people of that home did not scare of spir its.

OSHIM'S CLEVERNESS

Tasfia Wahid Khan
Class : IV, Roll : 21

In a village there lived a clever boy named Oshim. One day he went to a shop and saw the vender selling red berries. He could not control his greed. He wanted half a kilo from the vendor. The vendor gave him the berries less in weight. As Oshim was watchful, the vendor could understand He immediately pointed out, "Why are you giving me less berries?"

The vendor cunninghy said, "Because the less will be easier for you to carry." Oshim quickly put some money in the vendors hand and walked off.The vendor counted the money. He found it short. He called Oshim back and said, "You have given me less money.

Oshim sharply replied, "Isn't it easy to count, sir?.

INTERESTING FACTS: DID YOU KNOW!

Tasneen Haq Azad
Class : IV, Roll : 26, Sec : A

1. If you are right handed, You will tend to chew your food your right side. If you are left handed, you will tend to chew your food on your left side.
2. If you stop getting thirsty, You need to drink more water. For when a human body is dehydrated, its thirst mechanism shuts off.
3. Chewing gum while peeling onions will keep you from crying.
4. Your tongue is germ free only if it is pink. If it is white there is a thin film of bacteria on it.
5. The Titanic was the first ship to see the SOS signal.
6. The pupil of the eye expands as much as 45 percent when a person looks at something pleasing
7. Laughing lowers levels of stress hormones and strengthens the immune sustem. Six-year-olders laugh an average of 300 times a day. Adults only laugh 15 to 100 times a day.
8. The roar that we hear when we place a seashell next to our ear is not the ocean, but rather the sound of blood surging through the veins in the ear.
9. Dalmatians are born without spots.
10. Bats always turn left when exiting a cave.

11. Men's shirts have the buttons on the right, but women's shirts have the buttons on the left.
12. The owl is the only bird to drop its upper eyelid to wink. All other birds raise their lower eyelids.
13. The reason honey is so easy to digest is that it's already been digested by a bee.
14. Roosters cannot crow if they cannot extend their necks.
15. The colour blue has a calming effect. It causes the brain to release calming hormones.
16. Every time you sneeze some of your brain cells die.
17. Your left lung is smaller than your right lung to make room for your heart.
18. when hippos are upset, their sweat turns red.
19. Googly is actually the common name for a number with a million zeros.
20. It costs 7 million dollars to build the Titanic & 200 million to make a film about it.
21. The attachment of the human skin to muscles is what causes dimples.
22. There are 1,792 steps to the top of the Eiffel Tower.
23. The sound you hear when you crack your knuckles is actually the sound of nitrogen gas bubbles bursting
24. Human hair and fingernails continue to grow after death.
25. It takes about 20 seconds for a red blood cell to circle the whole body.
26. The only part of the body that hasno blood supply is the cornea in the eye. It takes in oxygen directly from the air.
27. The only 2 animals that can see behind itself without turning its head are the rabbit and the parrot.
28. Intelligent people have more zine and copper in their hair.
29. The average person laughs 13 times a day.
30. Do you know the names of the three wise monkeys? They are: Mizaru (See no evil),
31. Women blink nearly twice as much as men.
32. Large kangaroos cover more than 30 feet with each jump.
33. If a statue in the park of a person on a horse has both front legs in the air, the person died in battle; if the horse has one front leg in the air, the person died as a result of wounds received in battle; if the horse has all four legs on the ground, the person died of natural cause.
34. The human heart creates enough pressure while pumping to squirt blood 30 feet!!

SCARE OF THE DARKNESS

Share Alam
Class : IV, Roll : 27, Sec : A

Once I was in my school after the class hours. As the cultural function was nearby, I was doing my reharsal with my friends for a horror drama till the evening. As it was late our sir told us to return home as soon as possible. I was very dirty so I went to washroom to wash my hands and face. Seeing me going towards the washroom sir told me to hurry up and come fast. Coming back from the washroom, I saw none in the hall room where we were preparing our horror drama. There was pin drop silent. I heard nothing except the sound of fan. I thought my friends along with my sir home. Then I thought of returning home alone. When I was going to switch of the fan and light, the electricity went out. As soon as it

happened, a big darkness seemed to seize me. I got frightened and I wanted to ... the place. But suddenly I heard a sound like tip-top! tip-top!! just like water drop falls. Then I really got scared. I saw a dim light appeared in front of me. The light got bright by the passes of time. In that light I saw a shadow of the vampire. I shouted and ran towards the door of the hall room. The door was locked. I shouted and ran towards the door of the ... room. The door was locked. Then I heard an evil laugh. I started weeping and then ... loudly. Suddenly the electricity returned and I saw my friends laughing at me. The shadow which I saw was my sir. He also laughed. Then I realized that my friends and sir played ... on me. I said that "I was really scared". Then I joined with my friends and teacher and laughed at the occurrence.

THE WORD "MOTHER" IN MANY LANGUAGES

Sadia Rahman
Class : xi, Roll : 53, Sec :

Africans	- Moefer	Macedorian	- Majka
Arabic	- Ahm	Marathi	- Aaui
Bangla	- Ma Amma	Norwegian	- Madre
Chechen	- Nana	Persian	- Madr, Maman
Croatain	- Mati, Majka	Polis	- Matka, Mama
English	- Mother, Majka	Porlugues	- Matka, Mama
English	- Mother, Mom	Panjabi	- Mai, Mataj
French	- Maman	Ramanian	- Mama, Maica
German	- Mutter	Rusian	- Mat
Hindi	- Ma, Maji	Slvak	- Mama, Matka
Hungarian	- Anyaitu	Spaniush	- Madre, Mami
Indonesian	- Induk, Hou, Biaug	Swedish	- Mamma, Mor
Ilalian	- Madre, Mamma	Turkish	- Anne, Ana
Japanese	- Okaasan, Haha	Ukranian	- Mati
Latin	- Mater		

20 Things We Would Never Know Without Movies

Kazi Mormo
Class : 10, Roll : 13, Sec : Business

During all Police investigations it will be necessary to visit a strip club at least once.

All telephone numbers in America begin with the digits 555.

any lock can be picked by a credit card or a Paper clip in second - unless it's the dour to a bumping building with a child trapped inside.

It's easy for anyone to land a plane provided there is someone in the Control tower to talk you down.

If you need to reload your gun, you will always have more ammunition even if you haven't been carrging any before now.

The Eiffle ? Tower can be seen from any window in Paris.

A man will show no pain while taking the most ferocious beating but will wince when a woman tries to clean his wounds.

When praying for a taxi, don't look at your wallet as you take out a bill - just grab one at ramdom and hand it over. It will always be the exact fare, same with resturants.

Cars that crash will almost always burst into flames.

- The chief of police will always suspends his star detecfive or gives him 24 hours to finish the job.
- If a large pare of glass is visible, someone will be thrown through it before long.
- Any person walking from a nightmare will sit bolt upright and pant.
- It is not necessary to say hello or good bye when begining or ending phone conversation.
- A detective can only solve a case once he has been suspended from duty.
- It is always Possible to park directly outside the building you are visiting.
- If you decide to start dancing in the streef, everyone you bump into will know all the steps.
- When a person is knocked unconscious by a blow to the head, he will never suffir a Concussion or brain damage.
- No- one involved in a car chase, hijacking or alicn invasion will ever go into shock.
- You con always find a chainshop when you need one.
- Most does are immortal.

If I Was

Ahnaf Tahmid
Class : V, Roll : 35

If I was a cat I'd like to eat rat
And eat milk and be warm and fat,
If I was a fly I'd be very shy
And fly very very high in the sky.

I'd collect honey if I was a bee
And search for flower's honey lonely,
I would create terror in the empire
If I was a vampire.

MY LITTLE ONE

Ashfaque Hossain Ayon
Class : Five, Roll : 33

My little one whose tongue is dumb,
whose fingers cannot hold to things,
who is so mercilessly young,
he leaps upon the instant things,

I hold him not. Indeed, who could?
He runs into the burning wood.
Follow, follow if you can!
He will come out grown to a man

and not remember whom he kissed,
who caught him by the slender wrist
and bound him by a tender yoke
which, understanding not, he broke.

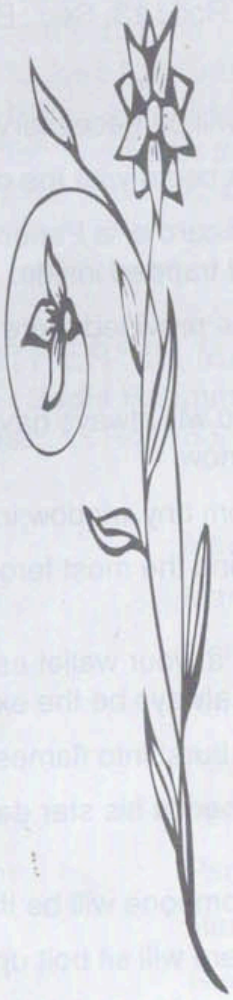

Love

Zunaid Chowdhory
Class : Seven, Roll : 34

You are in the air,
Feel you in the breeze
You are in the tree
You show the leaves.
You are in the flower,
You spread the scent

You are gracious, like the sky
You are refreshing like the water
Your beauty is like the moon.

I want to touch you
I want to hug you
You're my love, my nation
Bangladesh

Little boy(Hiroshima)

Atif Aninda Rahman
Class :VII, Roll : 08

Name of bomb-Little boy
Atom-Uranium 235
Weight-4 Thousand Kg
Leangth-9.85 feet
Radius-28 inch
Main victim-Shima Surgical clinic
Measurement- Equal to 13 kilo ton TNT
Name of plan-D 29 super fort
Name of pilot-Colonel coll Tebests
Crashing time-57 seconds
Date-6 August 1945

Silver Heart

Quazi Abdul muqit
Class : vii, Roll : 33

A silver heart
A silver kiss
The glow of the moon
The bright of the night

Her heart made of silver
Her mind made of gold
The affect she has on the ones she loves
The ones she promises to care for and protect forever

A silver heart
A silver kiss
The glow of the moon
The bright of the night

He stands by her side
Saying he loves her
Never to break her heart
Forever and whenever

A silver heart
A silver kiss
The glow of the moon
The bright of the night
They stand in the moon light
Bathed in its glow
Sharing the perfect moment
The bright of the night

And in the brightest of the night
He breaks her silver heart
The promise of forever gone
But the protection remaining

A silver heart
A silver kiss
The glow of the moon
The bright of the night

Allah The Almighty

Adib Mahmud
Class : vii, Roll : 03

Allah is the Almighty
There is none equal to him,
Allah is the powerful
There is none to compete him.
Allah is the king of all Kings
None can be compared to Him,
Allah is the most Merciful,
There is none in the world so helpful
Allah is the creator of the universe
There is none equivalent to Him.

The Truth of Life

Ishfiaque Ahmed
Class : seven, Roll : 10

Children are born in a family. A child was born in a poor family

and everyone in the family was happy. The child brought

Happiness to them. But the child was affected by a dangerous

Disease and they could not treat the child because of their

Poorness. After some days the child died . Everyone was sad.

But after some or many years the sadness would go away.

This is the truth of life.

Every man has to die.

Nobody is immortal.

Everyone has to accept this fact.

Some Day

Tariha Jasnim Raja
Class : vi, Roll : 57

It is only a twig
With a green luad at the end;
But if you plant it,
whol set it where the pun will le alous it,
It will grow into a tall mush
with many flowers,
whol leares which thrust hither and thither
sparkling
Irrom its roots will come feshmess
whol lemeath it the grass belades
Will lend and recamer the mselues
shol clash on upon another
In the bluing wind
But if you take my tuig
whol thrawithnto a soset,
It will shriuel and waste
whol some day,
Shom you apen the door,
You will think it on old tuisteal nack
Whol sego it into the dust him
With other sulilish

Road Lights

Maisha Shameha
Class : iv, Roll : 43

Red light, red light
What do you mean?
I say stop and stop right away,
Yellow light, yellow light
What do you mean? green.
I say wait till the thelight is
Green light, green light
What do you say?
I say go and go righ away,

My Mother

Maisha Shameha Nuzhat Anan
Class : iii, Roll : 38

There is a very sweet face
full of grace,
A very sweet person she is
She is always present in my dreams
She is very beautiful
And her face is like heaven
My heaven under her feet
She is the person.
And she is the person,
Who cares me most,
And will care me for ever.
I have not yet grown up, I am still a child,
But touch in her hand in the straggle of my life
I have known what is the world
And who I am
She is my best teacher,
And she also encourages me in my studies
But there are lot of things left
She loves me and my family.
And she is my dear mother

Allah is Almighty

Sayad Mehedi
Class : iv, Roll : 29

Allah is Al mighty
Allah is one
And there is one
Allah is Lord,
Of all thing and being
We will pray to Allah
For a good character
Allah is sad
When people becomes bad

How life is

Saiyara Jahin

Class : vii, Roll : 29

Life is not a simple solution
It is like environmental pollution
Hard work is not enough for achieving anything,
Everyone is cheating for getting everything
Nothing is as like before.
Everything has changed therefore,
Success has become everyone's destiny,
Everyone is showing testimony.
Everyone like having pizza with for,
No one is thinking about that brown bun.
The inventions of new, new machines,
Has made the future of the nature crshing
No one remembers the histories and past
We will miss and cry for it when it will be lost.

The Sky, Sun, Earth and me

Shafiqua Nawar

Class : iv, Roll : 14

The Sun shines like gold,
I wish I could hold.
The sun gives us light,
And goods of our life.
The sky is full of stars,
And full of bars.
The Earth is round and crowd,
And I am very much proud.
The Earth is very noisy,
But beautiful too.
But the earth is beautiful,
and colourful too.
Allah is great,
Allah is great

Flowers

Sruti Rahman

English Version Girls' Wing

Class : 5, Roll : 07, Sec : A,

Flower is a nice thing
I love flowers,
It smells so nice,
It's good for us.

White, pink, red, blue
Variety of flowers,
It makes us in mind,
Which is clear.

Flowers can be dark or light
It gives us pleasure,
We should keep it on life,
To make the world brighter.

My brother

Faiza Ramim
Class : iv, Roll : 14

I have a brother
His name is Fred,
He is a very good boy
He has many friend.
He plays with me
But sometimes he is.....
Then he tells sorry
He is a cool dude.
He is a nice boy
He always eatsrice,
He likes to eat Fish
He doesn't like much spice,
He is an intelligent boy
His roll is four
He is also naughty
And sometimes he makes roar...
I love him very much
So does,
Always he speaks about
What he sees.

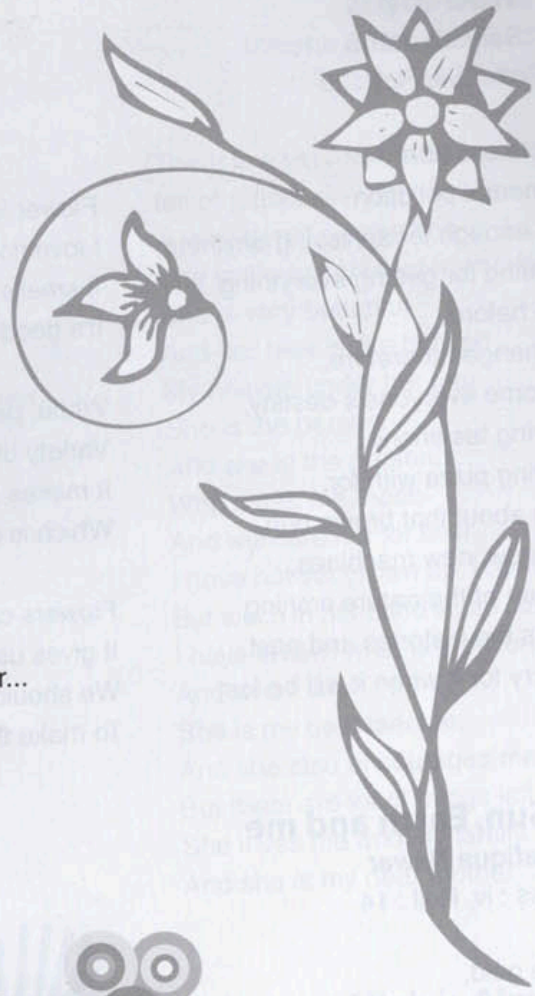

প্রতিভান

২০০৯-২০১০ সংখ্যা

উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বালিকা শাখা
প্রিপারেটরী বালিকা শাখা
উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বালক শাখা
প্রিপারেটরী বালিকা শাখা
ইংরেজি মাধ্যম বালিকা শাখা
ইংরেজি মাধ্যম বালক শাখা
প্রি-স্কুল শাখা

উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা শাখার-শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের নামের তালিকা

ক্র.	নাম	শিক্ষাগতযোগ্যতা	পদবী
১.	মো. বেলায়েত হুসেন	বি.এস-সি (অনার্স), এম.এস-সি (গণিত)	অধ্যক্ষ ও সদস্য-সচিব
২.	মুর্শেদা শাহীন ইসলাম	বি.এ (অনার্স), এম.এ (বাংলা) এম.ফিল গবেষক	সহকারী অধ্যাপক
৩.	দিলরুবা বেগম	বি.এস.এস (অনার্স), এম.এস.এস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	সহকারী অধ্যাপক
৪.	ডক্টর মো. আহসান হাবীব	বি.এস-সি (অনার্স), এম.এস-সি (প্রাণিবিদ্যা), পি-এইচ.ডি	সহকারী অধ্যাপক
৫.	ডক্টর মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম	বি.এস-সি (অনার্স), এম.এস-সি (ফলিত রসায়ন), এম.ফিল, পি-এইচ.ডি	সহকারী অধ্যাপক
৬.	মো. শফিকুল ইসলাম	বি.কম (অনার্স), এম.কম (হিসাব বিজ্ঞান)	সহকারী অধ্যাপক
৭.	ডক্টর মো. মুস্তাফিজুর রহমান	বি.এ (অনার্স), এম.এ (নাটক), পি-এইচ.ডি (বাংলা)	সহকারী অধ্যাপক
৮.	ডক্টর সুব্রত কুমার বাইন	বি.এস-সি (অনার্স), এম.এস-সি, পি-এইচ.ডি	সহকারী অধ্যাপক
৯.	নীলুফার বেগম	বি.এস-সি (অনার্স), এম.এস-সি (মনোবিজ্ঞান)	প্রভাষক
১০.	জাকিয়াতুল হাসিনা	এম.এস-সি (গা. অর্থনীতি), এম.এড	প্রভাষক
১১.	ইয়াসমিন আহমেদ	এম.কম (ব্যবস্থাপনা) ডিপ্লোমা-ইন সে. সাইন্স	প্রভাষক
১২.	দীনেশ চন্দ্র সাহা	বি.এস-সি (অনার্স), এম.এস-সি (রসায়ন)	প্রভাষক
১৩.	মো. মোয়াজ্জেম হোসেন	বি.কম (অনার্স), এম.কম (ব্যবস্থাপনা)	প্রভাষক
১৪.	খালেদ মোশাররফ	বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইংরেজি)	প্রভাষক
১৫.	প্রকাশ কুমার দাশ	বি.এস-সি (অনার্স), এম.এস.সি (পদার্থবিদ্যা), ডিপ্লোমা-ইন কম্পিউটার সাইন্স	প্রভাষক
১৬.	নাজমা পারভীন	বি.এস.এস (অনার্স), এম.এস.এস (সমাজকল্যাণ)	প্রভাষক
১৭.	মোহাম্মদ নাজমুল হক	বি.এস-সি (অনার্স), এম.এস-সি (বিশুদ্ধ গণিত)	প্রভাষক
১৮.	শারমিন শাহনাজ	বি.এস-সি (অনার্স), এম.এস-সি (পদার্থবিজ্ঞান)	প্রভাষক
১৯.	কবির আহমেদ	বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইংরেজি)	প্রভাষক
২০.	মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান	বি.এস-সি (অনার্স), এম.এস-সি (পরিসংখ্যান)	প্রভাষক
২১	মুশফিকা জাহান	বি.এস-সি (অনার্স), এম.এস-সি (উদ্ভিদবিদ্যা)	প্রভাষক
২২.	ডক্টর আক্তারুজ্জাহান	বি.এ (অনার্স), এম.এ (বাংলা), পি-এইচ.ডি	প্রভাষক
২৩.	লুৎফর রহমান	এম.এস-সি (পদার্থবিজ্ঞান)	প্রদর্শক
২৪.	পারভীন খন্দকার	বি.এস-সি (অনার্স), এম.এস-সি (প্রাণিবিদ্যা)	প্রদর্শক
২৫.	ফাতেমা আক্তার	বি.এস-সি (অনার্স), এম.এস-সি (রসায়ন)	প্রদর্শক
২৬.	আমেনা বেগম	বি.বি.এস, এম.বি.এ (ব্যবস্থাপনা)	খণ্ডকালীন শিক্ষিকা
২৭.	রবিউল ইসলাম	বি.এস-সি (অনার্স), এম.এস-সি (পদার্থবিজ্ঞান)	খণ্ডকালীন শিক্ষক
২৮.	মো. ইমরান হোসেন	এইচ.এস.সি	ল্যাব অ্যাসিসটেন্ট

মাধ্যমিক বালিকা শাখার শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের নামের তালিকা

ক্র. নাম	শিক্ষাগতযোগ্যতা	পদবি
১. মো. বেলায়েত হুসেন	বি.এস-সি (অনার্স), এম,এস-সি (গণিত)	অধ্যক্ষ
২. মিসেস জিনাতুন নেসা	এম.এস-সি (ভূগোল), বি.এড	সহকারী প্রধান শিক্ষিকা
৩. ফাতেমা জহির	এম.এস-সি (পদার্থবিদ্যা), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৪. মরিয়াম খাতুন	কামিল (আল-হাদিস)	সহকারী শিক্ষিকা
৫. মিসেস নুরুন্নাহার	এম.এস-সি (রসায়ন), ডিপ-ইন এড	সহকারী শিক্ষিকা
৬. নিভা ভট্টচার্য	বি.এস-সি (অনার্স), এম,এস-সি (গণিত), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৭. মিসেস স্মৃতি ভট্টচার্য	বি.কম (সম্মান), এম.কম (হিসাববিজ্ঞান), বি.এড	সিনিয়র শিক্ষিকা
৮. মিসেস মঞ্জুরী আক্তার	এম.এস-সি (গার্হস্থ্য অর্থনীতি), বি.এড	সিনিয়র শিক্ষিকা
৯. মিসেস নাসিমা আক্তার	বি.এ (সম্মান), এম.এ (অর্থনীতি), বি.এড	সিনিয়র শিক্ষিকা
১০. বাবু চিত্তরঞ্জন সরকার	বি.এসসি.বিএড	সিনিয়র শিক্ষক
১১. কামাল হোসেন	বি.এস-সি (সম্মান), এম,এস-সি (পদার্থবিদ্যা), বি.এড	সিনিয়র শিক্ষক
১২. মিসেস জান্নাত মহল	বি.এস-সি (সম্মান), এম,এস-সি (প্রাণিবিদ্যা), বি.এড, এম.এড, এম.ফিল	সহকারী শিক্ষিকা
১৩. নাজমা জামান লুলু	এম.এ (ইতিহাস), বি.এড	সিনিয়র শিক্ষিকা
১৪. মোঃ আশফাফুল ইসলাম সরকার	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি), বি.এড	সহকারী শিক্ষক
১৫. মিসেস মোনালিসা	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষিকা
১৬. মিসেস মাহফুজা বেগম	এডুকেশন অনার্স, এম.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৭. মোঃ নাসির উদ্দিন	বি.এস-সি (সম্মান), এম,এস-সি (গণিত), বি.এড	সহকারী শিক্ষক
১৮. মিসেস কাজী উম্মে সালমা হক	বি.এ (সম্মান), এম.এ (বাংলা), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৯. মোঃ সোহরাওয়ার্দী	এম.এস-সি (গণিত), ডিপ্লোমা-ইন-কম্পিউটার সায়েন্স, বি.এড	সহকারী শিক্ষক
২০. মিসেস সেলিনা আক্তার	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষিকা
২১. মিসেস কাজী রুখসানা হাফিজ	বি.এ-সি (সম্মান), এম,এস-সি (ভূগোল), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২২. ইকবাল আহমেদ	বি.এফ.এ (ড্রইং এন্ড পেইন্টিং), এম.এফ.এ	সহকারী শিক্ষক
২৩. ফজলুল বারী খান	কামিল (হাদীছ), বি.এ (অনার্স), এম.এ (আরবী)	সহকারী শিক্ষক
২৪. রেহানা হোসেনে আখতার	এম.এ (বাংলা), এম.ফিল (বাংলা), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২৫. ফিরোজা বেগম	এম.এ (বাংলা), এম.ফিল	সহকারী শিক্ষিকা
২৬. মোঃ মিরাজুল ইসলাম	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি), ই.বি	সহকারী শিক্ষক
২৭. মোঃ শরিফুল ইসলাম	বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষক
২৮. মোঃ শামীম আলী	বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষক
২৯. আম্মিয়া সুলতানা	বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষিকা
৩০. শারমীন আক্তার	বি.এস-এস (অনার্স), এম.এস-এস (সমাজকল্যাণ)	সহকারী শিক্ষিকা
৩১. মোসাঃ সালমা খাতুন	বি.এ (অনার্স), এম.এ (গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান)	লাইব্রেরিয়ান
৩২. মিসেস সুফিয়া খান	জে.ডি.সি	ক্রীড়া শিক্ষিকা
৩৩. ডাঃ নূরজাহান বেগম	এম.বি.বি.এস	মেডিকেল অফিসার

মাধ্যমিক বালিকা শাখার শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের নামের তালিকা

ক্র. নাম	শিক্ষাগতযোগ্যতা	পদবি
. মো. বেলায়েত হুসেন	বি.এস-সি (অনার্স), এম,এস-সি (গণিত)	অধ্যক্ষ
. মিসেস জিনাতুন নেসা	এম.এস-সি (ভূগোল), বি.এড	সহকারী প্রধান শিক্ষিকা
. ফাতেমা জহির	এম.এস-সি (পদার্থবিদ্যা), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
. মরিয়াম খাতুন	কামিল (আল-হাদিস)	সহকারী শিক্ষিকা
. মিসেস নুরুন্নাহার	এম.এস-সি (রসায়ন), ডিপ-ইন এড	সহকারী শিক্ষিকা
. নিভা ভট্টচার্য	বি.এস-সি (অনার্স), এম,এস-সি (গণিত), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
. মিসেস স্মৃতি ভট্টচার্য	বি.কম (সম্মান), এম.কম (হিসাববিজ্ঞান), বি.এড	সিনিয়র শিক্ষিকা
. মিসেস মঞ্জুরী আক্তার	এম.এস-সি (গার্হস্থ্য অর্থনীতি), বি.এড	সিনিয়র শিক্ষিকা
. মিসেস নাসিমা আক্তার	বি.এ (সম্মান), এম.এ (অর্থনীতি), বি.এড	সিনিয়র শিক্ষিকা
০. বাবু চিত্তরঞ্জন সরকার	বি.এসসি.বিএড	সিনিয়র শিক্ষক
১. কামাল হোসেন	বি.এস-সি (সম্মান), এম,এস-সি (পদার্থবিদ্যা), বি.এড	সিনিয়র শিক্ষক
১২. মিসেস জান্নাত মহল	বি.এস-সি (সম্মান), এম,এস-সি (প্রাণিবিদ্যা), বি.এড, এম.এড, এম.ফিল	সহকারী শিক্ষিকা
১৩. নাজমা জামান লুলু	এম.এ (ইতিহাস), বি.এড	সিনিয়র শিক্ষিকা
১৪. মোঃ আশফাফুল ইসলাম সরকার	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি), বি.এড	সহকারী শিক্ষক
১৫. মিসেস মোনালিসা	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষিকা
১৬. মিসেস মাহফুজা বেগম	এডুকেশন অনার্স, এম.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৭. মোঃ নাসির উদ্দিন	বি.এস-সি (সম্মান), এম,এস-সি (গণিত), বি.এড	সহকারী শিক্ষক
১৮. মিসেস কাজী উম্মে সালমা হক	বি.এ (সম্মান), এম.এ (বাংলা), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৯. মোঃ সোহরাওয়ার্দী	এম.এস-সি (গণিত), ডিপ্লোমা-ইন-কম্পিউটার সায়েন্স, বি.এড	সহকারী শিক্ষক
২০. মিসেস সেলিনা আক্তার	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষিকা
২১. মিসেস কাজী রুখসানা হাফিজ	বি.এ-সি (সম্মান), এম,এস-সি (ভূগোল), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২২. ইকবাল আহমেদ	বি.এফ.এ (ড্রইং এন্ড পেইন্টিং), এম.এফ.এ	সহকারী শিক্ষক
২৩. ফজলুল বারী খান	কামিল (হাদীছ), বি.এ (অনার্স), এম.এ (আরবী)	সহকারী শিক্ষক
২৪. রেহানা হোসেনে আখতার	এম.এ (বাংলা), এম.ফিল (বাংলা), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২৫. ফিরোজা বেগম	এম.এ (বাংলা), এম.ফিল	সহকারী শিক্ষিকা
২৬. মোঃ মিরাজুল ইসলাম	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি), ই.বি	সহকারী শিক্ষক
২৭. মোঃ শরিফুল ইসলাম	বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষক
২৮. মোঃ শামীম আলী	বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষক
২৯. আম্মিয়া সুলতানা	বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষিকা
৩০. শারমীন আক্তার	বি.এস-এস (অনার্স), এম.এস-এস (সমাজকল্যাণ)	সহকারী শিক্ষিকা
৩১. মোসাঃ সালমা খাতুন	বি.এ (অনার্স), এম.এ (গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান)	লাইব্রেরিয়ান
৩২. মিসেস সুফিয়া খান	জে.ডি.সি	ক্রীড়া শিক্ষিকা
৩৩. ডাঃ নূরজাহান বেগম	এম.বি.বি.এস	মেডিকেল অফিসার

প্রিপারেটরী বালিকা শাখার শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের নামের তালিকা

ক্র. নাম	শিক্ষাগতযোগ্যতা	পদবি
১. মিসেস নিগার নাজনীন	বি.এস.এস (সম্মান), বি.এড	তত্ত্বাবধায়ক
২. মিসেস নুরুন্নাহার বেগম	এম.এস-সি (ভূগোল), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৩. মিসেস সেতারা বানু	এম.এস-সি (গার্হস্থ্য অর্থনীতি), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৪. মিসেস সেরাজুন নেসা	এম.এ (ইসলামিক স্টাডিজ), বি.এড, এম.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৫. মিসেস রওশন আরা বেগম	বি.এস-সি (সম্মান), এম.এস-সি (উদ্ভিদবিদ্যা), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৬. মিসেস আজিজা আক্তার	বি.এ.বি.এড (ট্রেনিং ইন চাইল্ড হুড এডুকেশন)	সহকারী শিক্ষিকা
৭. মিসেস ফরিদা ইয়াসমীন	এম.এ (ইসলামে ইতিহাস), বি.এড, এম.এড কম্পিউটার	সহকারী শিক্ষিকা
৮. মিসেস জুবাইদা নাজনীন	বিএ.বি.এড (ট্রেনিং ইন চাইল্ড হুড এডুকেশন)	সহকারী শিক্ষিকা
৯. বিউটি রায়	বি.এ.বি.এড (ট্রেনিং ইন চাইল্ড হুড এডুকেশন)	সহকারী শিক্ষিকা
১০. জনাব ফজলে আহমেদ	বি.এস-সি (সম্মান), এম.এস-সি (গণিত), বি.এড	সহকারী শিক্ষক
১১. মিসেস রাবেকা সারোয়ার	এম.এ (গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১২. মিসেস শারমিনা আক্তার বানু	এম.এস.এস (অর্থনীতি), বি.এড (কম্পিউটার)	সহকারী শিক্ষিকা
১৩. মিসেস শাহনাজ করিম	এম.এস-সি (উদ্ভিদ বিদ্যা), বি.এড, এম.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৪. মিসেস নাসিমা আক্তার	অঙ্কন শিক্ষিকা	বি.এক.এ
১৫. মিসেস জোসিনা মনসুর	বি.এস-সি (ট্রেনিং ইন চাইল্ড হুড এডুকেশন)	সহকারী শিক্ষিকা
১৬. মিসেস তাসনিমা বেগম এলি	বি.এস.এস	সঙ্গীত শিক্ষিকা
১৭. মিসেস রেহানা সুলতানা	বি.এস.সি (সম্মান), এম.এস.সি (গণিত), কম্পিউটার, বি.এড, এম.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৮. মিসেস আইরিন ফাতেমা	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৯. মিসেস ফারাহ্ দ্বীবা পলি	বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষিকা
২০. মিসেস সাবিনা ইয়াসমিন	বি.এস.এস (সম্মান), অর্থনীতি	সহকারী শিক্ষিকা
২১. মিসেস সামসাদ জামাল	বি.এস.সি (অনার্স), এম.এস.সি (উদ্ভিদ বিদ্যা)	সহকারী শিক্ষিকা
২২. মিসেস শাহনাজ পারভীন	বি.এস.সি (অনার্স), এম.এস.এস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২৩. মিসেস কামরুন্নাহার বানী	বি.এ, বি.পি.এড	শরীর চর্চা শিক্ষিকা
২৪. সৈয়দা সাদিকা সাদিকিন সুলতানা	বি.এস-সি (সম্মান), এম.এস-সি (ভূগোল), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২৫. মিসেস মল্লিকা আফরোজ	বি.এস.এস (সম্মান), এম.এস.এস (অর্থনীতি), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২৬. মিসেস নাজ সুলতানা	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি)	সহকারী শিক্ষিকা
২৭. মিসেস কানিজা সুলতানা	বি.এস.সি (অনার্স), এম.এস.সি (গণিত), বি.এড, কম্পিঃ ডিপ্লোমা	সহকারী শিক্ষিকা
২৮. মিসেস নাসরিন আহমেদ	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষিকা
২৯. মিসেস তাহমিনা আফরোজ	বি.এ (সম্মান), এম.এ (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	সহকারী শিক্ষিকা
৩০. মিসেস মহফিল আরা পারভিন	বি.এস-সি (অনার্স), এম.এস-সি (গণিত)	সহকারী শিক্ষিকা
৩১. মিসেস তুনাজিনাকরিম	বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষিকা
৩২. মিসেস কিশোয়ারা জাহান	বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইতিহাস)	সহকারী শিক্ষিকা
৩৩. মিসেস মাসুদা বেগম	বি.কম., এম.কম (ব্যবস্থাপনা), বি.এড, কম্পিউটার	সহকারী শিক্ষিকা
৩৪. মিসেস রোকসানা বেগম	বি.এস-সি (অনার্স), এম.এস-সি (উদ্ভিদ বিজ্ঞান)	সহকারী শিক্ষিকা
৩৫. মিস আরিফা সুলতানা	বি.এ (অনার্স), এম.এ (বাংলা)	সহকারী শিক্ষিকা
৩৬. মিসেস রাহনুমা হাসনীন রাহী	বি.এ., এম.এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষিকা
৩৭. মিসেস রুখসানা পারভীন	বি.এস-সি (অনার্স), এম.এস-সি (গার্হ্যস্থ অর্থনীতি)	সহকারী শিক্ষিকা
৩৮. জনাব প্রতাপ মণ্ডল	এইচ.এস.সি	তবলা শিক্ষক

৩৯. মিসেস নাইমা খানম	বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষিকা
৪০. মিসেস নাজরীন ইসলাম	বিএ.বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৪১. মিসেস নাজমুন ফারজানা	বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষিকা
৪২. মিস মুক্তা শ্রী ঘোষ	বি.এ (অনার্স), এম.এ (দর্শন)	সহকারী শিক্ষিকা

উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বালক শাখার শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের নামের তালিকা

ক্র. নাম	শিক্ষাগতযোগ্যতা	পদবি
১. মোঃ সুজা-উদ-দৌলা	এম.এসসি	উপাধ্যক্ষ
২. ড. শাহনাজ পারভীন	বি.এস-সি (অনার্স), এম.এস-সি (উদ্ভিদ বিদ্যা), পি.এইচ.ডি	সহকারী অধ্যাক
৩. কে.এম. মাসুদুর রহমান	বি.বি.এ (অনার্স), এম.বি.এ (হিসাব বিজ্ঞান)	প্রভাষক
৪. মিসেস রওশনআরা বেগম	বি.এ (অনার্স), এম.এ (বাংলা), এম.এড	প্রভাষক
৫. অতীন্দ্র কুমার দাশ	বি.বি.এ (অনার্স), এম.বি.এ (মার্কেটিং)	প্রভাষক
৬. মোঃ আওলাদ হোসেন	বি.এস-সি (অনার্স), এম.এস-সি (রসায়ন)	প্রভাষক
৭. দুলাল চন্দ্র মন্ডল	বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইংরেজি)	প্রভাষক
৮. আব্দুল হাকিম	বি.এস-সি (অনার্স), এম.এস-সি (ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং)	প্রভাষক
৯. মোঃ মোর্শেদুল আলম	বি.এ (অনার্স), এম.এ (বাংলা), এম.ফিল	প্রভাষক
১০. তরিকুল ইসলাম	বি.এস-সি (অনার্স), এম.এস-সি (গণিত)	প্রভাষক
১১. মিসেস সঙ্গীতা শর্মা	বি.এস-সি (অনার্স), এম.এস-সি (পদার্থ বিদ্যা)	প্রদর্শক
১২. মোঃ শহীদ আলী	বি.এস-সি (অনার্স), এম.এস-সি (রসায়ন)	প্রদর্শক
১৩. আবিদা সুলতানা	বি.এস-সি (অনার্স), এম.এস-সি (উদ্ভিদ বিজ্ঞান)	প্রদর্শক
১৪. মিসেস রাবেয়া হাবীব	বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইসলামিক স্টাডিজ), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৫. মিসেস রওশন আরা বেগম	বি.এ (অনার্স), এম.এ (বাংলা ভাষা ও সাহিত্য), বি.এড, এম.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৬. মিসেস লায়লা কবির	বি.এফ.এ (অঙ্কন)	সহকারী শিক্ষিকা
১৭. জনাব সাদেকুল আলম	বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইংরেজি), বি.এড	সহকারী শিক্ষক
১৮. জনাব মুস্তাফা শাহীদুন্নাবী	এম.এ (ইংরেজি), বি.এড	সহকারী শিক্ষক
১৯. মিসেস শামীম আরা	বি.এস-সি (অনার্স), এম.এস-সি (রসায়ন), বি.এড, এম.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২০. মিসেস মাসুমা খাতুন	এম.কম (ব্যবস্থাপনা), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২১. মিসেস শানজিদা চৌধুরী	বি.এ (অনার্স), এম.এ (বাংলা), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২২. জনাব এ.টি.এম মানসুরুল আলম	বি.এ (অনার্স), এম.এ (আরবী), বি.এড, এম.এড	সহকারী শিক্ষক
২৩. জনাব সৌমেন কান্তি পাল	বি.এ (অনার্স), এম.এস-সি (গণিত), বি.এড	সহকারী শিক্ষক
২৪. জনাব আতাউর রহমান	বি.এ, পি.পি.এড, এম.পি.এড	সহকারী শিক্ষক
২৫. জনাব মোঃ রেজাউল শাফী	বি.এস-সি (অনার্স), এম.এস-সি (গণিত)	সহকারী শিক্ষক
২৬. মিসেস তাহমিনা রহমান	বি.এস.এস (অনার্স), এম.এস.এস (অর্থনীতি)	সহকারী শিক্ষিকা
২৭. মিসেস উম্মে হাসিনা আক্তার	বি.এস-সি (অনার্স), কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং	সহকারী শিক্ষিকা
২৮. মিসেস শাহনাজ হাবীব	বি.এ (অনার্স), এম.এ (বাংলা)	সহকারী শিক্ষিকা
২৯. আব্দুল লতিফ	বি.এস-সি (অনার্স), এম.এস-সি (পরিসংখ্যান)	খন্ডকালীন শিক্ষক

প্রিপারেটরী বালক শাখার শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের নামের তালিকা

ক্র. নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পদবী
১. সেলিনা বানু	বি.এস.এস (সম্মান), এম.এস.এস (সমাজ বিজ্ঞান), বি.এড	তত্ত্বাবধায়ক
২. মিসেস লায়লা কবির	বি.এফ.এ (অংকন)	সহকারী শিক্ষিকা
৩. মিসেস জেবুন্নেসা	বি.এস-সি (অনার্স), এম.এস-সি (শিশু, পরিবর্ধন ও পারিবারিক সম্পর্ক বিজ্ঞান), আই.সি.ই, বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৪. মিসেস সাজেদা বেগম	বি.এস.এস (অনার্স), এম.এস.এস(অর্থনীতি), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৫. মিসেস জেরিনা শিরিন	বি.এ, আই.সি.ই, বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৬. মিসেস ফারজানা আক্তার	বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইতিহাস), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৭. মিসেস সাইফুন সেনা ফারমিন	বি.এস.এস (অনার্স), এম.এস.এস (সমাজ বিজ্ঞান), বি.এড, এম.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৮. শান্ত কুমার মৈত্র	বি.এস-সি (অনার্স), এম.এস.এস (অর্থনীতি), বি.এড	সহকারী শিক্ষক
৯. জনাব আতাউর রহমান	বি.এ (অনার্স), এম.এস.এস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), পিটি.আই, বি.এড	সহকারী শিক্ষক
১০. মিসেস রুবি কামরুন্নেসা	এম.এস-সি (প্রাণী বিদ্যা), বি.এড, এম.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১১. মিসেস নাসরীন জাহান	এম.এস.এস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), বি.এড, এম.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১২. মিস আয়েশা সুলতানা	বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইংরেজি), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৩. মিসেস সুরাইয়া আক্তার	এম.এস-সি (মৃত্তিকা বিজ্ঞান), ঢাবি.বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৪. রোখসানা মোমেন	বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইংরেজি), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৫. মিসেস বুষরা মোকাররম	বি.এস.এস (অনার্স), এম.এস.এস (সমাজ বিজ্ঞান)	সহকারী শিক্ষিকা
১৬. মিসেস রাফেজা খাতুন	বি.এস.এস (অনার্স), এম.এস.এস (অর্থনীতি), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৭. মিসেস মাহমুদা আক্তার	বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইসলামের ইতিহাস), সিইনএড, বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৮. মিসেস রোজিনা খাতুন	বি.এস-সি (অনার্স), এম.এস.সি (প্রাণীবিজ্ঞান), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৯. মিসেস অনামিকা ভৌমিক	বি.এস-সি (অনার্স), এম.এস-সি (গণিত), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২০. নাজনিন রেজা	বি.এ, বি.এড, আই.সি.ই ট্রেনিং	সহকারী শিক্ষিকা
২১. নসিবা জাহেদী	এম.কম (হিসাববিজ্ঞান) বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২২. মিসেস আঞ্জুমা খাতুন	বি.এস.এস (অর্থনীতি) এম.এস.এস, (ঢা.বি.), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২৩. মোছা. শারমিন রেজওয়ানা	বি.এ (অনার্স), এম.এ (বাংলা), বি.এড, এম.এড (অধ্যায়নরত)	সহকারী শিক্ষিকা
২৪. ইয়াসমিন আরা লিপি	বি.এ	সহকারী শিক্ষিকা
২৫. নাহিদ নিয়াজী	বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষিকা

TEACHERS OF ENGLISH VERSION, BOYS' WING

Sl. Name of Teachers	Educational Qualification	Designation
1. Lt. Col. Khandkar Obaidul Anwar (Retd)	M.Sc. in Mathematics, EOBC, DOMC	Rector
2. Aleya Ferdousi	B.A (Hons), M.A (English) Lit & ELT)	Deputy Rector
3. Ms. Tania Farzana Shurovi	B.A (Hons), M.A (English) B.Ed	Asst. Teahcer
4. Ms. Zohura Akther	B.A (Hons), M.A (English) B.Ed	Asst. Teahcer
5. Mr. Ali Ashraf Siddique Zakeer	B.A (Hons), M.A (English)	Asst. Teahcer
6. Ms. Nasrin Islam	B.A (Hons), M.A (English) B.Ed	Asst. Teahcer
7. Ms. Farzana Afroze	B.B.A	Asst. Teahcer
8. Ms. Fowjia Khanam	B.Sc (Hons), M.Sc (Zoology) B.Ed	Asst. Teahcer
9. Ms. Nusrat Zarin Eva	B.B.A (Finance), B.Ed	Asst. Teahcer
10. Mr. Goutom Kumar Saha	B.F.A-M.F.A (Fine Art)	Asst. Teahcer
11. Ms. Farzana Kaniz Shela	B.S.S (Hons), M.A (Social Welfare), B.Ed	Asst. Teahcer
12. Md. Ayub Ali	B.A (Hons), M.A (English) B.Ed	Asst. Teahcer
13. Ms. Konika Sannyal	M.A (Bangla)	Asst. Teacher
14. Ms. Sohely Parven	B.A (Hons), M.A (English) B.Ed	Asst. Teahcer
15. Ms. Swormili Paul	B.A (Hons), M.A (Philosophy) B.Ed	Asst. Teahcer
16. Md. Aminul Islam	B.A (Hons), M.A (Bengli) B.Ed	Asst. Teahcer
17. Ms. Sanjida Pervin	B.A (Hons), M.A (English) B.Ed	Asst. Teahcer
18. Md. Abdur Rouf Khan	B.A (Hons), M.A (English)	Asst. Teahcer
19. Mr. Shohrab Farhad (Mithun)	B.A (Hons), M.A (English)	Asst. Teahcer
20. Md. Hatem-Tai (Imran)	B.Sc (Hons), M.Sc (Mathematics)	Asst. Teahcer
21. Ms. Shyamoli Roy	M.A (Bangla) B.Ed	Asst. Teahcer
22. Yasina Moquddes	M.Sc Applied Chemistry	Asst. Teacher
23. Ms Nargis Sultana	M.Sc. in Physics, B.Ed	Asst. Teahcer
24. Md. Mokim Uddin	B.A (Hon's), M.A in English (B. Ed)	Asst. Teahcer
25. Nahid Nurani	BSS (Hon's), MSS in Social Work	Asst. Teacher
26. Sharmin Islam (Suhi)	A Level (Commerce) I.C.S.E, Delhi Board from Darjeeling, ACCA (running)	Asst. Teacher
27. Shine Kabir	B.Sc (Pass) M.Sc in Child Development	Asst. Teacher
28. Wahed Nur (Rasel)	Fazil (B.A) Kamil (M.A) Hadith form T.M.M Quran a-Hafiz	Asst. Teacher
29. Ataur Rahman	B.Sc (Hon's) M.Sc in Chemistry	Asst. Teacher
30. Israt Jahan Jui	B.A (Hon's) M.A in History	Asst. Teacher
31. Nazma Khatun	B.Sc (Hon's) M.Sc (Mathematics), B.Ed	Asst. Teacher
32. Nurjahan Parveen	B.Sc (Hon's) M.Sc (Mathematics),	Asst. Teacher
33. Jannatul Ferdaush	B.Sc (Hon's) M.Sc (Applied Chemistry & Chemical technology	Asst. Teacher
34. Bithi Saha	B.Sc-(Hon's), M.Sc (Physics)	Asst. Teacher

TEACHERS OF ENGLISH VERSION, GIRLS' WING

Sl. Name of Teachers	Educational Qualification	Designation
1. Ms. Fatema Rahman	M.A (Eng. Lit.) DU; BELT (BOU)	Rector
2. Ms. Afroza Ireen	B.A. (Hons), MA (English), DU. BELT	Asstt. Teacher
3. Mrs Tahera Jafree	'O' & 'A' Level	Asstt. Teacher
4. Ms. Kanchi Kana Paul	'O' & 'A' Level, Doing Hon's in English	Asstt. Teacher
5. Mr. Faruque Hossen	B.Sc (Hons); M.Sc (App. Math); B.Ed. (NU)	Asstt. Teacher
6. Mrs. Afroza Khanam	B.A (Hons); M.A (Eng), C.U.B.Ed.	Asstt. Teacher
7. Mrs. Atikun Nahar	B.S.S (Hons), M.S.S (Sociology) R.U; B.Ed	Asstt. Teacher
8. Mr. Mansur Ali	BA (Hons), MA (Islamic History) D.U; B.Ed. (B.U)	Asstt. Teacher
9. Ms. Nurun Nahar Hossain	BA (Hons), MA (English) DU, B.Ed	Asstt. Teacher
10. Ms. Sabrin Siddqua	B.Com (Hons), M.Com (Management); B.Ed.(NU)	Asstt. Teacher
11. Mrs. Nigar Sultana	B.S.S (Hons), M.S.S (Sociology) D.U	Asstt. Teacher
12. Mrs. Taslima Khatun	B.S.S (Pass), M.S.S (Economics), B.Ed. (NU)	Asstt. Teacher
13. Mrs. Marjanoon Nahar	B.A (Hons), M.A (Eng.), D.U	Asstt. Teacher
14. Mrs. Ripa Shaha	B.A (Hons), M.A (Eng.) R.U.B.Ed.(NU)	Asstt. Teacher
15. Mr. Emdadul Haque	B.A (Hons), M.A (English), J.U	Asstt. Teacher
16. Mr. Masudul Alam	B.A (Hons), M.A (English)	Asstt. Teacher
17. Mrs. Afroza Daud	B.A (Hons), M.A (Management)	Asstt. Teacher
18. Ms. Nahid Sultana	B.S.S (Hons), M.S.S (International Relations DU)	Asstt. Teacher
19. Mr. Shohel-R-Khan	B.A (Hons), M.A (English), D.U	Asstt. Teacher
20. Ms. Parvin Sultana	B.A (Hons), M.A (Bangla), D.U	Asstt. Teacher
21. Mrs. Sonia Chowdhury	B.S.S (Hons), M.S.S (Anthropology), D.U	Asstt. Teacher
22. Ms. Nuri Afsana	B.S.S (Hons), M.Sc (Botany); B.Ed	Asstt. Teacher
23. Ms. Qursia Zabin	B.Sc (Hons), M.Sc (Botany), R.U;B.Ed	Asstt. Teacher
24. Mrs. Nasima Ferdousi	B.Sc (Hons), M.Sc (Physics), R.U;B.Ed	Asstt. Teacher
25. Ms. Mahfuza Laila Khan	B.Sc;MSc. (Botany);B.Ed	Asstt. Teacher
26. Ms. Hasina Akter	B.S.S (Hons), M.S.S (Pol. Science) J.V.B.Ed	Asstt. Teacher
27. Mrs. Rashida Yasmin	B.Sc (Hons), M.Sc (Zoology), D.U;B.Ed	Asstt. Teacher
28. Ms. Kaberi Talukder	B.A (Hons), M.A (Philosophy), VB. B.Ed.	Asstt. Teacher
29. Mrs. Nasrin Akter	B.Sc (Hons), M.Sc (App. Math), D.U	Asstt. Teacher
30. Ms. Jebun Nesa	B.A (Hons), M.A (Philosophy), J.U. B.Ed.	Asstt. Teacher
31. Ms. Farhana Hossain	B.Sc (Hons), M.Sc (Botony), N.U. B.Ed	Asstt. Teacher
32. Mrs. Bushra Banu	B.A (Hons), M.A (Eng), D.U	Asstt. Teacher
33. Ms. Nasrin Sultana-2	B.S.S (Hons), M.S.S (Economics), N.U.B.Ed	Asstt. Teacher
34. Ms. Jinnatul Abedin	B.Sc (Hons), M.Sc (Botony), D.U. B.Ed	Asstt. Teacher
35. Ms. Fatima Johra	B.Sc (Hons), M.Sc (Botony), N.U. B.Ed	Asstt. Teacher
36. Mrs. Ismot Ara	B.A (Hons), M.A (Islamic History), MBA (Finance	Asstt. Teacher
37. Mrs. Salma Sarmin	B.S.S (Hons), M.S.S (Sociology), R.U;B.Ed	Asstt. Teacher
38. Ms. Nasrin Sultana-1	B.A (Hons), M.A (Bangla), J.U	Asstt. Teacher
39. Ms. Selina Akter	B.A (Hons), M.A (Bangla), N.U, B.Ed	Asstt. Teacher
40. Ms. papiya Sultana	B.A (Hons), M.A (English)	Asstt. Teacher
41. Salen Azzam Niazi	B.Sc (Hons), M.Sc (Chemistry), I.U	Asstt. Teacher

42. Sazzadur Rahman	B.A (Hons), M.A (Bangla), D.U	Asstt. Teacher
43. Ms. Makbula Monjur	BFA (Hons), MFA (R.U)	Asstt. Teacher
44. Ms. Krishna Rani Pyne	B.A (Hons), M.A (Bangla), N.U, B.Ed	Asstt. Teacher
45. Ms. Akila Khatun	B.Sc (Hons), M.Sc (App. Math), C.U	Asstt. Teacher
46. Ms. Israt Jahan	B.Sc (Hons), M.Sc (Pisheries), N.U	Asstt. Teacher
47. Ms. Sabiha Shahid	B.Sc (Hons), M.Sc (Zoology), C.U	Asstt. Teacher
48. Syeada Nahid Qudri	M.Sc in Home Economics	Asstt. Teacher
49. Nazma Sultana	M.Sc in Anthropology, D.U	Asstt. Teacher
50. Md. Mazharul Alam	B.Sc in Computer Science & Engineer	Asstt. Teacher
51. Suborna Shaha	B.A (Hons), M.A (Sanskrit), D.U	Asstt. Teacher
52. Farhana Alam	B.Com, M.Com (Managment), (D.U.) L.L.B (N.U)	Asstt. Teacher
53. Ms. Munzarina Akter Khanam	B.A (Hons), M.A (I Studies), D.U	Asstt. Teacher
54. Md. Saifuddin	B.A (Hons), M.A (Arabic), D.U	Asstt. Teacher
55. Ms. Alhamra Nasrin Hossain, Luiza	M.Sc (Econs.), R.U, B.Ed (Bou)	Asstt. Teacher
56. Ms. Jesmin Begum	M.A, J. History, B.Ed	Asstt. Teacher
57. Ms. Nigar Sultana	B.B.A (Major in Finance)	Asstt. Teacher
58. Mr. Abul Hasnat	B.Sc (Hons), M.Sc (Math), N.U	Asstt. Teacher
59. Insana Akhter Nenny	M.A (English)	Asstt. Teacher

Teachers of Pre-Primary Section (Bangla Version)

Sl. No.	Name of Teachers	Educational Qualification	Designation
1.	Ms. Bilkis Banu	M.S.S (Master's), B.S.S (Hons), Sociology	Superintendent
2.	Ms. Halima Khan	ICE, TDI, Computer, English (Training)	Asst. Teacher
3.	Ms. Hasina Mahamud	B.A. B.Ed, ICE, TDI, Computer, English (Training)	Asst. Teacher
4.	Ms. Nasima Khanam	M.Sc (Zoology), I.C.E (Training), T.D.I (Training)	Asst. Teacher
5.	Ms. Shaila Parvin	B.Sc (Hons), M.S.S (Political Science) D.U, B.Ed	Asst. Teacher
6.	Ms. Shamima Karim Chow.	B.S.S (Hons), M.S.S (Political Science), B.Ed, PTI	Asst. Teacher
7.	Ms. Rabeya Khatun	B.Sc (Hons), M.Sc (Clothing & Textile), B.Ed	Asst. Teacher
8.	Ms.Fahima Sarker	M.A (Political Science), B.Ed	Asst. Teacher
9.	Ummy Fatima	B.Ed (Hons), M.Ed (Education)	Asst. Teacher
10.	Taposhi Rabeya	M.Sc (Zoology), B.Ed	Asst. Teacher
11.	Firoza Akter	M.S.S (Social Welfare), B.Ed, ICE Training	Asst. Teacher
12.	Ms. Rita Rani Baidya	M.S.S (Sociology), B.Ed, TDI Training	Asst. Teacher
13.	Ms. Faizia Rahaman	B.Sc (Hons), M.Sc (Food & Nutrition), B.Ed	Asst. Teacher
14.	Ms. Shahnaz Zaman	M.Sc (Botany), B.Ed, M.Ed	Asst. Teacher
15.	Ms. Irfat Jahan	B.Sc (Hons), M.Sc (Psychology), D.U, B.Ed	Asst. Teacher
16.	Ms. Shahin Sultana	B.A (Hons), M.A (Bangla), B.Ed	Asst. Teacher
17.	Ms. Dilnishi Shamsunnahar	B.Sc (Hons), M.Sc (Zoology), B.Ed, NTRCA	Asst. Teacher
18.	Ms. Iffat Shaheen	M.S.S (Sociology), B.Ed (Continue)	Asst. Teacher
19.	Ms. Nahid Akter	M.S.S (Political Science), B.Ed (Continue)	Asst. Teacher
20.	Ms. Ismat Ara	M.S.S (Sociel Science), B.A B.Ed (Continue)	Asst. Teacher
21.	Ms. Tahmina Aktar	M.Com (Management) B.Ed, M.Ed	Asst. Teacher
22.	Ms. Momotaz Banu	B.S.S (Hons), M.Sc (Psychology), B.Ed	Asst. Teacher
23.	Ms. Kamrun Nahar Khan	B.Com (Hons), Masters (Management)	Asst. Teacher
24.	Ms. Rownak Jahan	M.A (General History), R.U	Asst. Teacher

25.	Ms Nazia Tanzim	B.S.S (Hons), M.S.S (Sociology) D.U	Asst. Teacher
26.	Ms. Lilun Nahar	B.S.S (B.P.Ed), Training in Early Childhood	Asst. Teacher
27.	Ms. Zakia Karim	B.Sc (Hons), M.Sc (Botany), B.Ed (Continue)	Asst. Teacher
28.	Ms. Shamima Naz Zaman	B.F.A (Fine Arts), M.F.A (Fine Arts)	Asst. Teacher
29.	Ms. Sazia Afrin	M.A (Political Science) B.Ed	Asst. Teacher
30.	Ms. Upoma Raut	B.B.A	Asst. Teacher

Teachers of Pre-Primary Section (English Version)

1.	Ms. Bilkis Banu	M.S.S (Master's), B.S.S (Hons), Sociology	Superintendent
2.	Ms. Kazi Shamsun Nahar	B.A (Hons), M.A (English), B.Ed, M.Ed	Asst. Teacher
3.	Ms. Raihana Ferdous	A-Level, B.B.A (Studying)	Asst. Teacher
4.	Ms. Mukti Sarker	M.S.S (Sociology), B.S.S (Hons)	Asst. Teacher
5.	Ms. Mehja Been Eram	O-Level, A-Level, ACCA (Studying)	Asst. Teacher
6.	Ms. Shuporna Mustafiz	B.S.S (Hons), M.S.S (International Relation)	Asst. Teacher
7.	Ms. Mahabuba Milee	B.Com (Hons), M.Com (N.U), B.Ed (B.U)	Asst. Teacher
8.	Ms. Homira Zinat	B.A (Hons), M.A (English) B.Ed, N.U	Asst. Teacher
9.	Ms. Israt Jahan Neelam	O-Level, A-Level (Pass), Acca (Studing)	Asst. Teacher
10.	Ms. Rabeya Sultana	B.Sc (Hons), M.Sc (Home Economics), B.Ed, D.U	Asst. Teacher
11.	Ms. Amina Bari	O-Level, A-Level, B.B.A (UIU)	Asst. Teacher
12.	Ms. Fahima Sultana	B.A (Hons), M.A (English)	Asst. Teacher
13.	Ms. Sanila Ali	ICSE (Delhi Board), A-Level	Asst. Teacher
14.	Ms. Farhana Rahman Popy	Hons (English), M.A	Asst. Teacher
15.	Ms. Marufa Khan Mojlish	B.A (Hons), M.A (Islamic History)	Asst. Teacher
16.	Fatema Tuz Zohra (Urmi)	Hons (Zoology), M.Sc (Fisheries)	Asst. Teacher
17.	Ms. Sharna Tahmina Rahman	M.B.A (HRM), B.Sc (Hons. in Computer)	Asst. Teacher
18.	Ms. Samsun Nahar Nipa	B.Pharm, M. Pharm (Running)	Asst. Teacher
19.	Ms. Afroj Parvin	B.A (Hons), M.A (Bangla)	Asst. Teacher
20.	Ms. Shazia Sultana	B.S.S (Hons), M.S.S (Economics)	Asst. Teacher
21.	Ms. Humaira Binte Shafi	Hons. (English)	Asst. Teacher
22.	Ms. Kaniz Fatema	B.Sc Hons (Child Development & Family Relationship)	Asst. Teacher
23.	Ms. Romana Akter	BBA, MBA (Continue)	Asst. Teacher
24.	Ms. Fauzia Sultana	B.B.S (Hons), Management	Asst. Teacher
25.	Ms. Sharmin Sultana	M.S.S (Women & Gender Studies), B.S.S (D.U)	Asst. Teacher

List of Office Staff

SL. No	Name	Designation
1.	Mr. Abdur Rahman	Administration Officer
2.	Md.Golam Mohiuddin	Accounts Advisor
3.	Mr. Anowar Hossain	Head Accountant
4.	Mr.Tusar Ranjan Samadder	Accountant
5.	Mr. Md. Shahid Alam Molla	Accountant
6.	Mrs. Shomena Islam	P.R.O
7.	Mrs. Nazmun Nahar	Receptionist
8.	Mr.Masum Reza	Librarian
9.	Mrs. Salma Khatun	Liabarian
10.	Md. Anwar Hossain	Accountant

11.	Mrs. Meherun Nahar	Accounts Assistant
12.	Ms.Afsana Bahar	Asstt. Accountant
13.	Mr.Sajib Adhikary	Sub-Asst.Eng.
14.	Mr. Shahjahan Ali	Comp. Operator.
15.	Mr. S.M. Al- Mamunur Rashid	Comp. Operator.
16.	Mrs.Sabina Yasmin	Comp. Operator.
17.	Mr.Ataur Rahman	Pump Opt.cum.plamber
18.	Abdul Ohab	Store Keeper
19.	T.M. Shariful Islam	Store keeper cum. Caretaker.
20.	Mrs. Mahmuda Khatun	Off. Asstt.
21.	Mrs. Khodeza Akhter	Office Asstt.
22.	Ms.Maksuda Begum	Office Assistant
23.	Ms.Rokeya Begum	Lab-Assistant
24.	Mr. Imran Hossain	Lab-Assistant
25.	Mr.Monir Hossain	Electrician
26.	Mr.Sobhan	Electrician
27.	Mr.Istiak	Electrician
28.	Mr.Moksud Khan	Operator Cum. Electrician
29.	Mr.Rusel Khan	Lift Operator
30.	Mrs.Fatema	Assistant
31.	Mrs. Yasmin Akter Doly	lab Helper
32.	Mr. Hannan Ali	Peon
33.	Mr. Abraham	Peon
34.	Mr. Mostafa Sarder	Peon
35.	Mr. Md. Anowar Hossain	Peon
36.	Mr. Abdul Kader Ch.	Peon
37.	Mr. Saiful Islam	Peon
38.	Mr.Sabbir Ahmed	Guard
39.	Md.Ayub Ali	Guard
40.	Mr.Golam Kibria	Guard
41.	Mr. Farhad Ali	Guard
42.	Mr.Mostafa Hamid	Guard
43.	Mr.Yousuf Ali	Guard
44.	Md.Munsur Ali	Guard
45.	Mr. Siddiqur Rahman	Guard
46.	Mr. Md. Siddiqullah	Guard
47.	Mr.Abdul Halim	Guard
48.	Mr.Ali Ahmed	Guard
49.	Mr.Mujibur Rahman	Guard
50.	Ms.Rina	Aya
51.	Ms.Monowara Begum	Aya
52.	Ms.Nazma Begum	Aya
53.	Ms.Sultana	Aya
54.	Ms.Samsun Nahar	Aya
55.	Ms.Poly-2	Aya
56.	Ms.Nazma Begum-2	Aya
57.	Ms.Saleha Begum	Aya
58.	Ms.Monira Akhter	Aya

59.	Ms.Pakhi	Aya
60.	Ms.Helena Islam	Aya
61.	Ms.Momtaz	Aya
62.	Ms.Nasima	Aya
63.	Ms.Zakia Sultana	Aya
64.	Mrs.Afroza Akter	Aya
65.	Ms.Mina Akter	Aya
66.	Mrs.Mala Begum	Aya
67.	Ms.Goni	Mali
68.	Mrs. Arjoo	Aya
69.	Mrs. Sakina	Aya
70.	Mrs. Minara Bagum	Aya
71.	Mrs. Asma Begum	Aya
72.	Mrs. Dulari	Aya
73.	Mrs. Momtaz Begum	Aya
74.	Mrs. Alea Begum	Aya
75.	Mrs. Maksuda Begum	Aya
76.	Mrs. Rahima Begum	Aya
77.	Ms.Nargis Akter	Aya
78.	Ms.Sabrina Akter Poly	Aya
79.	Mrs. Piara Begum	Aya
80	Ms.Tahmina Tarin	Aya
81.	Mrs.Shamima Akhter	Aya
82.	Mrs.Fahima Begum	Aya
83.	Ms. Rehana	Aya
84.	Ms. Anjum Ara Begum	Aya
85.	Ms. Parvin	Aya
86.	Mrs. Rahima Khatun	Aya
87.	Mrs. Jahanara Begum	Aya
88.	Mrs. Shahina Akter	Aya
89.	Ms.Sabina Yasmin-2	Aya
90.	Ms.Asma Akter	Aya
91.	Ms.Shahin Akter	Aya
92.	Ms.Litunjira	Aya
93.	Ms.Rozina	Aya
94.	Ms.Parul	Aya
95.	Ms.Hazera	Aya
96.	Ms.Rizia	Aya
97.	Mr.Arju Bibi	Aya
98.	Ms.Sabina Yasmin	Aya
99.	Ms.Jewel	Cleaner
100.	Mr.Taposh	Cleaner
101.	Mr.Sankar Das	Cleaner
102.	Mr. Sree Rajesh	Cleaner
103.	Mr. Y. Gopal	Cleaner
104.	Mr.Niamot	Cleaner

বোর্ড অব ট্রাস্টিজ

নাম	শিক্ষাগতযোগ্যতা	পদবি
জনাব এম.এ. মালিক	গ্রাজুয়েশন (করাচী), ডিপ্লোমা-ইন মার্কেটিং (হার্ভার্ড) সাবেক বিমান বাহিনী কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট শিল্পপতি	চেয়ারম্যান
জনাব আতাউদ্দিন খান	এম.কম, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট (লন্ডন), সাবেক মন্ত্রী	সদস্য
ইঞ্জিনিয়ার মসিহ্ উর রহমান	বি.এস-সি ইঞ্জিনিয়ারিং (মেকানিক্যাল) সাবেক প্রধান প্রকৌশলী ও কন্সালট্যান্ট	সদস্য
ইঞ্জিনিয়ার এম.এ. গোলাম দস্তগীর	বি.এস-সি ইঞ্জিনিয়ারিং ও কন্সালট্যান্ট	সদস্য
প্রফেসর ড. মোহাম্মদ তামিম	বি.এস-সি, বি.ই, এম.টেক, পি-এইচ.ডি, প্রফেসর, বুয়েট এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা	সদস্য
জনাব কাজী জামিল আজহার	বি.এস-সি ইঞ্জিনিয়ারিং (ক্যালটেক) এম.এস-সি ইঞ্জিনিয়ারিং (হার্ভার্ড), চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি	সদস্য

বোর্ড অব গভর্নরস্

এ প্রতিষ্ঠানে সরকার অনুমোদিত একটি দক্ষ পরিচালনা কমিটি রয়েছে। এই কমিটি সৎ, নিঃস্বার্থ, ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত। পরিচালনা কমিটি নীতিমালা প্রণয়ন, প্রশাসন, প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এবং গভর্নিং বডির অবৈতনিক চেয়ারম্যান তাঁর সর্বক্ষণিক উপস্থিতি, সুদূর প্রসারী চিন্তাভাবনা এবং একনিষ্ঠ সেবা এ প্রতিষ্ঠানের প্রসার ও সার্বিক উন্নয়নে সাহায্য করছে।

এম.এ. মালিক	গ্রাজুয়েশন (করাচী), ডিপ্লোমা-ইন মার্কেটিং (হার্ভার্ড) সাবেক বিমান বাহিনী কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট শিল্পপতি	সভাপতি
নুরুন নাহার বেগম	এম.এস-সি (রসায়ন), ডিপ-ইন-এড	সদস্য
রওশন আরা বেগম	বি.এ. (অনার্স), এম.এ (বাংলা), এম.এড	সদস্য
আবু মোঃ ইউসূফ	এম.এস. (ফিসারিজ ম্যানেজমেন্ট) পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
আজিজুন নাহার	বি.এস.এস (অনার্স), এম.এস.এস (অর্থনীতি)	সদস্য
ডক্টর এস.এম. আবু রায়হান	বি.এস-সি (অনার্স), এম.এস-সি (রসায়ন), পি-এইচ.ডি	সদস্য
জনাব মো. বেলায়েত হুসেন	বি.এস-সি (অনার্স), এম.এস-সি (গণিত)	অধ্যক্ষ ও সদস্য সচিব

হাদিসে রাসুল (সা.)

১। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : রাসুলে করিম (সা.) ওযু করায়, চিরনী করায়, জুতা পরিধান করায় (মোট কথা সব কাজে) ডান দিককে অগ্রে রাখতেন,–অর্থাৎ প্রথমে ডান দিক থেকে শুরু করতেন এর পর বামদিকে। (তিরমিজি শরীফ)।

২। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) নবী করিম (সা.) থেকে রেওয়ায়েত করে বলেন, হুজুর (সা.) বলেছেন ঐ ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ উপভোগ করতে সক্ষম, যার মধ্যে এ তিনটি চরিত্র বিদ্যমান (i) যার কাছে অপরাপর সমুদ্বয় বস্তু হতে স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বেশী প্রিয়। (ii) যেই কোন ব্যক্তিকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসে (iii) ঈমান গ্রহনের পর পুনরায় কুফরীর দিকে ফিরে যাওয়াকে এমন ভাবে অপছন্দ করে যেমন সে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে। (বুখারী শরীফ)।

৩। হযরত আনাস (রা.) বলেন, তোমাদের কাছে বেশী বেশী হাদীস বর্ণনা করায় আমাকে একটি কথাই ফিরিয়ে রাখছে তা হল নবী করিম (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম (বুখারী শরীফ)।

৪। হযরত আনাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) জীবনের শেষ পর্যন্ত কখনও চেয়ার টেবিলে আহার করেননি এবং কখনও চাপাতিরুটি খাননি। (তিরমিজি শরীফ)।

৫। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী করিম (সা.) কে বলতে শুনেছি যে, দু প্রকার ব্যক্তি ছাড়া আর কারো ব্যাপারে ঈর্ষা বা হাসাদ (গীবত) করা বৈধনয়। (এক) যাকে মহান আল্লাহ ধন সম্পদ দিয়েছেন এবং যার সাথে এবং তার সাথে তাকে তা সৎকাজের ব্যয় করায় যথেষ্ট মনোবল প্রদান করেছেন। (দুই) ঐ ব্যক্তি যাকে মহান আল্লাহ হিকমত (জ্ঞান) দান করেছেন এবং যে উক্ত জ্ঞান রাখায় সঠিক মিমাংসা করে থাকে এবং লোকদেরকেও শিক্ষা দান করে। (বুখারী শরীফ)।

৬। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন : নবী করিম (সা.) সাদকায়ে ফিতর বাবদ (মাথা পিছু) এক ছা 'খেজুর' অথবা এক ছা 'যব' প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। ইবনে ওমর (রা.) বলেন পরবর্তী কালে আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) এর যুগে লোকেরা তার স্থলে 'দু মুঠ' গম নির্ধারণ করেছেন। বি.দ্র. (১ছা = তিন সের এগার ছটাক) (বুখারী শরীফ)।

৭। হযরত আবু হুরায় রাহ (রা.) থেকে বর্ণিত , নবী করিম (সা.) ইবশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও বিশ্বাসের সাথে এবং সওয়াবের আশায় শবেক্বদরের রাত্রে (ইবাদতে) দাঁড়ায় তার আগেকার সব গুনাহ মাপ করে দেওয়া হবে। (বুখারী শরীফ)।

৮। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সা.) ইরশাদ করেছেন তোমরা লাইলাতুল ক্বদরকে রমজানের শেষ দশদিনের বেজোড় রাতে তালাশকর। (বুখারী শরীফ)।

সংগ্রহ ও সম্পাদনা
মোঃ বেলায়েত হুসেন
অধ্যক্ষ ও সদস্য সচিব

বিশ্ববিখ্যাত ধর্মগ্রন্থের বাণী

আল-কোরআন-ইসলাম ধর্ম (১৪০০ বছর পূর্বে)

(১) কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা আবশ্যক (ফরজ)। শুদ্ধভাবে কোরআন তিলাওয়াত করা আল্লাহর নির্দেশ।
(২) তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না।
(৩) পিতামাতার সাথে সম্প্রীতি ও ভালোবাসার সাথে নম্র স্বরে কথা বলো।
(৪) যে-জাতি নিজের পরিবর্তন সাধন না করে, আল্লাহ তাদের পরিবর্তন করেন না।
(৫) আল্লাহ তায়ালা কাউকে তাঁর সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব অর্পণ করেন না।
(৬) নিশ্চয়ই অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই।

ঋগবেদ-হিন্দু ধর্ম (৩৫০০ বছর পূর্বে)

(১) যে ঈশ্বর, যিনি সর্বোচ্চ আকাশে অধিষ্ঠিত, তিনিই জানেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি কোথেকে এবং সেটা সৃষ্টি করা হয়েছে, নাকি আপনা আপনিই হয়ে গেছে।
(২) আত্মার শক্তি নিয়ে স্বর্গের অধিপতির দিকে ধাবিত হও, তিনি একক সত্তা।

কনফুসিয়াস-কনফুসিয়ানিজম (৩৫০০ বছর পূর্বে)

(১) যুবকেরা সম্মানোচিত দায়িত্ব অনুশীলন করুক, ভ্রাতৃসুলভ দায়িত্ব অনুশীলন করুক, নির্ভরযোগ্য হওয়ার জন্য আন্তরিক হোক। বাড়তি শক্তিটাকে বই পড়ায় নিয়োজত করা যেতে পারে।
(২) ব্যক্তিগত অভিমত দ্বারা প্রভাবিত হয়ো না। কোন অনাবশ্যক প্রয়োজনকে পাত্তা দিয়ো না, একগুঁয়ে হয়ো না, আত্মকেন্দ্রিক হয়ো না।
(৩) তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার পছন্দ করো না-অপরের প্রতি তুমি সেরূপ ব্যবহার করো না।

তাওরাত-ইহুদি ধর্ম (৩২০০ বছর পূর্বে)

(১) মিথ্যা গুজব রটাবে না। দশজনে অন্যায় করেছে বলে তুমিও তা করতে যেয়ো না।
(২) কোন অভাবগ্রস্ত লোককে যদি টাকা ধার দাও, তাহলে মহাজনের মতো সুদ গ্রহণ করো না।
(৩) আমি (আল্লা) অন্যায়কারীকে বিনা শাস্তিতে ছেড়ে দেব না। ঘুষ গ্রহণ করো না।

ধর্মপদ-বৌদ্ধ ধর্ম (২৭০০ বছর পূর্বে)

(১) যদি কেউ পাপ করে ফেলে, তবে সে যেন তাহা পুনঃপুন না করে এবং যদি কেউ পুণ্য করে, তবে যেন তা পুনঃপন করে। পুণ্য সঞ্চয় সুখকর।
(২) মাতাপিতা ও গুরুজনদের সম্মান করো, গালি-গালাজ করো না, শালীনতা ও মর্যাদা রক্ষা করে কথা বলো।

জরথুস্ট্র-অগ্নিউপাসক (২৬০০ বছর পূর্বে)

(১) জ্ঞান হচ্ছে মানবজাতির সর্বোচ্চ অর্জন। এটা অমূল্য, এটা মানুষের অব্যর্থ ও আজীবনের বন্ধু।
(২) ধন-সম্পদ আহরণের চেষ্টা করো না, বরং জ্ঞান আহরণের চেষ্টা কর।

বাইবেল (ইঞ্জিল) -খ্রিষ্ট ধর্ম (২০০০ বছর পূর্বে)

(১) কাউকে কিছু দিলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেবে; কারণ ঈশ্বর প্রফুল্লমনের দাতাকে পছন্দ করেন; সতর্কতার সাথে চলো, বোকার মতো নয়, জ্ঞানীর মতো।

সংগ্রহকারক
কাজী আজহার আলী
প্রয়াত-চেয়ারম্যান
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

PROTIBHAN : ANNUAL MAGAZINE : 2009-2010
Editor : Dr. Md. Mustafizur Rahman, Asst. Professor of Bengali
Published by Md. Belayet Hussain, Secretary, Board of Governors
Mohammadpur Preparatory Higher Secondary School
15/1 Iqbal Road, Mohammadpur, Dhaka-1207, Phone : 9112663, 9136061
Website: www.college-mphss.info, E-mail: mphss08@yahoo.com